সানুরক্তোঽথ সংস্কৃত্য ভবিষ্যামি ত্বয়া প্রিয়ে।
অধুনা সমতীতো মে যঃ কৃতঃ সময়ো ময়া ॥ ১১৫
তপসে ভবতী চাপি তপসৈব সুসংস্কৃতা ॥ ১১৬
সঞ্চিন্তনেন জপ্যেন তীব্রেণ তপসা তদা।
মূল্যেন মহতা ক্রীতো দাসোঽহং মাং নিযোজয় ॥ ১১৭
ত্বদঙ্গানাং সংস্করণে জটানাঞ্চ প্রসাধনে।
প্রমুচ্য বল্কলং গাত্রাচ্চার্ব্বংশুকনিবেশনে ॥ ১১৮
হারনূপুরকেয়ূর-কাঞ্চ্যাদিপরিধাপনে ॥
দ্রুতং নিযোজয় শুভে যদি স্নেহোঽস্তি মাদৃশি ॥ ১১৯
নির্দগ্ধো যো ময়া কামো ভস্মরূপেণ মত্তনৌ।
স্থিতো মাং প্রতিকৃত্যেব ত্বদগ্রে দগ্ধুমিচ্ছতি ॥ ১২০
তস্মাদুদ্ধর মাং কামাদগ্নেরিব মনোহরে।
ত্বদঙ্গামৃতদানেন প্রসীদ দয়িতে মম ॥ ১২১

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

তাহার পর প্রিয়ে! তপোবলে তুমি সংস্কার-সম্পন্না হইলে তোমাতে অনুরক্ত হইয়াছি। আমি যে নিয়ম করিয়াছিলাম, তপস্যার জন্য তাহা অতীত হইয়াছে, তুমিও তপস্যা দ্বারা সংস্কৃতা হইয়াছ। ১১৫-১১৬

সচ্চিন্তা, জপ এবং তীব্র তপস্যা-রূপ মহৎ মূল্য দ্বারা আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি। ১১৭

অতএব তোমার অঙ্গ-সংস্কার, জটাসমূহের সংস্কার ও গাত্র হইতে বল্কল মুক্ত করিয়া মনোহর বস্ত্র নিবেশ করিতে, হার, নূপুর, কেয়ূর, গুঞ্জাদি পরিধান করাইতে—শীঘ্র নিয়োগ করিয়া আমাতে স্নেহ প্রকাশ কর। ১১৮-১১৯

আমার নেত্রানলে দগ্ধ মদন ভস্মরূপে আমার অঙ্গেই বাস করিতেছেন; সে যেন প্রতিকার করিবার নিমিত্তই তোমার সমক্ষে আমাকে দগ্ধ করিতেছে। ১২০

অগ্নি মনোহারিণি। তোমার অঙ্গরূপ অমৃত দান করিয়া সেই অগ্নি-সদৃশ কাম হইতে আমাকে উদ্ধার কর। দয়িতে! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ১২১

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৩

চতুঃশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

অথ শ্রুত্বা বচঃ শম্ভোর্গিরিজাতীব হর্ষিতা।
মেনে প্রাপ্তং তদা শম্ভুং সুন্দরং দয়িতং পতিম্ ॥ ১
অথ প্রাহ তদা কালী সখীবক্ত্রেণ শঙ্করম্।
যথা স শৃণুতে বাক্যং শ্রোতুমিচ্ছংশ্চ শঙ্করঃ ॥ ২
ন সন্ধাবতিভেদেন প্রবর্ত্তন্তেঽত্র সজ্জনাঃ।
মর্য্যাদয়া হরস্তং মে পাণিং গৃহ্লাতু শঙ্করঃ ॥ ৩
পিতৃদত্তা ভবেৎ কন্যা তপোদত্তা ভবেন্ন হি।
তপসা চেৎ প্রদত্তাহং মাং তাতশ্চ প্রদাস্যতি ॥ ৪
তস্মাৎ সম্প্রার্থ্য পিতরং হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
বৈবাহিকেন বিধিনা পাণিং গৃহ্লাতু মে হরঃ ॥ ৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ কালী লজ্জাসমন্বিতা।
হরোঽপি তদ্বচঃ সত্যং তথ্যং যোগ্যং তদাগ্রহীৎ ॥ ৬
ততঃ স সগণঃ শম্ভুস্তত্র বাসং তদাকরোৎ।
গঙ্গাবতরণে সানৌ যথা পূর্ব্বং তথাধুনা ॥ ৭
কালী পিতুর্গৃহং যাতা সখীভিঃ পরিবারিতা।
নালোকয়ন্তী সা দীনা গুরূণাং বদনং সতী ॥ ৮

শিব-বিবাহ

মার্কণ্ডেয় বলিলেন;—গিরিজা, শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে বিবেচনা করিলেন, মনোহর পতি পাইয়াছি। ১

অনন্তর কালী, যেরূপে শঙ্কর শুনিতে পান এবং শুনিয়া উৎসুক হন, সেই ভাবে সখী দ্বারা বলাইলেন। ২

সজ্জনেরা মর্য্যাদানুসরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হর, মর্য্যাদা-অনুসারে আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৩

কন্যা পিতৃদত্তাই হইয়া থাকে, তপোদত্তা কখনও হয় না; যদি আমি তপোদত্তাই হইয়া থাকি, তাহা হইলেও পিতা আমাকে প্রদান করিবেন। ৪

তবে পিতা হিমালয়ের নিকট, প্রার্থনা করিয়া বৈবাহিক বিধিমতে হর আমার পাণিগ্রহণ করুন। ৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কালী লজ্জাপরবশ-চিত্তে শীঘ্র মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, হরও সেই বাক্য সত্য ও হিতকর এবং যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ৬

তাহার পর শম্ভু, গণের সহিত সেই গঙ্গাবতরণ সানুতে পূর্ব্বের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। ৭

কালী সখীগণের সহিত পিতার গৃহে গমন করিলেন; লজ্জাবশত সতী গুরুজনের মুখপানেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলেন না। ৮

এতস্মিন্নন্তরে সপ্ত মরীচিপ্রমুখান্ মুনীন্ ।
চিন্তয়ামাস শশিভৃৎ কালীং প্রার্থয়িতুং তদা ॥ ৯
চিন্তিতাঃ সপ্ত মুনয়স্তৎক্ষণান্মদনারিণা ।
আকৃষ্টা ইব কেনাপি তৎসকাশমুপাগতাঃ ॥ ১০
তান্ মুনীন্ দদৃশে শম্ভুঃ সপ্তাগ্নীনিব দীপিতান্ ।
অরুন্ধতীং বশিষ্ঠস্য সকাশে দদৃশে সতীম্ ॥ ১১
অরুন্ধতীং ততো দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠস্য সমীপতঃ ।
মেনে যোষিদ্গ্রহং ধর্ম্মং মুনিভিশ্চাপ্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১২
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে সম্পূজ্য বৃষভধ্বজম্ ।
ইদমূচুঃ প্রহর্ষেণ স্মরণাকর্ষিতাঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৩

ঋষয় উচুঃ—

যৎ প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে শুদ্ধরূপং
চন্দ্রপ্রখ্যং চন্দ্রখণ্ডোপশোভি ।
অন্তঃপ্রজ্ঞং ভাবিতং তন্মুনীনাং
ভাগ্যং দৃষ্টং ভাগধেয়েন মুক্তৈঃ ॥ ১৪
প্রজ্ঞাতন্ত্রং ধ্যানতন্ত্রং পুরস্তা-
ন্নিত্যং ধ্যেয়ং ধ্যায়িনাং স্বপ্রকাশম্ ।
পুঞ্জীভূতং বাহ্যতত্ত্বেন শশ্বদ্-
যোগপ্রাপ্যং ধাম শম্ভোরুদারম্ ॥ ১৫
দৃষ্ট্বা যস্যৈবাগ্রভাগং স নেত্রং
ত্রাণায় স্যাদ্দর্শনং সূর্য্যতুল্যম্ ।
তদ্ধামেদং স্থানসর্ব্বস্য নিত্যং
ভক্ত্যা স্তুত্যং তং নমঃ শম্ভুদেহম্ ॥ ১৬

ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, কালীর প্রার্থনার জন্য মরীচি প্রভৃতি সপ্ত মুনিকে চিন্তা করিলেন। ৯

মদনারি হর চিন্তা করিবামাত্রই মুনিগণ আকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হর-সমীপে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ১০

শম্ভু, মুনিগণকে প্রদীপ্ত সপ্তাগ্নির ন্যায় দেখিলেন, তাহার পর বসিষ্ঠ-সমীপে তৎপত্নী অরুন্ধতীকে দেখিলেন। ১১

মুনি-সমীপে অরুন্ধতীকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, মুনিরাও দারপরিগ্রহ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। ১২

তাহার পর স্মরণাকৃষ্ট মুনিগণ বৃষধ্বজকে বিধিমতে পূজা করত হর্ষ-গদ্গদ-চিত্তে এইরূপ প্রিয় বাক্য বলিলেন। ১৩

ঋষিগণ বলিলেন,—চন্দ্র-সদৃশ চন্দ্রখণ্ডের দ্বারা শোভিত এবং অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা দ্বারা বিশেষরূপে চিন্তিত সেই শুদ্ধরূপ অদ্য প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্ট হইতেছেন। এটি মুনিগণের বহু অদৃষ্টফল। ১৪

প্রজ্ঞাতন্ত্র এবং ধ্যানতন্ত্র সম্মুখে উপস্থিত ধ্যানীদিগের নিরন্তর ধ্যেয় স্বয়ং প্রকাশমান, যাহার অগ্রভাগ দর্শন করিয়া নেত্রের সহিত দর্শক পরিত্রাণ পায়। সেই সূর্য্যতুল্যদর্শন, তেজের স্থান, সকলের পক্ষে নিত্য শম্ভুদেহ—ভক্তি এবং স্তুতিপূর্ব্বক নমস্কার করি। ১৫-১৬

প্রকাশতে যঃ প্রথমাদিভাগতঃ
স্থিতঃ স বামে য ইহৈব নেতা।
সোঽস্মাকমস্তু প্রথমং স্বসিদ্ধ্যৈ
হরস্য শক্ত্যা বিধৃতো ললাটে ॥ ১৭
যঃ প্রধানাত্মকঃ সত্ত্বরজোভ্যাং তমসান্বিতঃ।
পুরুষঃ সর্ব্বজগতাং স হরো নঃ প্রসীদতু ॥ ১৮
ইতি সংস্তুত্য দেবেশং মুনয়ো বিনয়ানতাঃ।
ঊচুঃ কিমর্থং ভবতা স্মৃতাস্তন্নো নিগদ্যতাম্ ॥ ১৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিব।
জগাদ তান্মুনীন্ সর্ব্বানাভাষ্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২০

ঈশ্বর উবাচ—

হিতায় সর্ব্বজগতাং সম্ভোগায়াত্মনস্তথা।
দারান্ গ্রহীতুমিচ্ছামি তথা সন্তানবৃদ্ধয়ে ॥ ২১
সহায়ং তত্র কুর্ব্বন্তু ভবন্তো মম সাম্প্রতম্।
মদর্থে চ ততঃ কালীং যাচন্তাং তুহিনাচলম্ ॥ ২২
মহতা তপসা কালী মাং পতিং লঘু বিন্দতাম্।
কিন্তু গ্রহীষ্যে বিধিনা তস্মাদ্ যাচন্তু তং গিরিম্ ॥ ২৩
যথা যথা স্বয়ং কালীং শৈলো দাতুং সমুৎসহেৎ।
তথা তথা বিদধ্বং হি যূয়ং বাগ্মিভবান্বিতাঃ ॥ ২৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

হরং সম্বোধ্য মুনয়ো হ্যগচ্ছন্ গিরিরাড়্গৃহম্।
তেন প্রপূজিতাস্তে তু প্রোচুস্তং মুনয়ো গিরিম্ ॥ ২৫

যে কলারূপে আদিভাগ স্থিত হইয়া প্রকাশ করিতেছেন; যাহাকে হর, শক্তি দ্বারা ললাটে ধারণ করিতেছেন; তিনি আমাদের প্রথমতঃ সুসিদ্ধির নিমিত্ত হউন। ১৭

যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই গুণত্রিতয়ের দ্বারা জগতের প্রধান পুরুষ, সেই হর, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৮

এইরূপ স্তব করিয়া বিনয়াধার মুনিগণ বলিলেন, আপনি আমাদিগকে কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন, তাহা বলুন। ১৯

তাহার পর শঙ্কর মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্মিতভাবে সেই সমস্ত মুনিগণের প্রত্যেককে বলিলেন। ২০

জগতের হিতের জন্য, নিজের সুখ ভোগের নিমিত্ত এবং সন্তানবৃদ্ধির জন্য দার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ২১

সেই বিষয়ে সম্প্রতি আপনাদের সাহায্য করিতে হইবে। আমার নিমিত্ত হিমালয়-সমীপে তৎসুতা কালীকে প্রার্থনা করিবেন। ২২

কালী, মহাতপস্যা করিয়া আমাকে পতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু বিধি-ক্রমে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, অতএব গিরিসমীপে প্রার্থনা করুন। ২৩

আপনারা অত্যন্ত বাগ্মী, অতএব যেরূপে হিমালয় স্বয়ং কালীকে প্রদান করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন, সেইরূপ যত্ন করুন। ২৪

যশ্চন্দ্রশেখরো দেবো দেবদেবশ্চ যো মতঃ।
শাপানুগ্রহণে শক্তো য একো জগতাং পতিঃ ॥ ২৬
যঃ সংহরতি সর্ব্বাণি জগন্তি প্রলয়োদ্ভবে।
যো বিভূতিপ্রদো ভক্তে নানারূপো মনোহরঃ ॥ ২৭
স তে দুহিতরং কালীং ভার্য্যামাদাতুমিচ্ছতি।
যদি পশ্যসি ত্বং যোগ্যং বরং তং দুহিতুঃ সমম্।
তদা প্রযচ্ছ তনয়াং কালীং শশিভৃতে গিরে ॥ ২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যুক্তস্তৈর্গিরিপতিশ্চিরং স্বহৃদয়স্থিতম্ ॥ ২৯
দুহিতুশ্চ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য সদ্বচনান্মুদম্।
আহ চেদং প্রকাশেন যুষ্মাভিস্ত্বহমাগতৈঃ ॥ ৩০
পাবিতো মুনিশার্দ্দূলৈঃ পূরিতশ্চ মনোরথঃ।
দাস্যামি শম্ভবে পুত্রীং যুষ্মাভিঃ প্রার্থিতস্ত্বহম্ ॥ ৩১
পূর্ব্বমেব তপস্তপ্ত্বা তয়েশঃ পতিরীহিতঃ।
ধাতুর্নিয়োজনমিদং কোঽন্যথা কর্ত্তুমুৎসহেৎ ॥ ৩২
কোঽন্যঃ প্রার্থয়িতুং শক্তঃ সুতাং মম বিনা হরাৎ।
হরেণাবগৃহীতা যা তামন্যঃ কঃ সমুৎসহেৎ ॥ ৩৩
হরং গৃহীত্বা মনসা নান্যং সাপীহ বাঞ্ছতি।
ইত্যুক্ত্বা মেনয়া সার্দ্ধং সুতাং দাতুঞ্চ শম্ভবে ॥ ৩৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, মুনিগণ হরকে সম্ভাষণ করিয়া গিরিভবনে গমন করিলেন এবং গিরিকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাহাকে বলিলেন। ২৫

যিনি চন্দ্রশেখর দেব, যিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ, যিনি জগতের একমাত্র কর্ত্তা, যাঁহাকে অভিশপ্ত ব্যক্তি জানিতে অক্ষম, যিনি প্রলয়কালে সমস্ত জগৎকে সংহার করেন যিনি ভক্তসমূহে ঐশ্বর্য্য দান এবং যিনি নানারূপে মনোহর। ২৬-২৭

তিনিই আপনার কন্যাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যদি তাঁহাকে আপনার কন্যার যোগ্য বর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে হে গিরিরাজ! সেই চন্দ্রশেখরের হস্তে কন্যা কালীকে সম্প্রদান করুন। ২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মুনিগণ এই কথা বলিলে, গিরিপতি চিরকাল হৃদয়ে জাগরূক সেই বর, দুহিতার প্রিয় জানিতে পারিয়া হৃদয় সেই পথেই ধাবমান হইল। ২৯-৩০

প্রকাশ্যভাবে মুনিগণকে বলিলেন, ভবাদৃশ মুনিশ্রেষ্ঠদিগের আগমনে আমি পবিত্র হইলাম এবং আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, আপনাদের প্রার্থনা বশতই আমি হরকে সমর্পণ করিব। ৩১

পূর্ব্বে শিবকে পতি হইবার জন্য কালী কঠোর তপস্যা করিয়াছে। এটি বিধাতার নিয়োগ, অতএব কোন ব্যক্তি অন্যথা করিতে সক্ষম হইবে? ৩২

আমার কন্যাকে হর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিতে পারে? হর যাহাকে গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য কেহ ইচ্ছা করিতে পারে না, কালীও হরকে মনের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছে, অন্য কাহাকেও বাঞ্ছা করে না। ৩৩

অঙ্গীকৃত্য বিসৃষ্টাস্তে হ্যনুপ্রাপুর্মহেশ্বরম্ ।
তে গত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ ৩৫
শৈলরাজো যদাচষ্ট তদূচুর্মদনারয়ে ।
হিমবাংস্তনয়াং দাতুং তুভ্যমুৎসহতে হরঃ ॥ ৩৬
যদিদানীং ত্বয়া কর্ত্তুং যুজ্যতে ক্রিয়তাং তু তৎ ।
অস্মাংশ্চাপ্যনুজানীহি হর গন্তুং নিজাস্পদম্ ॥ ৩৭
সিদ্ধং জ্ঞাত্বা হরঃ সাধ্যং মুদিতস্তান্ বিসৃষ্টবান্ ।
যথাযোগ্যং সমাভাষ্য ক্রমাদেকৈকশো মুনীন্ ॥ ৩৮
কালীবিবাহাবসরে যূয়মায়াত মাং প্রতি ।
ইতি তে বৈ হরেণোক্তং প্রতিশ্রুত্যর্ষয়ো যযুঃ ॥ ৩৯
অথান্যোন্যপ্রিয়তয়া কৃত্বা কৃত্বা গতাগতম্ ।
সময়ং কারয়ামাস বিবাহায় হরো গিরিম্ ॥ ৪০
মাধবে মাসি পঞ্চম্যাং সিতে পক্ষে গুরোর্দিনে ।
চন্দ্রে চোত্তরফল্গুন্যাং ভরণ্যাদৌ স্থিতে রবৌ ॥ ৪১
আগতা মুনয়স্তত্র মরীচিপ্রমুখা মুহুঃ ।
হরেণ চিন্তিতাঃ সর্ব্বে তথা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ৪২
তথা চ সর্ব্বে দিক্‌পালা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।
শচ্যা সহ তথা শক্রো ব্রহ্মাণ্যাদ্যাস্তু মাতরঃ ॥ ৪৩

এই কথা বলিয়া গিরি মেনকার সহিত শিবকে পার্ব্বতীদানে অঙ্গীকার করিলেন, মুনিগণ তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, শিব-সমীপে গমন করিলেন। ৩৪

হে দ্বিজগণ! মরীচ্যাদি ঋষিগণ গমন করিয়া, হিমালয় যাহা বলিয়াছেন তৎসমস্ত শিবকে বলিলেন। ৩৫

হে হর! হিমালয় আপনাকেই কন্যা দান করিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছেন। ৩৬

অতএব আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। ভগবন্! আমাদিগকে স্বস্থানে যাইতে অনুমতি করুন। ৩৭

হর, কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। ৩৮

তাঁহাদের উপযুক্ত মত কথা বলিয়া প্রত্যেককে ক্রমে ক্রমে বলিলেন, আপনারা কালীর বিবাহ সময়ে পুনর্ব্বার আমার নিকট আগমন করিবেন। হর এই কথা বলিলে, মুনিগণ প্রতিশ্রুত হইয়া গমন করিলেন। ৩৯

তাহার পর গমনাগমন করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রিয় হইলেন এবং হরের আজ্ঞানুসারে গিরি, বিবাহের সময় নিরূপণ করিলেন। ৪০

বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী তিথিতে বৃহস্পতিবারে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত চন্দ্র এবং ভরণী নক্ষত্রস্থিত সূর্য্য হইলে সেই দিন মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিলেন। ৪১-৪২

হর, চিন্তা করিবামাত্র ব্রহ্মাদি দেবগণ, সমস্ত দিক্‌পাল, মুনিগণ, শচীসহ ইন্দ্র, ব্রহ্মাণী আদি মাতৃগণ, ব্রহ্মাপুত্র নারদমুনি—ইঁহারা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। ৪৩

নারদশ্চ গতস্তত্র দেবর্ষির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
এতৈঃ পরিচরৈঃ সার্দ্ধং গণৈরাপ্যায়িতঃ স্বকৈঃ ॥ ৪৪
বৈবাহিকেন বিধিনা গিরিপুত্রীং হরোঽগ্রহীৎ।
বিবাহে গিরিজা শম্ভোঃ সর্পা যেঽষ্টৌ তনৌ স্থিতাঃ ॥ ৪৫
তে জাম্বুনদসন্নদ্ধা অলঙ্কারাস্তদাভবন্।
দ্বিভুজোঽভূন্মহাদেবো জটাঃ কেশত্বমাগতাঃ ॥ ৪৬
শিরস্থিতশ্চন্দ্রখণ্ডঃ সোঽর্চ্চিষা জ্বলিতোঽভবৎ।
ললাটনেত্রমভবত্তদা রত্নমহার্ঘকম্ ॥ ৪৭
বিচিত্রবসনং ব্যাঘ্রকৃত্তিরাসীত্তদা দ্বিজাঃ।
বিভূতিলেপো হ্যস্যাভূৎ সুগন্ধিমলয়োদ্ভবঃ ॥ ৪৮
গৌররূপো হরস্তত্র বভূবাদ্ভুতদর্শনঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধরোরগাঃ ॥ ৪৯
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
হিমবান্ মুদিতশ্চাসীৎ সহপুত্রৈশ্চ মেনয়া ॥ ৫০
জ্ঞাতয়শ্চাস্য মুমুহুর্হরং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।
ইদং ব্রহ্মা তত্র জগৌ হরং দৃষ্ট্বা মনোহরম্ ॥ ৫১
সর্ব্বং শিবকরং যস্মাৎ সুবেশমভবৎ সুরাঃ।
তস্মাচ্ছিবোঽয়ং লোকেষু নাম্নাখ্যাতোঽধিকঃ শিবঃ ॥ ৫২
মহেশ্বরমুমাযুক্তমীদৃশং যঃ স্মরেদ্ধৃদা।
সততং তস্য কল্যাণং বাঞ্ছিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৫৩
এবং কালী মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎপ্রসূঃ।
পূর্ব্বং দাক্ষায়ণী ভূত্বা পশ্চাদ্গিরিসুতাভবৎ ॥ ৫৪

এই সমস্ত পরিজনের সহিত সুর ও প্রমথাদিগণের সহিত আপ্যায়িত হইয়া, হর বিবাহ-বিধি অনুসারে গিরি-রাজপুত্রী কালীকে গ্রহণ করিলেন। ৪৪

গিরিজা ও শম্ভুর বিবাহ সময়ে শিব-অঙ্গস্থিত অষ্টটি সর্প স্বর্ণনির্ম্মিত অষ্ট-অলঙ্কারস্বরূপ এবং মহাদেব দ্বিভুজ হইলেন। ৪৫

তাঁহার জটা সুচিক্কণ কেশরূপ হইল, শিরস্থিত চন্দ্র তেজঃপ্রভাবে অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিল এবং ললাটস্থিত নেত্র, মহামূল্য রত্নস্বরূপ হইল। ৪৬-৪৭

হে দ্বিজগণ! সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিচিত্র-বসনরূপ ধারণ করিল। বিভূতিলেপ মলয়োদ্ভব সুগন্ধির স্বরূপ হইল, হর সেই সময়ে মনোহর রূপ ধারণ করত আশ্চর্য্যদর্শন হইলেন। ৪৮

তাহার পর দেবগণ গন্ধর্ব্বকুলের সহিত ও সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবর্গ হরকে সেইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মৃত হইল এবং হিমালয়, পুত্রগণ ও মেনকার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গও হরের মনোহর রূপ দর্শন করিয়া আনন্দিত হইল। ৪৯-৫১

ব্রহ্মা হরকে মনোহর দেখিয়া এই গান করিতে লাগিলেন,—হে সুরগণ! যেহেতু ইঁহার ভস্মাদি সমস্তই মঙ্গল জনক হইয়াছে। তাহা হইলে এই জগতে মঙ্গলস্বরূপ ইহা হইতে অধিক মঙ্গলজনক আর কি আছে? ৫২

মহেশ্বরকে যে ব্যক্তি এইরূপ উমাযুক্তভাবে হৃদয়ে স্মরণ করে, তাহার সতত কল্যাণ-বৃদ্ধি হয় এবং বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি হয়। ৫৩

স্বয়ং সমর্থাপি সতী কালী সম্মোহিতুং হরম্ ।
তথাপ্যুগ্রং তপস্তেপে হিতায় জগতাং শিবা ॥ ৫৫
এবং সম্মোহয়ামাস কালিকা চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৫৬
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং ত্যক্তদেহা সতী যথা ।
হিমবত্তনয়া ভূত্বা পুনঃ প্রাপ মহেশ্বরম্ ॥ ৫৭
ইদং যঃ কীর্ত্তয়েৎ পুণ্যং কালিকাচরিতং দ্বিজাঃ ।
নাধয়ো ব্যাধয়স্তস্য দীর্ঘায়ুঃ স চ জায়তে ॥ ৫৯
ইদং পবিত্রং পরমমিদং কল্যাণবর্দ্ধনম্ ।
শ্রুত্বাপি সকৃদেবেদং শিবলোকায় গচ্ছতি ॥ ৫৯
যঃ শ্রাদ্ধে শ্রাবয়েদ্বিপ্রান্ কালিকাচরিতং মহৎ ।
পিতরস্তস্য কৈবল্যমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬০
যঃ শ্রাবয়েদ্ ব্রাহ্মণানাং সন্নিধৌ বা সভাগতঃ ।
তত্র স্বয়ং হরো গত্বা শৃণোতি সহ মায়য়া ॥ ৬১
ইতি বঃ কথিতং পুণ্যং সর্ব্বং পাপপ্রণাশনম্ ।
যুষ্মভ্যং রোচতে চান্যদ্ যত্তৎ পৃচ্ছত সত্তমাঃ ॥ ৬২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে কালীহরসমাগমো
নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৪

আর মহামায়া যোগনিদ্রা জগৎ-প্রসবিনী কালী পূর্ব্বে দাক্ষায়ণী হইয়া পরে গিরিসুতা হইয়াছেন। ৫৪

কালী স্বয়ং মহাদেবকে মোহিত করিবার নিমিত্ত সক্ষমা; তথাপি শিবা জগতের হিতের জন্য উগ্র তপশ্চরণ করিয়াছেন। ৫৫

এইরূপে কালী চন্দ্রশেখরকে মোহিত করিবে এবং হিমালয় তনয়া হইয়া শিবকে পুনর্ব্বার পাইবে। এই সমস্ত কথা বলিয়া সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৫৬-৫৭

হে দ্বিজগণ। যে ব্যক্তি এইরূপ পুণ্য কালিকাচরিত কীর্ত্তন করে, তাহাকে ব্যাধি ও মনঃপীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয় না এবং দীর্ঘায়ু হয়। ৫৮

কল্যাণবর্দ্ধক পবিত্র কালিকা-চরিত একবারমাত্র শ্রবণ করিয়াও শিবলোকে গতি হয়। ৫৯

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার পিতা নিশ্চয় কৈবল্য প্রাপ্ত হন। ৬০

ব্রাহ্মণদিগের নিকট অথবা সভাগত হইয়া যে ব্যক্তি কালিকা-চরিত শ্রবণ করায়, সে স্থলে উমার সহিত হর স্বয়ং গমন করিয়া শ্রবণ করেন। ৬১

হে দ্বিজসত্তমগণ। সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশন পুণ্যচরিত আপনাদিগকে বলিলাম, এক্ষণে আপনাদের যে বিষয়ে অভিরুচি হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করুন। ৬২

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ—

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ব্রহ্মন্ কালীহরাগমম্ ।
পুণ্যং পাপহরং নিত্যং শ্রুতিসৌখ্যপ্রদং বরম্ ॥ ১
ভূয়ঃ কথয় শর্ব্বস্য কালীতদ্বৃদ্ধমুত্তমম্ ।
কথং জহার গৌরী বা কথম্ভূতাথ কালিকা ॥ ২
কেন বা কারণেনাশু কৃষ্ণা গৌরীত্বমাগতা ।
তন্নঃ কথয় তত্ত্বেন মুনিশ্রেষ্ঠ দ্বিজোত্তম ॥ ৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইদন্তু মহদাখ্যানং কথয়িষ্যামি বোঽধুনা ॥ ৪
মহর্ষয়স্তচ্ছৃণ্বন্তু তত্ত্বেন শুভদং পরম্ ।
এতদৌর্ব্বং পুরা রাজা সগরঃ পৃষ্টবান্মুনিম্ ।
স তং যথা সমাচষ্ট তদ্বোঽথ নিগদাম্যহম্ ॥ ৫
পুরাভূৎ সোমবংশে চ সগরো নাম পার্থিবঃ ।
স শ্রীমান্ বলবান্ দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপরাগঃ ॥ ৬
সোঽভূদেকরথেনৈব জিত্বা সর্ব্বান্ মহীভুজঃ ।
সার্ব্বভৌমো নরপতিঃ সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতঃ ॥ ৭
তং প্রাপ্তরাজ্যং রাজানং সগরং পার্থিবোত্তমম্ ।
সম্ভাজয়িতুমত্যর্থং মুনয়ঃ সমুপাগতাঃ ॥ ৮
প্রাচ্যোদীচ্যা মহাত্মনো দাক্ষিণাত্যাস্তথোত্তরাঃ ।
মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চৈব নৃপং দ্রষ্টুং সমাগমন্ ॥ ৯

কালীর গৌরীমূর্ত্তি ও শিবের অর্দ্ধাঙ্গতা প্রাপ্তি

ঋষিগণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আপনি কালী হর-সম্বন্ধীয় পাপহর শ্রুতিসুখ-প্রদ পুণ্য বিচিত্র শ্রেষ্ঠ আখ্যান শ্রবণ করাইলেন । ১

পুনর্ব্বার বলুন, কালী কি জন্যে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ গ্রহণ করিলেন ? কি কারণেই বা কালী গৌরীত্ব প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! হে দ্বিজোত্তম ! সেই বিষয় যথার্থরূপে বলুন । ২-৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহর্ষিগণ ! সেই মহদাখ্যান, আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা যথার্থরূপে শুভপ্রদ আখ্যান শ্রবণ করুন । ৪

ইহার পূর্ব্বে সগর রাজা ঔর্ব্বমুনিকে ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি । ৫

পূর্ব্বে সগর নামে রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সগর, অত্যন্ত শোভাশালী বলবান, ক্ষমতাপন্ন ও সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী হইলেন । ৬

তিনি এক রথারূঢ় হইয়াই সমস্ত রাজকুলকে জয় করত সকল রাজগুণসম্পন্ন সার্ব্বভৌম নরপতি হইলেন । ৭

রাজ্য প্রাপ্ত হইলে, পার্থিবোত্তম সগররাজাকে মুনিগণ সম্মান করিবার জন্য তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন । ৮

আগতেষ্বথ সর্ব্বেষু মহাত্মা জ্বলনোপমঃ।
ঔর্ব্বো নাম মুনিঃ শ্রীমানাগতো নন্দিতুং নৃপম্ ॥ ১০
তমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা জ্বলন্তমিব পাবকম্।
সপর্য্যয়া মহত্যা তু সগরস্তমপূজয়ৎ ॥ ১১
পাদ্যমাচনীয়ঞ্চ দত্ত্বৈবার্ঘ্যপুরোগমম্।
নিবেশয়ামাস চ তং মুনিশ্রেষ্ঠং বরাসনে ॥ ১২
উবাচ চ মহাত্মানমৌর্ব্বং স সগরো নৃপঃ।
প্রণম্য চ যথাযোগ্যং কুশলং ত ইতি দ্বিজম্ ॥ ১৩
স চ প্রাহ মুনিশ্রেষ্ঠো নররাজ সদা মম।
সর্ব্বত্র কুশলং ত্বাং তু দ্রষ্টুং কুশলমুৎসহে ॥ ১৪
ত্বত্তঃ কোঽন্যোঽস্তি কুশলী পৃথিব্যাং সর্ব্বরাজসু।
য একঃ সঞ্জিগায়াশু ভবান্ সকলপার্থিবান্ ॥ ১৫
কুশলং বর্দ্ধতাং নিত্যং তব রাজবরোত্তম।
যথা নীত্যা সদাচারৈঃ পৃথিবীং শাধি ভূপতে ॥ ১৬
তব বৃদ্ধৌ জগদ্বৃদ্ধির্বৃদ্ধৌ চেষ্টাং ততঃ কুরু।
শুভ্রাংশুবৃদ্ধৌ সততং সাগরস্যেব বর্দ্ধনম্ ॥ ১৭
প্রথমং সদ্গুণৈরাত্মা ক্রিয়তাং নৃপ যোজনম্।
ততঃ স্বভার্য্যা মহিষী ক্রিয়তাং তদ্গুণৈর্যুতা ॥ ১৮

পশ্চিম-দেশীয়, উত্তর-দেশীয়, পূর্ব্ব-দেশীয় ও দক্ষিণ-দেশীয় মহাত্মা মুনি ও ব্রাহ্মণগণ, রাজাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ৯

সকলে আগমন করিলে জ্বলনসদৃশ মহাত্মা ঔর্ব্ব-নামা শ্রীসম্পন্নমুনি, নৃপকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। ১০

তাহার পর অভ্যাগত মুনিকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখিয়া সগর বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। ১১

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি দান করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠকে উত্তম আসনে বসাইলেন। ১২

হে দ্বিজগণ! তৎপরে সগররাজা প্রণাম করত মহাত্মা ঔর্ব্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! আপনার যথাযোগ্য কুশল ত? ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ বলিলেন, নররাজ! আমার সকল বিষয়ে কুশল, বিশেষ আপনাকে দর্শন করিয়া আরও কুশল চেষ্টা করিতেছি। ১৪

এই পৃথিবীতে সকল রাজবর্গের মধ্যে আপনা হইতে অন্য কুশলী কে আছে? এই ধরাতলে অন্য কোন শুভাদৃষ্ট ব্যক্তি সমস্ত পার্থিববর্গকে জয় করিয়াছে? ১৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ! আপনার নিরন্তর কুশল বৃদ্ধি হউক। হে ভূপতে! প্রকৃষ্ট নীতি অনুসারে সদা সদ্ব্যবহারে পৃথিবী শাসন করুন। ১৬

যেরূপ নিশাকরের বৃদ্ধিতেই সাগরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার বৃদ্ধি হইলেই জগতের বৃদ্ধি; অতএব বৃদ্ধি বিষয়ে চেষ্টা করুন। ১৭

হে নৃপতে! প্রথমতঃ বন্ধুগণের সহিত স্বয়ং সদ্ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হউন। তাহার পর আপনার গুণের অনুরূপা ভার্য্যাকে মহিষী করুন। ১৮

নিত্যা সংযোজিতা চেৎ স্যাদ্বনিতা স্বয়মেব হি।
স্বগুণেষু প্রবেক্ষ্যন্তী মহত্যপি ধৃতব্রতা ॥ ১৯
শ্রূয়তে হিমবৎপুত্রী শম্ভুসঙ্গতমানসা।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভিঃ শম্ভুনা সা প্রযোজিতা ॥ ২০
ততোঽতিমহতা প্রেম্না শঙ্করস্যাথ পার্ব্বতী।
শরীরমর্দ্ধমহরত্তস্যৈবানুমতে সতী ॥ ২১
অর্দ্ধনারীশ্বরস্তেন তদা প্রভৃতি শঙ্করঃ।
অভবন্নৃপশার্দ্দূল নান্যাং ভার্য্যাং গৃহীতবান্ ॥ ২২
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র স্বজায়ামাত্মনোঽন্তরে।
গুণৈঃ সংযোজয় লঘুং সংযোজয় ততঃ সুতম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যোর্ব্বভাষিতং শ্রুত্বা সগরোঽপি মুদান্বিতঃ।
ইদং মুনিমপৃচ্ছৎ স নৃপতিঃ স্মিতসম্ভতঃ ॥ ২৪

সগর উবাচ—

কথং সা গিরিজা দেবী কায়ার্দ্ধমহরৎ সতী।
শঙ্করস্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ তদহং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৫
নীত্যা যয়া বা যোক্তব্যা স্বাত্মা ভার্য্যা সুতোঽথবা।
তাং নীতিঞ্চ সদাচারসংহিতাং শ্রোতুমুৎসহে ॥ ২৬
রাজনীতিং সতাং নীতিমন্যেষাঞ্চ কৃতাত্মনাম্।
পৃথক্ পৃথক্ শ্রোতুমিচ্ছুরহং ত্বাং নাথয়ে দ্বিজ ॥ ২৭

যদি নীতিক্রমে সঙ্গতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বকীয় প্রভূত গুণদ্বারা ব্রত ধারণ করত প্রবেশ করিয়া স্বয়ং বনিতা হইবে। ১৯

আমি শুনিয়াছি, হিমালয়-সুতা শম্ভুর সঙ্গম মানস করিয়াছিলেন, তৎপরে বহুযত্নবশতঃ শম্ভু সে ক্রিয়া সম্পাদন করেন। ২০

তাহার পর শম্ভুর অত্যন্ত প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া পার্ব্বতী তাঁহার অনুমতি ক্রমে শরীরার্দ্ধস্বরূপা হইলেন, তজ্জন্য সেই অবধি শঙ্কর অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন। ২১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তিনি অন্য ভার্য্যা গ্রহণ করেন নাই; অতএব রাজেন্দ্র আপনিও নিজের পত্নীকে গুণযুক্তা করুন, তাহার পর তনয়কেও গুণযুক্ত করুন। ২২-২৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর ঔর্ব্ব্য-বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন এবং নৃপতি, ঈষৎ হাস্য করিয়া মুনিকে এই কথা বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কিজন্য সতী গিরিজা, শঙ্করের কায়ার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন, তাহাই শুনিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হইয়াছি। ২৪-২৫

কোন্ নীতিতে আত্মা, ভার্য্যা, অথবা পুত্র ইহাদিগকে যোগ করা কর্ত্তব্য? সদাচারময় সেই নীতিই শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি। ২৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! রাজনীতি, সজ্জনদিগের নীতি এবং অন্য কৃতাত্মাদিগের নীতি আমি শুনিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়া আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। ২৭

যদি গুহ্যমিদং ব্রহ্মন্ন তদা শ্রোতুমুৎসহে।
তথা নাজ্ঞাপয়ামি ত্বাং শ্রোতুমিচ্ছুশ্চ তৎসমম্ ॥ ২৮
কৃপয়া কথনীয়ঞ্চেত্তদা কথয় তন্মনে ॥ ২৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ—

ইত্যেবং সগরেণোক্ত ঔর্ব্বোঽপি দ্বিজসত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ মহাত্মানং কৃপালুস্তত্র ভূপতৌ ॥ ৩০

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যদ্‌যৎ পৃষ্টমিহ ত্বয়া।
যথা হরস্য তন্বর্দ্ধং ভূভৃৎপুত্রী পুরাহরৎ ॥ ৩১
যথা নীতিস্ত্বয়া কার্য্যা যত্র যত্র নৃপোত্তম।
সর্ব্বেষাঞ্চ সদাচারং ক্রমাদ্বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ৩২
যদোঢ়া হিমবৎপুত্রী শঙ্করেণ মহাত্মনা।
কিয়ন্তং স তদা কালং তত্র নিন্যে সহোময়া ॥ ৩৩
রমমাণস্তয়া সার্দ্ধং সানৌ কুঞ্জে দরীষু চ।
বিজহার চিরং তত্র পার্ব্বতীং মোদয়ন্ হরঃ ॥ ৩৪
অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে শম্ভুঃ কৈলাসপর্ব্বতম্।
সগণো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমগচ্ছত্রিদিবোপমম্ ॥ ৩৫
স ত্বয়া ক্রীড়মানশ্চ ত্যক্তধ্যানাত্মচিন্তনঃ।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রে নেত্রাণি চকোরানিব চাকরোৎ ॥ ৩৬
পুষ্পাণি ক্বচিদাহৃত্য গিরিজাং প্রতি শঙ্করঃ।
সর্ব্বাঙ্গসঙ্গিনীং মালাং বিদধেঽতিমনোহরাম্ ॥ ৩৭

হে ব্রহ্মন্! যদি গোপনীয় বিষয় না হয়, তাহা হইলে শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, কিন্তু শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়াই আপনাকে যে আজ্ঞা করিতেছি তাহা নহে। ২৮

যদি আপনার বক্তব্য হয়, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। ২৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সগর এই সমস্ত কথা বলিলে, দ্বিজসত্তম সগররাজের প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। ৩০

রাজন্। যে যে বিষয় আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে যেরূপ পার্ব্বতী শঙ্করের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন। ৩১

যেরূপ নীতি যে যে স্থলে আপনার অবলম্বন-যোগ্য; হে নৃপোত্তম! তৎ-সমস্ত, ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩২

যে সময়ে মহাত্মা শঙ্কর হিমাচল-সুতাকে বিবাহ করিলেন, সেই সময়ে কিয়ৎকাল উমার সহিত যাপন করিলেন। ৩৩

সানু-কন্দর কুঞ্জমধ্যে উমার সহিত রমমাণ হইয়া বিহার করিলেন এবং হর সেই স্থানে পার্ব্বতীকে শোভা দ্বারা বিশেষ আনন্দযুক্তা করিলেন। ৩৪

অনন্তর কালক্রমে শম্ভু, গণ ও ভার্য্যার সহিত ত্রিদিবোপম কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৩৫

পার্ব্বতীকে নিরন্তর চিন্তা করত ধ্যানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মুখরূপচন্দ্রে নিজ নেত্রসমূহকে চকোরের ন্যায় করিলেন। ৩৬

কদাচিদাদর্শতলে যুগপচ্চাত্মনো মুখম্ ।
মুখং তথৈবাপর্ণায়া বীক্ষাঞ্চক্রে বৃষধ্বজঃ ॥ ৩৮
কদাচিন্মৃগনাভীনাং বিলেপৈর্গন্ধপত্রকম্ ॥
তস্যা ঘনস্তনযুগে বিলিলেখ স্মরান্তকঃ ॥ ৩৯
গন্ধসারবিলেপেন তিলকান্যম্বিকাতনৌ ।
ললাটে চাকরোচ্চারু চন্দ্রবদ্ঘনসন্ধিষু ॥ ৪০
উমানির্যাসসংসক্তকেশপাশেষু চিত্রকম্ ।
চন্দনাগুরুকস্তূরীকুঙ্কুমস্য বিলেপনৈঃ ॥ ৪১
চকার যেন তস্যাস্তু কেশপাশো ব্যরাজত ।
নর্ত্তনায়াবতীর্ণস্য শিখিপুচ্ছস্য সাম্যধৃক্ ॥ ৪২
জাম্বুনদময়াঞ্ছ্রেষ্ঠান্ কুণ্ডলাদ্যান্ মনোহরান্ ।
অলঙ্কারানুমাদেহে সমাকার্ষীদ্বৃষধ্বজঃ ॥ ৪৩
তৈর্জাম্বুনদসম্ভূতৈর্যোজিতৈর্গিরিজাতনুঃ ।
বিভাতি জলদাপূর্ণে কালিকেব তড়িদ্গণৈঃ ॥ ৪৪
সর্ব্বৈর্দিব্যৈরলঙ্কারৈর্নানারত্নৈঃ সদংশুকৈঃ ।
সম্পূর্ণমণ্ডিতা কালী সাদৃশ্যং প্রকৃতের্দধৌ ॥ ৪৫
এবং সদা সানুরাগস্তস্যাং শম্ভুর্জগৎপতিঃ ।
জগদ্ধিতায় চিক্রীড় কাল্যা দয়িতয়া সহ ॥ ৪৬
কালী চ জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী ।
যোগনিদ্রা জগদ্বৃদ্ধির্বিদ্যাবিদ্যাত্মিকাখিলা ॥ ৪৭

গিরিজার প্রতি শঙ্কর অনুরাগবশতঃ কোন সময়ে পুষ্প আহরণ করত অত্যন্ত মনোহর সর্ব্বাঙ্গে দান করিবার উপযুক্ত মালা রচনা করেন। ৩৭

কোন সময়ে বৃষধ্বজ আদর্শতলে এক সময়ে নিজ মুখ ও অপর্ণার মুখ একত্র দর্শন করেন। ৩৮

কোন সময়ে স্মরান্তকারী শিব মৃগনাভির লেপনের দ্বারা গন্ধযুক্ত পত্রাবলী পার্ব্বতীর নিবিড় স্তনযুগে অঙ্কিত করেন। ৩৯

তাঁহার ললাটে গন্ধদ্রব্য বিলেপন করত মনোহর চন্দ্রের ন্যায় তিলক অঙ্কিত করিলেন। ৪০

নিবিড় সন্ধিস্থলে নির্যাস-সংসক্ত কেশপাশে চন্দন, অগুরু এবং কস্তুরী দ্বারা নানারূপ চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ৪১

তাহাতে উমার কেশপাশ অত্যন্ত মনোহর শোভাযুক্ত হইল। কখন তিনি নর্ত্তনের নিমিত্ত বিকীর্ণ অথচ সমান শিখিপুচ্ছ ধারণ করিলেন। ৪২

বৃষধ্বজ উমার অঙ্গে সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট এবং মনোহর অলঙ্কার সমস্ত অর্পণ করিলেন। ৪৩

সেই সুবর্ণময় অঙ্গস্থিত অলঙ্কার সমূহে, গিরিজার অঙ্গ—নিবিড় মেঘরাশিতে তড়িন্মালার অবস্থানে তাহার যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভা পাইল। ৪৪

নানারত্নময় দিব্য অলঙ্কারে এবং মনোহর বস্ত্রে সম্পূর্ণরূপ ভূষিতা কালী প্রকৃতির সাদৃশ্য ধারণ করিলেন। ৪৫

এইরূপ সর্ব্বদা কালীতে অনুরক্ত জগৎপতি শম্ভু, জগতের হিতের নিমিত্ত, দয়িতা কালিকার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৬

প্রকৃতিঃ পরমা মূর্ত্তিঃ সর্গাদ্যস্থিতিকারিণী ॥ ৪৮
সম্মোহ্য শঙ্করং যত্নাজ্ জগতাঞ্চ হিতৈষিণী।
রেমে তেন সমং দেবী চন্দ্রিকেব সুধাংশুনা ॥ ৪৯
অথৈকদা স্মরহরঃ কৈলাসাগ্রে সহোময়া।
রমমাণো মুদা যুক্তো দদৃশেঽপ্সরসঃ শুভাঃ ॥ ৫০
রূপযৌবনসম্পন্নাঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
তাসাং মধ্যগতা বেশ্যা উর্ব্বশী চ মনোহরা ॥ ৫১
তাঃ সর্ব্বা রক্তগৌরাঙ্গ্যঃ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাঃ।
মুনীনাঞ্চ মনোঽত্যর্থং শক্তা মোহয়িতুং হঠাৎ ॥ ৫২
তাঃ প্রণম্য হরং দৃষ্ট্বা গিরিজাঞ্চ মনোরমাম্।
অগ্রে প্রাঞ্জলয়স্তস্থু-স্তদ্ভীতিনতমস্তকাঃ ॥ ৫৩
অথ প্রাহ তদা ভর্গঃ পার্ব্বতীমিদমদ্ভুতম্।
তাসাং সমক্ষং তস্যাস্তু ভাষিতুং স্যাদ্যদপ্রিয়ম্ ॥ ৫৪
কালি ভিন্নাঞ্জনশ্যামে উর্ব্বশ্যাদ্যপ্সরোগণৈঃ।
ত্বয়েহ স্ত্রীস্বভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ৫৫
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যথাযোগ্যঞ্চ সোর্ব্বশী।
অপ্সরসঃ সমাভাষ্য বিসৃষ্টা গিরিজা তয়া ॥ ৫৬
অথ সা ক্রোধবশগা পার্ব্বতী ভর্গভাষিতাৎ।
কালী ভিন্নাঞ্জনশ্যামেত্যুদিতা হ্যভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৫৭

জগন্মাতা জগৎ-স্বরূপা মহামায়া যোগনিদ্রা জগতের ভূতি-স্বরূপা বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপা পরমা মূর্ত্তি এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারিণী প্রকৃতি কালী জগতের হিতাভিলাষে যত্নবশতঃ হরকে মোহিত করিয়া সুধাংশুর সহিত চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ৪৭-৪৯

অনন্তর, এক সময়ে স্মরহর, উমার সহিত কৈলাস পর্ব্বতের অগ্রভাগে আনন্দিত-চিত্তে ক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ সময়ে কতকগুলি অপ্সরাকে দেখিতে পাইলেন। ৫০

তাহারা রূপযৌবনশালিনী সমস্ত সুলক্ষণযুক্তা; তাহাদের মধ্যে উর্ব্বশী নামে বেশ্যা অত্যন্ত মনোহরা। ৫১

অপ্সরাগণের মধ্যে সকলেই গৌরাঙ্গী সমস্ত অলঙ্কার-ভূষিতা; তাহারা মুনিদিগের অবিচলিত মনও হঠাৎ মোহিত করিতে পারে। ৫২

বেশ্যাগণ হর ও মনোরমা গিরিজাকে দেখিয়া প্রণাম করত কিছু ভয়াকুল-চিত্তে নত-মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া তাঁহার অগ্রে অবস্থান করিতে লাগিল। ৫৩

অনন্তর ভর্গ পার্ব্বতীকে তাহাদের সমক্ষে অপ্রিয়বৎ অদ্ভুত কথা বলিলেন। ৫৪

ভিন্নাঞ্জনশ্যামলে! কালি! এই প্রদেশে তুমি স্ত্রীস্বভাব অবলম্বন করিয়া উর্ব্বশী প্রভৃতির সহিত সম্ভাষণ কর, এই কথা বলিলেন। ৫৫

উর্ব্বশী উপযুক্ত সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্সরাদিগকে আহ্বান করত কালীর সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। ৫৬

অনন্তর পার্ব্বতী কালী ভিন্নাঞ্জন-শ্যামলা, এইরূপ শম্ভুবাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রোধপরবশা হইলেন। ৫৭

সা চাপ্সরসাং পুরতো বর্ণোদ্দেশবিকত্থনম্ ।
ন সেহে মন্যুনা যুক্তা গিরিজেন্দুকলাভৃতঃ ॥ ৫৮
অথ সা রোষসংযুক্তা ত্যক্ত্বা বৃষভবাহনম্ ।
অপহ্নুতে শৈলসানৌ রোষাপহ্নুতিমাগতা ॥ ৫৯
মার্গমাণোঽথ বিরহব্যাকুলো বৃষবাহনঃ ।
নাসসাদ কিয়ৎকালং পার্ব্বতীং পর্ব্বতোত্তমে ॥ ৬০
বিরহব্যাকুলং জ্ঞাত্বা স্বয়ং সা পার্ব্বতী হরম্ ।
আত্মানং দর্শয়ামাস গিরিসানাপবহ্নুতে ॥ ৬১
তামাসাদ্য ততঃ শম্ভুঃ কিমর্থমভজঃ প্রিয়ে ।
মানং মনোনুদং দেবি বিশীর্ণ ইব চাব্রবীৎ ॥ ৬২
ভর্ত্তুরাগঃ পুরস্ত্রীণাং মানগ্রহণকারণম্ ।
তদ্বিনা গ্রহণাত্তস্য ভীরু প্রাপ্নোতি বাচ্যতাম্ ॥ ৬৩
তস্মাৎ কিমর্থমকরো রোষং ত্বং জলজাননে ।
তদাচক্ষ্ব দ্রুতং কান্তে মনো মে ন প্রসীদতি ॥ ৬৪
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করো দেবীং তামালিঙ্গিতুমুদ্যতঃ ।
কালী তং বারয়ামাস বচনং চাব্রবীদিদম্ ॥ ৬৫
ন দৃষ্টপূর্ব্বা কিমহং যেন ভিন্নাঞ্জনোপমা ।
ক্রিয়তে ময়ি ভূতেশ ভবতাপ্সরসাং পুরঃ ॥ ৬৬
জাতিহীনং বৃত্তিহীনং রূপহীনমদক্ষিণম্ ।
হীনাঙ্গমতিরিক্তাঙ্গং তেন দোষেণ নাক্ষিপেৎ ॥ ৬৭

গিরিজা অপ্সরাদিগের সমক্ষে শশিশেখরের ব্যাজ নিন্দায় ক্রোধান্বিতা হইয়া সহ্য করিতে পারিলেন না। ৫৮

তাহার পর পার্ব্বতী রোষপরবশা হইয়া বৃষভবাহনকে পরিত্যাগ করত শৈলশিখরে গুপ্তা হইয়া প্রকৃতি-ভাব প্রাপ্ত হইলেন। ৫৯

অনন্তর বৃষধ্বজ, বিরহব্যাকুল হইয়া পার্ব্বতীকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল অন্বেষণ করত সেই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে তাঁহাকে পাইলেন না। ৬০

তাহার পর পার্ব্বতী হরকে ব্যাকুল জানিতে পারিয়া সেই সুগুপ্ত গিরি-সানুতে স্বয়ং দর্শন দিলেন। ৬১

তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শম্ভু, বিশীর্ণের ন্যায় বলিলেন, প্রিয়ে! মনের মলিনতারূপ মান করিয়াছ কেন? ৬২

স্বামীর অপরাধই স্ত্রীদিগের মানের কারণ; কিন্তু সেই অপরাধ না করি-লেও অপরাধ মনে করিয়া ভীরু ব্যক্তিকে কটু উক্তি শ্রবণ করিতে হয়। ৬৩

এক্ষণে অয়ি কমলাননে! তুমি কিজন্য রাগ করিয়াছ? কান্তে! তুমি শীঘ্র বল, না হইলে আমার মন প্রসন্ন হইতেছে না। ৬৪

এই বলিয়া শঙ্কর দেবীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন, কালী তাঁহাকে বারণ করিয়া এই কথা বলিলেন। ৬৫

হে ভূতেশ! আপনি কি পূর্ব্বে দর্শন করেন নাই যে, অপ্সরাদের সমক্ষে আমাকে অঞ্জন-সদৃশ বলিয়া উপহাস করিলেন। ৬৬

জাতিহীন, বিত্তহীন, রূপহীন, অনুদার, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ এই সমস্ত দোষ কীর্ত্তন করা উচিত নহে। ৬৭

ইতি ব্রহ্মা পুরা প্রাহ বেদৌঘার্থাবনিশ্চয়ম্ ।
তঞ্চাবমন্য ভবতা পরিহাসোঽভ্যভাষ্যত ॥ ৬৮
যাবন্ন মে শরীরস্য ভবিত্রী স্বর্ণগৌরতা ।
ন সমেষ্যে ত্বয়া তাবদিতি সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৬৯
শরীরগৌরতাং শম্ভো ন সমেষ্যে ত্বয়া বিনা ।
তত্র মে শৃণু সন্ধায় আত্মনঃ শিরসা শপে ॥ ৭০
ইত্যুক্ত্বা স তদা দেবী তস্যৈব পুরতো যযৌ ।
মহাকোষীপ্রপাতাখ্যং হিমবৎসানুমুত্তমম্ ॥ ৭১
মহাদেবোঽপি তং ভাব্যং জ্ঞানেন কৃতনিশ্চয়ম্ ।
অর্থং জ্ঞাত্বা তদাপর্ণাং সর্ব্বজ্ঞো নাপ্যবারয়ৎ ॥ ৭২
সা গত্বা পূর্ব্ববত্তত্র শম্ভুসঙ্গতমানসা ।
শতমারাধয়ামাস বর্ষাণি বৃষভধ্বজম্ ॥ ৭৩
একং পাদং সমুৎক্ষিপ্য বামেনাক্রম্য সা ক্ষিতিম্ ।
উত্তরাভিমুখী ভূত্বা নিরাহারা নিরন্তরম্ ॥ ৭৪
বৈয়াঘ্রচর্ম্মবসনা সোর্দ্ধমূর্দ্ধাননা সতী ।
জ্যোতির্ম্ময়ং পরং শান্তং শিবং শিবকরং বরম্ ।
আত্মস্বরূপতত্ত্বজ্ঞা তত্ত্বেনারাধয়দ্ধরম্ ॥ ৭৫
তাং চিন্তয়ন্তীং পরমন্নিশ্চলাং তত্ত্বমানসাম্ ।
মেনে মুনিগণঃ স্থাণুর্যো ন জানাতি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৬
এবং তস্যাস্তপস্যন্ত্যা জগ্মুর্বর্ষাণি বৈ শতম্ ।
অন্যেষাঞ্চ যথা শশ্বদেকং নৃপতিসত্তম ॥ ৭৭

এইটি ব্রহ্মা পূর্ব্বে বেদসমূহে নিশ্চয় করিয়াছেন ; তাহা অবজ্ঞা করিয়া আপনি পূর্ব্বোক্তরূপে পরিহাস করিয়াছেন । ৬৮

অতএব আমি সত্য বলিতেছি, যে পর্য্যন্ত আমার শরীর স্বর্ণের ন্যায় গৌর না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনার সহিত সম্ভোগাদি করিব না । ৬৯

হে শম্ভো ! তোমা ভিন্ন শরীরের গৌরতাকে প্রাপ্ত হইব না, তাহার সন্ধান শ্রবণ করুন, আমি শিরে হস্ত দিয়া শপথ করিতেছি । ৭০

এই কথা বলিয়া কালী শিবের সমক্ষেই মহাকোষী-প্রপাত নামক হিমালয় সানুতে গমন করিলেন । ৭১

সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবও ভাবী বিষয় জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পত্নীর গমনে প্রতিরোধ করিলেন না । ৭২

কালী গমন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শম্ভুতে মনোভিনিবেশ করত শত বর্ষ পর্য্যন্ত বৃষধ্বজের আরাধনা করিলেন । ৭৩

এক পদ উত্তোলন করিয়া বামপদের দ্বারা ক্ষিতিতে অবস্থান করিলেন এবং উত্তরাভিমুখে অনশনে নিরন্তর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া উর্দ্ধমুখে জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ শান্ত, মঙ্গল-জনক শিবকে আত্ম-স্বরূপ তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্বের দ্বারা আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন । ৭৪-৭৫

নিশ্চল শরীরে, নিশ্চলমনে, পরমপদার্থের চিন্তায় আসক্তা কালীকে মুনি-গণমধ্যে যাহারা না জানিত, তাহারা শাখা-পল্লবাদিশূন্য বৃক্ষ বলিয়া মনে করিল । ৭৬

ততস্তাং শতবর্ষান্তে শঙ্করো যোগতৎপরঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস ক্রমাদেকং স সত্রপম্ ॥ ৭৮
প্রথমং দর্শয়ামাস ব্রহ্মাণঞ্চ হরিং ততঃ।
ততস্তু শাম্ভবং দেহং ততস্তেষামথৈকতাম্ ॥ ৭৯
জ্যোতির্ম্ময়ত্বং শুদ্ধত্বং সর্ব্বেষাং হেতুতাং তথা ॥ ৮০
ততস্তু শম্ভুরূপং স দর্শয়ামাস শঙ্করঃ।
যোগনিদ্রাং মহামায়াং যোগিনীং কালিকাম্বিকাম্ ॥ ৮১
প্রথমং দর্শয়িত্বা তু তস্যাঃ প্রকৃতিরূপতাম্।
পশ্চাৎ সা পার্ব্বতীত্যেব ক্রমাত্তস্যা অদর্শয়ৎ ॥ ৮২
তপসা সম্ভৃতেনাশু জ্ঞানমাসাদ্য পার্ব্বতী।
অন্তর্দৃষ্ট্যা বহির্দৃষ্ট্যা তত্ত্বং জ্ঞাত্বা যথাতথম্ ॥ ৮৩
শম্ভুং জগন্ময়ং মেনে তথাত্মানং জগন্ময়ীম্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হরশ্চাপি ততঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৮৪
অহং সমস্তপ্রকৃতির্যোগনিদ্রা তথা সতী।
ইতি ধ্যানেন সা দেবী প্রাপ্য ধ্যানং তদাত্যজৎ।
উন্মীল্য নয়নদ্বন্দ্বং বহিঃ শম্ভুং দদর্শ চ ॥ ৮৫
সা দৃষ্ট্বা শঙ্করং দেবং দেবদেবমুপাপতিম্।
তুষ্টাব বাগ্‌ভিরিষ্টাভির্যমিনং যোগতৎপরম্ ॥ ৮৬

পার্ব্বত্যুবাচ—

নমস্তে জগতাং নাথ নমস্তে কেশবাব্যয়।
প্রধানপুরুষাতীত কারণত্রয়কারণ ॥ ৮৭

নৃপসত্তম! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে এক শত বৎসর অন্তের এক বৎসরের ন্যায় অতীত হইল। ৭৭

শত বৎসর পরে যোগতৎপর শঙ্কর কালীকে সলজ্জ হইয়া ক্রমে দর্শন দিলেন। প্রথম ব্রহ্মারূপে, তাহার পর হরিরূপে, তৎপরে শম্ভুরূপে, অনন্তর এই সমস্তের একতারূপে দর্শন দিলেন। ৭৮-৭৯

সেই রূপ—জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধ এবং সকলের হেতুভূত। তাহার পর শঙ্কর, পুনর্ব্বার শম্ভুরূপ দর্শন করাইলেন। ৮০

যোগনিদ্রা মহামায়া বৈষ্ণবী কালিকাম্বিকা এইরূপ তাঁহাকে প্রথম দর্শন করাইয়া পরে কালীর প্রকৃতিরূপে দর্শন করাইলেন; তাহার পর পার্ব্বতীকে ক্রমে এইরূপ কালীকে দর্শন করাইলেন। ৮১-৮২

পার্ব্বতী, তপঃসম্ভূত জ্ঞানের দ্বারা এবং অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি দ্বারা সমস্তের যাথার্থ্য জানিতে পারিলেন। ৮৩

শম্ভুকে জগন্ময় বিবেচনা করিলেন, আপনাকে জগন্ময়ী বলিয়া জানিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও শম্ভু এই সমস্তই এক শম্ভুর স্বরূপ। ৮৪

আমিই যোগনিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি-স্বরূপা। দেবী ধ্যানে এই বিষয় জানিয়া সেই সময়ে ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া বাহিরেও শম্ভুকে দেখিতে পাইলেন। ৮৫

দেবী, উমাপতি জিতেন্দ্রিয় যোগতৎপর শঙ্করকে দেখিয়া অভিলষিত বাক্য দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮৬

যোগমোহমনোরাগ-ধর্ম্মাধর্ম্মময়স্তথা।
বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপস্য শাম্ভবঃ কায় এষ তে ॥ ৮৮
ত্বং নিঃশ্রেয়ঃ শ্রেয়সা যুজ্যমানো
দৃশ্যোঽদৃশ্যো যোগমূর্ত্তির্মনীষী।
সম্যক্ শ্রদ্ধা পৌরুষে তত্ত্বরূপং
ত্বং বৈ জ্যোতিঃ শান্তিরূপং পুরস্তাৎ ॥ ৮৯
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্ত্বং হরস্ত্বং মহেন্দ্রঃ
সূর্য্যঃ সোমো বায়ুরগ্নির্ধনেশঃ।
ত্বং তোয়েশঃ শমনো রাক্ষসশ্চ
শেষস্ত্বত্তো ভিদ্যতে কোঽপি নাস্মিন্ ॥ ৯০
ত্বং ভূমির্দ্যৌর্দ্যুসদাং চাপি পন্থা-
স্ত্বং স্থাবরো জঙ্গমো ভূর্বলস্থঃ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ধ্যানগম্যঞ্চ তত্ত্বং
পরাৎপরং ব্যক্তরূপং পরেষাম্ ॥ ৯১
ত্বং পুরুষঃ পরমাত্মা প্রধানং
ত্বং হি জ্যায়ানাগমো জ্ঞানগম্যঃ।
ভাবঃ কৃত্যং পঞ্চরূপী সমস্তৈ-
রাসাদ্যস্তে গোচরাস্তদ্ভবায় ॥ ৯২
কীর্ত্তিঃ কীর্ত্ত্যঃ স্তুত্যরূপী স্তুতিশ্চ
দ্রষ্টা দৃশ্যঃ স্থৈর্য্যধৃক্ স্থাবরশ্চ।
নিত্যোঽনিত্যো মুক্তযোগো বিয়োগে
দানাদানে ভেদসামপ্রয়োগঃ ॥ ৯৩

পার্ব্বতী বলিলেন, হে জগন্নাথ! তুমি কেশব, অচ্যুত ও প্রধান পুরুষ অতীতকারণ কারণত্রয়স্বরূপ শম্ভু, তোমাকে প্রণাম করি। ৮৭

শম্ভু! যোগ, মোহ, মনোরাগ, ধর্ম্মাধর্ম্মময় বিদ্যা, অবিদ্যা প্রভৃতি তোমার শরীরের স্বরূপ। ৮৮

তুমি নিঃশ্রেয়স-শ্রেয়োযুক্ত দৃশ্য-অদৃশ্য এবং মানসিক যোগমূর্ত্তি; তুমি শ্রদ্ধারূপ পৌরুষ বিষয়ে তত্ত্বস্বরূপ; তুমি জ্যোতিঃ এবং শান্তি-স্বরূপ। ৮৯

তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-বাসব-স্বরূপ এবং তুমি আদিত্য, বায়ু, অগ্নি, কুবের; তুমি বরুণ, তুমি শমন ও রাক্ষসেশ্বর তুমি শেষ-স্বরূপ; এই জগতে তোমা ভিন্ন কেহই নাই। ৯০

তুমি ভূমি, আকাশ, জল এবং পথ; তুমি স্থাবর, জঙ্গম ও ভূতল; তুমি জ্ঞান, জ্ঞেয়, ধ্যানগম্য এবং পরাপর তত্ত্বস্বরূপ ও শত্রুদিগের সম্বন্ধে ব্যক্তরূপ। ৯১

তুমি পুরুষ, পরমাত্মা এবং প্রধান রূপ; তুমি জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানগম্য আগম স্বরূপ; তুমি ভাব ও করণীয় বিষয় এবং পঞ্চরূপী, সমস্ত জগৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমার রূপ দেখিতে পায়। ৯২

তুমি কীর্ত্তি, কার্য্য, স্তব-বিষয়, স্তুতি, দ্রষ্টা, দৃশ্য, স্থৈর্য্যশীল এবং ভাবনা-যোগ্য; তুমি নিত্য, অনিত্য, নিত্য-যোগ, বিয়োগ, হীন হইতেও হীন, ভেদ ও সামের প্রয়োগ স্বরূপ। ৯৩

নীতির্নেয়ো দীক্ষিতো দক্ষিণাশ্চ
সারাৎসারং সংবিধাতা বিধেয়ঃ।
আর্য্যোঽনার্য্যো রূপধৃগ্রূপহীনো
দিব্যো দেবো মানুষোঽমানুষশ্চ ॥ ৯৪
সৃজ্যঃ স্রষ্টা পালকঃ পাল্যরূপ-
শ্চেতা চেয়ো নোর্ম্মিযুক্তস্তথোর্ম্মিঃ।
বিদ্যাবিদ্যাবেদবাদৈকরূপো
রূপারূপস্তীক্ষ্ণসৌম্যৈকরূপঃ ॥ ৯৫
ভাবাভাবঃ শোভনঃ শুদ্ধরূপী
শশ্বদ্দান্তঃ শান্তিরুগ্রা মুনীনাম্।
দ্বন্দ্বোঽদ্বন্দ্বঃ সর্ব্বগোঽসর্ব্বগশ্চ
ভ্রান্তোঽভ্রান্তঃ সিদ্ধসিদ্ধিপ্রদশ্চ ॥ ৯৬
একস্থস্ত্বং সর্ব্বগোপ্তা সুদেহো
নির্দ্দেহস্ত্বং দেহ একঃ সুরাণাম্।
স্থূলঃ সূক্ষ্মো নির্ব্বিকারঃ শরীরী
বিশ্বাত্মা ত্বং নাস্তি ভিন্নো ভবত্তঃ ॥ ৯৭
কার্য্যাকার্য্যে যস্য রূপে সমস্তে
ব্যাপ্যাব্যাপ্যে ভাগহীনোঽতিপূর্ণঃ।
যোগজ্ঞানস্থাত্মকং যস্য নিত্যং
রূপং যস্য শ্রীদ তস্মৈ নমস্তে ॥ ৯৮
প্রধানপুংসোরপি যো বিধাতা
যঃ কালরূপী পুরুষঃ পরেশঃ।
তমীশমুগ্রং বরদং বরেণ্যং
নমামি চিন্নীতিবিতানকং ত্বাম্ ॥ ৯৯

তুমি নীতি, নয়, উদার, সার ও অসার; তুমি বিধানকর্ত্তা ও বিধেয়; আর্য্য-অনার্য্য, রূপহীন স্বরূপ, মনুষ্য ও অমনুষ্য। ৯৪

তুমি মৃত্যু, স্রষ্টা, পালক, পাল্যরূপ, চিত্ত-স্বরূপ, চেতনোর্ম্মিযুক্ত, ঊর্ম্মি, বিদ্যা, অবিদ্যা এবং বেদবাক্যস্বরূপ; তুমি রূপ, অরূপ, তীক্ষ্ণরূপ এবং সৌম্য-রূপ। ৯৫

তুমি ভাব, অভাব, শোভাশালী, শুদ্ধরূপী, নিরন্তর শান্ত এবং মুনিদিগের উগ্রা শান্তি; তুমি দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, সর্ব্বগ ও অসর্ব্বগত; তুমি ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, সিদ্ধ ও সিদ্ধপ্রদ। ৯৬

তুমি একস্থ, সর্ব্বলোক-প্রাপ্ত-দেহ, দেহশূন্য এবং একদেহ। তুমি স্থূল, সূক্ষ্ম, নির্ব্বিকার এবং শরীরী ও বিশ্বাত্মা; তুমি নাস্তিবাদ শূন্য। ৯৭

যাঁহার রূপ কার্য্য ও অকার্য্য সমস্ত ব্যাপ্ত ও অব্যাপ্ত ভাগহীন অতি পূর্ণ, যিনি নিত্য স্থানাভিলাষীর যোগ জ্ঞান, যাঁহার শ্রীপদ নিত্য-রূপ, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৯৮

যিনি প্রধান পুরুষেরও বিধাতা, যিনি কালরূপী এবং প্রধান পুরুষ; সেই উগ্র প্রভাশালী, বরপ্রদ এবং শ্রেষ্ঠ, চিত্ত-নীতির বিতান স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ৯৯

অক্ষয়ো যোঽব্যয়ঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রধৃগ্বরঃ।
তস্মৈ নমস্তে বিশ্বাত্মন্ বৃষধ্বজ মহেশ্বর ॥ ১০০
জ্ঞানামৃতবিনিস্যন্দি যস্য চিচ্চন্দ্রমাঃ সদা।
তদ্রূপমেকং যং জ্ঞেয়ং ভক্তিমাত্রং নমোঽস্তু তে ॥ ১০১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ।
প্রসন্নবদনঃ প্রাহ পার্ব্বতীং প্রতিহর্ষয়ন্ ॥ ১০২

ঈশ্বর উবাচ—

প্রীতোঽস্মি দেবি ভদ্রং তে বরং বরয় বাঞ্ছিতম্।
তপসাপ্যায়িতশ্চাহং ত্বয়া ব্রহ্মা তথা হরিঃ ॥ ১০৩
তপসা ত্বৎসমো নাস্তি শীলেন চ গুণেন চ।
ত্বাং বিনা ন হি তৃপ্যামি প্রিয়ে কুরু যথেপ্সিতম্ ॥ ১০৪
ততঃ সা মোহিতা প্রাহ মায়য়া হিমবৎসুতা।
জাম্বুনদাভগৌরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্ ॥ ১০৫
অনন্যকান্তস্ত্বঞ্চাপি ভূয়া মত্তো বিনা হর ॥ ১০৬
এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা পার্ব্বতীং ততঃ।
আকাশগঙ্গাতোয়ৌঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্ ॥ ১০৭
সা নিমজ্জ্য সমুত্তীর্ণা বিদ্যুদ্গৌরী ব্যজায়ত।
সিতাম্ভোমধ্যগা দেবী শারদাভ্রে তড়িদ্যথা ॥ ১০৮

হে বিশ্বাত্মন্! বৃষধ্বজ! মহেশ্বর! যিনি অক্ষয়, অব্যয়, সকল কার্য্যের সাক্ষি-স্বরূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রধারী, তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। ১০০

যাঁহার চিত্তরূপ চন্দ্রমা, জ্ঞানরূপ-অমৃত-নিস্যন্দী, সেইরূপ আমি কেবল ভক্তিতে কিরূপে জানিতে পারিব? তথাপি তাঁহাকে কর-জোড়ে প্রণিপাত করি। ১০১

ঔর্ব্ব বলিলেন, সর্ব্বভূতানুকম্পন মহাদেব এইরূপ স্তুত হইয়া প্রফুল্ল বদনে পার্ব্বতীর সন্তোষসাধন করিয়া বলিলেন, দেবি! তোমার স্তবে তুষ্ট হইয়াছি, অভিমত বর প্রার্থনা কর; তোমার তপঃপ্রভাবে আমি, ব্রহ্মা ও হরি সকলেই আপ্যায়িত হইয়াছি। ১০২-১০৩

তপস্যাশীল এবং সচ্চরিত্র তোমার সমান কেহই নাই। প্রিয়ে! তোমা ভিন্ন কিছুতেই তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, তোমার যাহা ইচ্ছা, কর। ১০৪

তাহার পর হিমালয়-সুতা মায়াতে মোহিত হইয়া বলিলেন, সম্প্রতি আমার শরীর সুবর্ণ সদৃশ গৌর হউক এবং হে শম্ভো! আপনিও আমা ভিন্ন অন্য কান্তাতে অভিলাষী হইতে পারিবেন না। ১০৫-১০৬

পার্ব্বতী এই কথা বলিলে মহাদেব, পার্ব্বতীকে আকাশগঙ্গার তোয়সমূহে স্নান করাইলেন। ১০৭

তাহার পর সেই সলিল হইতে উত্তীর্ণা গিরিজা বিদ্যুতের ন্যায় গৌরবর্ণা হইলেন, শুভ্র সলিলে অবস্থিতি সময়ে দেবী শরৎকালীন মেঘে তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন। ১০৮

শম্ভুশ্চাঙ্গীচকারাশু নাহং ত্বত্তো বিনা প্রিয়ে।
মনসাপি গ্রহীষ্যামি নান্যাং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ১০৯

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ তোয়াৎ সমুত্তীর্ণা পার্ব্বতী মোদসংযুতা।
তপঃক্লেশপরিত্যক্তা চন্দ্রিকেব বিধোর্যথা ॥ ১১০
অথ তাং পার্ব্বতীং দেবীমাদায় বৃষভধ্বজঃ।
জগাম শৈলং কৈলাসং স্বমাশ্রমপদং লঘু ॥ ১১১
তদা গত্বা হরো দেবীমধিবাস্য বিভূষ্য চ।
পূর্ব্ববন্মোদয়ামাস নর্ম্মহাসকথাদিভিঃ ॥ ১১২
সাপি সৌবর্ণগৌরাঙ্গী বীক্ষ্য রূপং মনোহরম্।
গৃহীতসময়ং শম্ভুং প্রাপ্যাতীব মুমোদ হ ॥ ১১৩
এবং তয়োস্তু শিবয়োরন্যোন্যরমমাণয়োঃ।
জগাম সুচিরং কালং কৈলাসে পর্ব্বতোত্তমে ॥ ১১৪
অথৈকদা মহাদেবসমীপে হিমবৎসুতা।
আসীনা দদৃশে তস্য স্বাং ছায়ামুরসি স্থিতাম্ ॥ ১১৫
স্ফটিকাভসমে স্বচ্ছে হৃদি শম্ভোর্মনোহরে।
যোগিজ্ঞানাদর্শতলে চার্ব্বঙ্গীং প্রতিবিম্বিতাম্ ॥ ১১৬
আত্মচ্ছায়াং গিরিসুতা বামভাগে মনোহরে।
দদর্শ বনিতারূপাং স্মিতবক্ত্রাং মনোহরাম্ ॥ ১১৭

তৎপরে শম্ভু অঙ্গীকার করিলেন, প্রিয়ে। তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে মনের দ্বারাও গ্রহণ করিব না। ১০৯

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর পার্ব্বতী তোয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং শরৎকালীন চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় তাঁহার তপঃক্লেশ পরিত্যক্ত হইল। ১১০

অনন্তর বৃষধ্বজ দেবী পার্ব্বতীকে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় আশ্রম কৈলাস পর্ব্বতে শীঘ্র গমন করিলেন। ১১১

কৈলাসে গমন করিয়া হর, দেবীকে বিবিধ বসন ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যজনক বিবিধ বাক্যদ্বারা আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ১১২

সুবর্ণের ন্যায় গৌরাঙ্গী গিরিজাও স্বকীয় মনোহর রূপ দর্শন করত এবং সময়ানুসারে শম্ভুকে প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ১১৩

এইরূপ শিব ও গৌরী, পরস্পরে ক্রীড়াতে আসক্ত হইলে, কিয়ৎকাল কৈলাস পর্ব্বতেই অতীত হইল। ১১৪

অনন্তর একদিন হিমালয়সুতা মহাদেবসমীপে উপবেশন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ছায়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াছে। ১১৫

গিরিজা—স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মনোহর, যোগিগণের জ্ঞানের আদর্শস্থল শম্ভুর বক্ষঃস্থলে পতিত বামভাগে প্রতিবিম্বিতা মনোহরাঙ্গী ছায়াকে হাস্যযুক্ত মনোহরবদনা বনিতার স্বরূপ দর্শন করিলেন। ১১৬

তাঁহার দৃষ্টির বিভ্রমবশতঃ ছায়াতে বনিতাজ্ঞান এই বুদ্ধি হইল,—গিরিশ

ভ্রান্ত্যা দৃষ্ট্যাথ পার্ব্বত্যাস্তদা জ্ঞানমজায়ত।
কৃতসত্যোঽপি গিরিশঃ কিমন্যাং বনিতাং দধৌ ॥ ১১৮
মায়য়া স্থাপিতাং গাত্রে বীক্ষন্তীং কুটিলঞ্চ মাম্।
ইতি তস্যাস্তদা বক্ত্রং মলিনং ভ্রুকুটীযুতম্।
বভূব বৃষকেতুশ্চ শ্যাম উৎপাতকো যথা ॥ ১১৯
সা দৃষ্ট্বাথ তদা ছায়াং বিষ্ণুমায়া-বিমোহিতা।
অপহ্নুতং গিরেঃ শৃঙ্গং মানাদ্রোষাদ্বিবেশ হ ॥ ১২০
অথ তাং মার্গমাণস্তু শঙ্করো বিরহাকুলঃ।
চিরাদপহ্নুতাং দেবীমাসসাদ ততো হরঃ ॥ ১২১
তামাসাদ্য মহাদেবো বিবর্ণবদনাং প্রিয়াম্।
উবাচ রোষণে হেতুং জ্ঞাতুমিচ্ছুর্যথাতথম্ ॥ ১২২

ঈশ্বর উবাচ—

কিমর্থন্ত্বং বরারোহে মহ্যং কুপ্যসি কোপনে।
রোষহেতুমহং তবেচ্ছামীহ বল্লভে ॥ ১২৩
ন তুভ্যমপরাধ্যোঽস্মি বাচা বা মনসাথবা।
কায়েন বা কথং কোপং কর্ত্তুমর্হসি ভামিনি ॥ ১২৪

দেব্যুবাচ—

সময়েন ময়া পূর্ব্বং তথা সম্প্রার্থিতো ভবান্।
কথং ত্বং পরিহায় ত্বমন্যাং ভার্য্যাং সমীহসে ॥ ১২৫
প্রত্যক্ষেণ ময়া দৃষ্টা তব হৃদ্যন্তরে হর।
চার্ব্বঙ্গী বনিতা কাচিত্তোয়নির্যাতভস্মনি ॥ ১২৬

সত্য করিয়াও পুনর্ব্বার মায়াদ্বারা শরীরে স্থাপিতা কুটিলা এবং চঞ্চলা অন্যস্ত্রী গ্রহণ করিলেন ? ১১৭-১১৮

এইরূপ ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন হইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত হইল ; মহাদেবও সেই সত্যভঙ্গপাতকেই যেন শ্যামরূপ হইলেন। ১১৯

পার্ব্বতী বিষ্ণুমায়ায় বিমোহিতা হইয়া ছায়াকে দর্শন করত প্রচ্ছন্নভাবে গিরিকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। ১২০

তৎপরে শঙ্কর বিরহাকুলচিত্তে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিব, গিরিকুঞ্জে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতা দেবীকে প্রাপ্ত হইলেন। মহাদেব মলিন-বদনা প্রিয়াকে প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধের কারণ যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন। ১২১-১২২

অয়ি কোপনে ! বরারোহে ! তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়াছ কেন ? সেই কোপের কারণ জানিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আসিয়াছি, আমি তোমার সমীপে বাক্য মন শরীরের দ্বারা কোন অপরাধ করি নাই ; তবে ভামিনি ! কোপ করিয়াছ কেন ? ১২৩-১২৪

দেবী বলিলেন, পর্ব্বে তপস্যাদ্বারা প্রতিজ্ঞানুসারে আপনি প্রার্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিজন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যভার্য্যা গ্রহণ করিলেন ? ১২৫

ভবান্ সর্ব্বজ্ঞানময়ঃ সর্ব্বগঃ পরমেশ্বরঃ।
তোষিতো মে তপোব্রাতৈর্ন তুষ্টস্ত্বং মহেশ্বর ॥ ১২৭
তস্মাদহং তপস্তপ্তুং শশ্বদ্গন্তুং সমুৎসহে।
অনুজানীহি মাং শম্ভো মা বিলম্বং বৃথা কৃথাঃ ॥ ১২৮
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ স্মিতবিস্তারিতাননঃ।
শঙ্করঃ পার্ব্বতীং প্রাহ সন্দিগ্ধামিব ভামিনীম্ ॥ ১২৯

ঈশ্বর উবাচ—

নাহমন্যাং স্ত্রিয়ং বোঢ়া নাহং সময়ভেদকঃ।
তব মিথ্যামতির্জাতা মুগ্ধে মূঢ়তয়াধুনা ॥ ১৩০
ত্বমিচ্ছসি যদি শ্রোতুং তত্র হেতুঞ্চ পার্ব্বতি।
তদহং কথয়ে তত্ত্বং মানং মানিনি মা কৃথাঃ ॥ ১৩১
মম বক্ষসি বিস্তীর্ণে দর্পণস্বচ্ছভাসিনি।
তবৈব বপুষশ্ছায়া-বিম্বিতা লোকিতা ত্বয়া ॥ ১৩২
ইদানীমেব বুধ্যস্ব ত্বামৃতে নাস্তি সা ময়ি।
নাত্র মানস্ত্বয়া কার্য্যো হৃদয়াম্বুজসংস্থিতে ॥ ১৩৩

দেব্যুবাচ—

ময়ি স্থিতায়াং ছায়াস্তি মামৃতে নাস্তি সা পুনঃ।
কথমেতন্ময়া জ্ঞেয়ং তন্মে বদ বৃষধ্বজ ॥ ১৩৪

হে হর! আমি প্রত্যক্ষরূপে দেখিয়াছি, জলসেকে ভস্ম দূরীভূত হইলে বক্ষঃস্থলে মনোহরশরীরা কোন এক বনিতা অবস্থান করিতেছেন। ১২৬

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ এবং পরমেশ্বর; হে পরমেশ। তপঃসমূহে তোষিত হইয়াও কি আমার প্রতি তুষ্ট হন নাই? ১২৭

তাহা হইলে পুনর্ব্বার আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি। হে শম্ভো! আমাকে তপোবনগমনে অনুমতি করুন, বৃথা বিলম্ব করিবেন না। ১২৮

এইরূপ পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যযুক্ত-বদনে শঙ্কর ভামিনী পার্ব্বতীকে স্নেহের সহিত বলিলেন। ১২৯

আমি অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করি নাই এবং আমি সত্যভ্রষ্টও হই নাই। তোমার মিথ্যা তত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে এবং তুমি মুগ্ধা হইয়াছ। ১৩০

পার্ব্বতি! তাহার কারণ, যদি তুমি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মানিনি! আমি বলিতেছি, তুমি মান করিও না। ১৩১

বিস্তীর্ণ এবং দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিবিম্বিত তোমার শরীরের ছায়াকে দেখিয়াছ। ১৩২

তাহা এখন নিশ্চয় অবধারণ কর। তোমা হইতে সে ভিন্ন নহে। অয়ি হৃদয়সংস্থিতে, গিরিজে! এই বিষয়ে মান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। ১৩৩

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি থাকিলেই ছায়া আছে, অতএব ছায়া আমা হইতে ভিন্ন নহে; কিন্তু আপনার বক্ষঃস্থলে যে ছায়া পড়িয়াছিল ইহা কিরূপে আমি জানিতে পারিব, তাহা আপনি বলুন। ১৩৪

ঈশ্বর উবাচ—

গবাক্ষাভ্যন্তরে স্থিত্বা তজ্জালেন মনোহরে।
পশ্য তোয়ৌঘনির্যাতভূতিলেপমুরো মম ॥ ১৩৫
তথা ত্বং মণ্ডিতং দেহং বীক্ষ্যাদর্শতলে পুনঃ।
মদ্ধৃদাসন্নমাসাদ্য তাদৃক্‌ছায়াং বিলোকয় ॥ ১৩৬
যথা দ্রক্ষ্যসি দেহে স্বং তৎ কুরু ত্বং তথা মম।
আলোকয় নিজাং ছায়াং ত্বাং বিনা নাস্তি তৎ পুনঃ ॥ ১৩৭
ত্বমেব জ্ঞাস্যসি চ্ছায়াং মদ্বক্ষসি মনোহরে।
জ্ঞাত্বা বিসৃজ্য মানন্তু মাং ত্বঞ্চাপ্যুপপৎস্যসি ॥ ১৩৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবমুক্তা হরেণাথ পার্ব্বতীন্দুকলাভৃতঃ।
তোয়ৈর্নির্দ্ধাব্য হৃদয়ং স্বাং ছায়াং পুনরৈক্ষত ॥ ১৩৯
দৃষ্ট্বাদর্শতলে বক্ত্রং নিজং দেহঞ্চ পার্ব্বতী।
আলোকয়ামাস তদা শশ্বচ্ছঙ্করবক্ষসি ॥ ১৪০
যথা সা কুরুতে দেবী কাপট্যং নেত্রবিভ্রমম্।
তথা সা কুরুতে চ্ছায়া করকম্পাদিকং তথা ॥ ১৪১
ততঃ পুনর্গবাক্ষস্য জালে স্থিত্বা হিমাদ্রিজা।
তথা ব্যলোকয়চ্ছম্ভোর্হৃদয়ং বীতভূতিকম্ ॥ ১৪২
তয়া তত্র তু পার্ব্বত্যা বৃষভধ্বজবক্ষসি।
ন কাপি দৃষ্টা বনিতা দৃষ্টং জালস্য মণ্ডলম্ ॥ ১৪৩
এবং বহুবিধৈর্দেবী তদোপায়ৈস্তথেতরৈঃ।
নির্যাতসংশয়া ভূত্বা লজ্জাং প্রাপ বরাঙ্গনা ॥ ১৪৪

ঈশ্বর বলিলেন, অয়ি মনোহরে! তুমি গবাক্ষের ভিতরে থাকিয়া বিশেষ জ্ঞানপূর্ব্বক আমার শরীরের ভূতিলেপ সলিলধারা দর্শন কর এবং পুনর্ব্বার আদর্শস্থলে স্বীয় ভূষিত দেহ দর্শন কর; তাহার পর আমার হৃদয়সমীপে আসিয়া সেইরূপ ছায়া দেখ। ১৩৫-১৩৬

অয়ি মনোহরে! যেরূপ স্বীয় দেহ দেখিবে, সেই রূপ-বিশিষ্ট নিজ ছায়া আমার বক্ষে দেখিতে পাইবে, কিন্তু সেই ছায়া তোমা হইতে ভিন্ন নহে। ১৩৭

সেইটি বিশেষরূপে জানিয়া মান পরিত্যাগ করত আমার প্রতি কৃপা কর। ১৩৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর চন্দ্রশেখর শিব, এই কথা বলিলে, পার্ব্বতী জল-দ্বারা হৃদয় ধৌত করিয়া স্বকীয় ছায়া দেখিলেন, পার্ব্বতী আদর্শতলে নিজ বক্ত্র ও দেহ দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্করবক্ষে দেখিলেন,—যেরূপ দেবী কপট নেত্রবিভ্রম করিলেন, ছায়াও সেইরূপ করিল এবং তদীয় কর-কম্পাদির অনু-করণ করিল। ১৩৯-১৪১

তাহার পর হিমাদ্রিসুতা পুনর্ব্বার গবাক্ষ-জালসমীপে থাকিয়া ভূতিশূন্য শম্ভুর হৃদয়ে দেখিলেন, কিন্তু সেই বৃষধ্বজের বক্ষে কোন বনিতা দেখিতে পাই-লেন না, কেবলমাত্র জালের মণ্ডল দেখিলেন। ১৪২-১৪৩

ভবাঙ্গনা দেবী বহুবিধ উপায় দ্বারাও দেখিতে না পাইয়া সংশয় দূরীভূত

তাং লজ্জিতাং গিরিসুতামীষদ্ভীতামধোমুখীম্ ।
শম্ভুরালিঙ্গ্য পাণিভ্যাং মুখঞ্চাস্যাশ্চুচুম্ব চ ॥ ১৪৫
স তামাহ মহাদেবো দেবীমাশ্বাসয়ন্ মুহুঃ ।
মা ব্রীড়স্ব মহাভাগে ভ্রান্তিঃ কস্য ন জায়তে ॥ ১৪৬
মানস্ত্বয়ি বরস্ত্রীভিঃ কার্য্যঃ প্রেমকরো যতঃ ।
ত্বয়াপি বিরলঃ কার্য্যো মানো দেবি ন সর্ব্বদা ॥ ১৪৭
ইত্যুক্তা দেবদেবেন মৈনাকসহজাম্বিকা ।
শঙ্করং প্রণয়াৎ প্রাহ সূনৃতং মধুরং বচঃ ॥ ১৪৮

দেব্যুবাচ—

যথা তবাহং সততং ছায়েবানুগতা হর ।
ভবেয়ং সাহচর্য্যেণ তথা মাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৪৯
সর্ব্বগাত্রেণ সংস্পর্শং নিত্যালিঙ্গনবিভ্রমম্ ।
অহমিচ্ছামি ভবতস্তত্ত্বঞ্চেৎ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৫০

ভগবানুবাচ—

রোচতে তন্মহ্যমপি যত্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ।
তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যদি শক্নোষি তৎ কুরু ॥ ১৫১
অর্দ্ধং মম গৃহীণ ত্বং শরীরস্য মনোহরে
অর্দ্ধং ভবতু মে নারী তথৈবার্দ্ধং পুমানিতি ॥ ১৫২
যদি ত্বং হি শক্নোষি কর্ত্তুং তদর্দ্ধমীদৃশম্ ।
তদাহং তে হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বরাননে ॥ ১৫৩

হইলে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া অধোমুখী গিরিজাকে শম্ভু বাহুদ্বারা আলিঙ্গন এবং চুম্বন করিলেন। ১৪৪-১৪৫

মহাদেব, দেবীকে আশ্বাসবাক্যে বলিলেন, অয়ি মহাভাগে! তুমি লজ্জিতা হইও না, কাহার ভ্রান্তি না আছে? ১৪৬

এবং স্ত্রীদিগের মানও শ্রেষ্ঠকার্য্য, যেহেতু মানই সুন্দর ও প্রেমোৎপাদক। দেবি! তুমি হঠাৎ মান করিও না। ১৪৭

হে দ্বিজগণ! মহাদেব, মৈনাক-সহোদরাকে এই কথা বলিলে তিনি শঙ্করকে প্রণয়ের সহিত মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিলেন। ১৪৮

হর! যেরূপে আমি ছায়ার ন্যায় আপন অনুগতা হইয়া সহচারিণী হইতে পারি, তাহাই করুন। ১৪৯

আমি সর্ব্বদা আপনার শরীর সংস্পর্শ এবং অবিচ্ছিন্ন আলিঙ্গনসুখ ইচ্ছা করি, অতএব আমাকে সেই সুখভাগিনী করাই আপনার উচিৎ। ১৫০

ভগবান বলিলেন, ভামিনি! যাহা তুমি ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাতে সেইরূপ সুখভোগের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাহার উপায় আমি বলিতেছি, যদি সক্ষমা হও তবে সেই উপায় অবলম্বন কর। ১৫১

হে মনোহরে! তুমি আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমার অর্দ্ধভাগ নারীরূপ হইবে এবং অর্দ্ধভাগ পুরুষ থাকিবে। ১৫২

যদি তুমিও শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৩

তবৈবার্দ্ধং তথা নারী হ্যর্দ্ধং ভবতু পুরুষঃ।
বিদ্যতে তত্র শক্তির্মে ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ১৫৪

দেব্যুবাচ—

তবৈবাহং হরিষ্যামি শরীরার্দ্ধং বৃষধ্বজ।
কিং ত্বহং ত্বেকমিচ্ছামি তচ্চেত্ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসি ॥ ১৫৫
যদাহমর্দ্ধং ভবতো ভূত্বা তিষ্ঠামি তাবতা।
ত্যজাম্যহং যদা তেঽর্দ্ধং সম্পূর্ণং স্যাত্তদা দ্বয়ম্ ॥ ১৫৬
ইত্যর্দ্ধভাগহরণং ভবেদ্যদি যথেপ্সিতম্।
তবৈবাহং তদা শম্ভো শরীরার্দ্ধং হরাম্যহম্ ॥ ১৫৭

ঈশ্বর উবাচ—

এবমস্তু ভবেন্নিত্যং যথার্দ্ধং হর্ত্তুমর্হসি।
শরীরস্যার্দ্ধহরণং ভূয়স্তব যথেপ্সিতম্ ॥ ১৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ গৌরী তদা পূর্ব্বমনুভূতং তপঃস্থিতৌ।
যোগনিদ্রাস্বরূপং তদাত্মনোঽচিন্তয়দ্ধিয়া ॥ ১৫৯
হরং প্রণম্য প্রথমং ব্রহ্মাণঞ্চ ততঃ পরম্।
ততস্ত্রিজগতামীশং হরিং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ১৬০
চিন্তয়িত্বা তদা তেষামেকতাং সা জগন্ময়ী।
আত্মানং যোগনিদ্রাঞ্চ চিন্তয়িত্বা তপস্বিনী ॥ ১৬১
দক্ষিণে স্বশরীরস্য ভাগার্দ্ধং শশভৃদ্ভৃতঃ।
শরীরস্য তদা বামমতিপ্রেম্না নিজং হরে ॥ ১৬২

তাহা হইলে তোমারই দেহের অর্দ্ধভাগ পুরুষ হউক, অর্দ্ধভাগ নারীরূপই থাকিবে—তোমার সেই শরীরার্দ্ধ পুরুষরূপে আমার শক্তিই থাকিবে। তবে সে বিষয়ে আমাকে অনুমতি কর। ১৫৪

দেবী বলিলেন, হে বৃষধ্বজ আমিই আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। হে হর! আমি এক অভিলাষ করি, কিন্তু তাহা আপনার অভিলষিত হইলে হয়। ১৫৫

আমি আপনার অর্দ্ধদেহ গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিব, কিন্তু যে সময়ে সেই দেহার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব, সেই সময়ে উভয় দেহ যেন পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপ হয়। ১৫৬

এইরূপে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করা যদি অভিমত হয় তবে আমি আপনার শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিব। ১৫৭

ঈশ্বর বলিলেন, এইরূপই তোমার ইপ্সিত বিষয়, ইহা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হইবে, অতএব শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করাই তোমার কর্ত্তব্য। ১৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর গৌরী পূর্ব্বানুভূত তপস্যা সময়ে স্বীয় যোগনিদ্রা-স্বরূপ চিন্তা করিলেন। ১৫৯

প্রথমতঃ হরকে প্রণাম করিয়া তৎপরে ব্রহ্মা ও জগৎপ্রভু নারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং জগন্ময়ী তাঁহাদের একরূপতা ও আপনাকে যোগনিদ্রাস্বরূপ চিন্তা

হরোঽপি স্বশরীরার্দ্ধং গৌরীকায়ে তদা স্বয়ম্ ।
প্রেয়া স্ববেশয়ত্তস্যাশ্চিকীর্ষুঃ প্রিয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৬৩
অথ স্থিত্বা তদা ভর্গঃ কাল্যা সহ চিরং তদা ।
পরিত্যজ্য শরীরার্দ্ধং পৃথগেব বভৌ রুচা ॥ ১৬৪
কালী ভূত্বা স্বর্ণগৌরী শরীরার্দ্ধঞ্চ শাঙ্করম্ ।
প্রাপ্তমোদা তদাত্মানং সন্তুষ্টা চ জগন্ময়ী ॥ ১৬৫
এবং যদা শরীরার্দ্ধমাদায় পরমেশ্বরী ।
রহস্যে তিষ্ঠতি তদা রাজতেঽতীব শোভনা ॥ ১৬৬
অর্দ্ধং ধম্মিল্লসংযুক্তং জটাজূটর্দ্ধিযোজিতম্ ।
একস্মিন্ শ্রবণে ভোগী ভাগে জাম্বুনদার্চ্চিতম্ ॥ ১৬৭
কুণ্ডলং শ্রবণেঽন্যস্মিন্ শীর্ষে তস্যা ব্যরাজত ।
অর্দ্ধং মৃগাক্ষি চান্যার্দ্ধং বৃষভাক্ষি ব্যজায়ত ॥ ১৬৮
অর্দ্ধং স্থূলনসং চারু তিলপুষ্পনসং পরম্ ।
দীর্ঘশ্মশ্রু তথৈবার্দ্ধমর্দ্ধং শ্মশ্রুবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৬৯
আরক্তচারুদশনং রক্তোষ্ঠমেকতস্তথা ।
অপরং শুক্লবিপুলং দীর্ঘাকৃতিরদং পরম্ ॥ ১৭০
অর্দ্ধনীলগলং চার্দ্ধমপরং হারসংযুতম্ ।
অর্দ্ধং কঙ্কণকেয়ূর-যুক্তবাহু তথাপরম্ ॥ ১৭১
নাগকেয়ূরসংযুক্তং স্থূলবাহুনিরূষ্মিকম্ ।
অর্দ্ধং বিলোলসুভুজং করিহস্তভুজং পরম্ ॥ ১৭২

করত স্বশরীরের দক্ষিণভাগে শিব-শরীরার্দ্ধভাগ ধারণ করিলেন ও তাহাতে বাসাদি প্রীতি-সহকারে নিবেশ করিলেন। ১৬০-১৬২

শিবও গৌরীর প্রীতি-সাধনের নিমিত্ত প্রেমবশতঃ নিজ দেহার্দ্ধ গৌরীদেহে নিবেশ করিলেন। ১৬৩

তারপর শিব কালীর সহিত চিরকাল এক থাকিয়া শরীরার্দ্ধ পরিত্যাগ করত যেন পৃথকরূপে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ১৬৪

কালী স্বয়ং স্বর্ণসদৃশ গৌরবর্ণা হইয়া শঙ্কর-দেহার্দ্ধ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে অসীম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ১৬৫

পরমেশ্বরী এইরূপে হরদেহার্দ্ধ গ্রহণ করিয়া হরগৌরীরূপে অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৬৬

তাঁহার অর্দ্ধভাগ সংযত-কেশ-পাশযুক্ত, অর্দ্ধভাগ জটাজূট-বিভূষিত ; এক ভাগ স্বর্ণখচিত শ্রবণালঙ্কারে শোভিত, অপরভাগে শ্রবণকুণ্ডলযুক্ত। অর্দ্ধ মৃগলোচন, অর্দ্ধ বৃষভাক্ষ। ১৬৭-১৬৮

নাসিকা একদিকে স্থূল, অপরদিকে তিল-কুসুম-সদৃশ। একভাগ দীর্ঘ-শ্মশ্রুযুক্ত অপরভাগ শ্মশ্রু-রহিত। ১৬৯

একদিকে আরক্ত দশন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠ অপর দিকে শুক্লবর্ণ বিপুলনেত্র ও দীর্ঘদন্ত। ১৭০

অর্দ্ধ গলদেশ নীলবর্ণ, অপরার্দ্ধ মনোহর হারে শোভিত। তাঁহার এক বাহু কনকময় কেয়ূর-ভূষিত, অপর বাহু নাগরূপ কেয়ূর-যুক্ত, স্থূল ও দীপ্তি হীন এবং একবাহু মৃণাল-সদৃশ আয়ত অপরটি করিকর-সদৃশ স্থূল। ১৭১-১৭২

একত্র সোর্ম্মিকাশাখা করস্যান্যত্র তাং বিনা।
একস্তনন্তু হৃদয়ং রোমাবল্যর্দ্ধসংযুতম্ ॥ ১৭৩
রম্ভাস্তম্ভসমানোরু সুপার্ষ্ণি মৃদুপাদকম্।
একং তথাপরং স্থূলং সংহতোরুপদাম্বুজম্ ॥ ১৭৪
একং চারুমৃদুস্থূলজঘনং সুমনোহরম্।
তথাপরং দৃঢ়কটি সংহতোর্দ্ধপদান্বয়ম্ ॥ ১৭৫
একং বৈয়াঘ্রচর্ম্মৌঘযুক্তং ভূতিবিলেপনম্।
অপরং মৃদু কৌশেয়বসনং চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ১৭৬
এবমর্দ্ধং তথা জাতং যোষিল্লক্ষণসংযুতম্।
অপরং বলবত্তুরি সুগূঢ়ং পুরুষাকৃতি ॥ ১৭৭
এবমর্দ্ধং স্মররিপোর্জহার গিরিজা সতী।
হিতায় সর্ব্বজগতাং কালিকা কালিকোপমা ॥ ১৭৮
তস্যাঃ শরীরং রাজেন্দ্র হরতন্বর্দ্ধসংযুতম্।
যেনোপমেয়ং তত্রাস্তি মার্গিতং ভুবনত্রয়ে ॥ ১৭৯
সন্তানঃ পারিজাতো বা একান্তবিশদস্তরুঃ।
অমোঘয়া যথা বল্যা তৌ চাপি যযতুর্নহি ॥ ১৮০
বহুধা চ পৃথক্ তেন তৌ রেমাতে নরেশ্বর।
অর্দ্ধনারীশ্বরো ভূত্বা স তু রেমে কদাচন ॥ ১৮১
ইতি যদ্যপি ভূতেশঃ স্বয়ং শক্নোতি কালিকাম্।
গৌরীং কর্ত্তুং তদা সর্ব্বভূত-কারণকারণঃ ॥ ১৮২

একটি হস্ত দীপ্তিশালী শাখাস্বরূপ, অপরটি তাহা নহে, বক্ষের অর্দ্ধভাগ এক স্তনযুক্ত, অপরার্দ্ধ লোমাবলীবিরাজিত। ১৭৩

এক পার্শ্বস্থিত উরু রম্ভাতরু-সদৃশ, পার্ষ্ণি মনোহর এবং চরণতল অতি কোমল, অপরপার্শ্বের উরু স্থূল, কটি পর্য্যন্ত বদ্ধ। ১৭৪

একটি জঙ্ঘা মৃদু এবং মনোহর, অপরটি দৃঢ়রূপে পদ ও কটি পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ। ১৭৫

দেবীর শরীরের একাংশ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও ভূতিযুক্ত, অপরাংশ চন্দন-সিক্ত মৃদু-বস্ত্র শোভিত। এইরূপ অর্দ্ধভাগ স্ত্রীলক্ষণসম্পন্ন হইল, অপরার্দ্ধ সুদৃঢ় পুরুষাকৃতি হইল। ১৭৬-১৭৭

কালিকা-সদৃশী গিরিজা সতী কালিকা জগতের হিতের জন্য শম্ভুর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিলেন। ১৭৮

হে রাজেন্দ্র! কালীর শরীরার্দ্ধ হরদেহার্দ্ধযুক্ত হইলে ত্রিভুবনে তাহার উপমার উপযুক্ত বস্তু—বিশেষ অন্বেষণেও অপ্রাপ্য হইল। ১৭৯

হে নরেশ্বর! সন্তান, কল্পবৃক্ষে, পারিজাত এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ একান্ত বিশদ তরুগণ পৃথক্‌রূপে কিংবা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াও তাহাদিগকে সেবা করিবার উপযুক্ত হইল না। শিব অর্দ্ধনারীশ্বর হইয়া বিশেষ সুখাসক্ত হইলেন। ১৮০-১৮১

যদিও ভূতপতি স্বয়ং কালীকে তপস্যা ব্যতীতই গৌরবর্ণা করিতে পারিতেন, তথাপি সর্ব্বভূতের আদি-কারণ মহাদেব গিরিসুতাকে প্রথমতঃ নানাবিধ ক্রিয়া

তথাপি তাং গিরিসুতাং সংযোজ্য বিবিধৈঃ পুরা।
তপস্যযোজদ্দেবঃ ক্রিয়োপায়ৈরনেকশঃ ॥ ১৮৩
তপোনির্দ্ধূতসর্ব্বাঙ্গীং পশ্চাদ্গৌরীমথাকরোৎ।
অর্দ্ধঞ্চ প্রদদৌ তস্যৈ শরীরস্য মহেশ্বরঃ ॥ ১৮৪
নৈবাস্য তত্ত্বং জানন্তি শক্রাদ্যাঃ সকলাঃ সুরাঃ।
শরীরার্দ্ধপ্রদানস্য তপসে যোজনস্য চ ॥ ১৮৫
এতস্য তত্ত্বং জানন্তি মহাত্মানো মহাবলাঃ।
নন্দী ভৃঙ্গী মহাকালো বেতালো ভৈরবস্তথা ॥ ১৮৬
অঙ্গভূতা মহেশস্য বীতভীতাস্তপোধনাঃ।
যে মানুষশরীরেণ প্রাপিরে তপসো বলাৎ।
গণানামাধিপত্যন্তু তে জানন্তি হরং পরম্ ॥ ১৮৭
এবং সদা ত্বয়া যোজ্যাঃ সানুগা নৃপসত্তম।
বনিতাঃ সৎক্রিয়োপায়ৈস্ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ১৮৮
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যমদ্ভুতং পুণ্যদায়কম্।
শিবয়োঃ প্রীতিকরণং শরীরার্দ্ধগ্রহং তথা ॥ ১৮৯
গৌরীত্বসাধনঞ্চৈব কলিকায়াঃ শুভাবহম্।
ন তস্য বিঘ্না জায়ন্তে স চ পুণ্যতমো মতঃ ॥ ১৯০
দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভূয়াৎ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ ॥ ১৯১
সততং পরিশৃণ্বানঃ শিবয়োশ্চরিতং মহৎ।
শিবলোকমবাপ্নোতি সুচিরং শিববল্লভঃ ॥ ১৯২

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽর্দ্ধনারীশ্বরচরিতে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৫

এবং তপস্যা আচরণ করাইয়া তাঁহার তপোবিশুদ্ধ অঙ্গকে গৌরবর্ণ করিয়াছেন এবং শরীরার্দ্ধও প্রদান করিয়াছেন। ১৮২-১৮৪

এইরূপ তপস্যা আচরণ এবং শরীরার্দ্ধ প্রদান,—ইন্দ্রাদি দেবগণ ইহার তত্ত্ব কিছুই জানেন না। ১৮৫

কিন্তু মহাত্মা মহাবল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ও কালভৈরব প্রভৃতি বীতভয় মহাকালের অঙ্গভূত অনুচরবর্গ অর্থাৎ যাঁহারা তপোবলে মনুষ্যশরীরেই গণের আধিপত্য এবং পূর্ণব্রহ্ম ভূতেশকে জানিয়াছেন, সেই তত্ত্ব তাঁহারাই জানেন। ১৮৬-১৮৭

হে নৃপসত্তম। এইরূপ স্বানুগতা বনিতাকে সৎক্রিয়া ও সদুপায়ে যোগ করিয়া ভার্য্যা পদে প্রতিষ্ঠা করিবেন, তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গলাস্পদ হইবেন। ১৮৮

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর প্রীতিকর শরীরার্দ্ধ গ্রহণ এবং কালিকার গৌরীত্ব-প্রাপ্তিরূপ পুণ্যকথা নিত্য শ্রবণ করে, সে কোনরূপ বিঘ্নাক্রান্ত না হইয়া দীর্ঘায়ু, সুখী এবং পুত্র-পৌত্রযুক্তও শ্রেষ্ঠ পুণ্যবান্ হয়। ১৮৯-১৯১

যে ব্যক্তি এইরূপ হরগৌরীর অদ্ভুত চরিত লোকদিগকে শ্রবণ করায়, তাহার শিব-লোক-প্রাপ্তি হয় এবং সে শিব-বল্লভ হয়। ১৯২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫

ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

সগর উবাচ—

কোঽসৌ ভৈরবনামাভূৎ কো বা বেতালসংজ্ঞকঃ।
কথং বা তৌ শরীরেণ মানুষেণ গণাধিপৌ।
অভূতাং দ্বিজশার্দ্দূল তন্মে বদ মহামুনে ॥ ১
জানামি নন্দিনং বিপ্র সহায়ং শশভৃদ্‌ভৃতঃ।
যথাভবদ্গণাধ্যক্ষ-স্তন্নারদমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ২
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ বিশ্রুতৌ হি হরাত্মজৌ।
কথং বা তৌ সমুৎপন্নৌ ত্বত্তঃ শ্রোতুং সমুৎসহে ॥ ৩
যোঽসৌ শরভরূপস্য মহাদেবস্য বৈ পুরা।
কায়ভাগঃ শ্রুতঃ পূর্ব্বং স মহাভৈরবাহ্বয়ঃ ॥ ৪
স এব কিং ভৈরবাখ্যঃ কিং বান্যো দ্বিজসত্তম।
বেত্তুং তত্ত্বেন তং সর্ব্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম ॥ ৫
কস্য বা তনয়ৌ ভূত্বা গণাধ্যক্ষত্বমাগতৌ ॥ ৬
তচ্চাপি কথয়স্বাদ্য যথা তৌ বানরাননৌ ॥ ৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মহাকালস্য ভৃঙ্গিণঃ।
ভৈরবস্যাপি চরিতং বেতালস্য মহাত্মনঃ ॥ ৮
যোঽসৌ ভৃঙ্গী হরসুতো মহাকালোঽপি ভর্গজঃ।
তাবেব গৌরীশাপেন সম্ভূয় নরযোনিজৌ ॥ ৯

বেতাল-ভৈরবের উপাখ্যান

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেতাল কাহার নাম? ভৈরবই বা কাহার নাম? এবং কিরূপেই বা তাঁহারা মনুষ্য-শরীরে গণাধিপতি হইলেন? তাহা আমাকে বিশেষরূপে বলুন। ১

নন্দীকে শিবের সহচর বলিয়া জানি এবং যেরূপে তিনি গণাধিপতি হইয়াছেন, তাহা নারদমুখে শ্রুত হইয়াছি। ২

হে দ্বিজসত্তম! এ বিষয় যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ইঁহারা কাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া গণাধ্যক্ষ হইলেন? ৩

মহাভৈরবাখ্য গণাধিপ—শুনিয়াছি—মৃগরূপ মহাদেবের শরীরের অংশস্বরূপ। ৪

কিন্তু হে দ্বিজোত্তম! সেই ভৈরব এ ভৈরব কি না, তাহাই যথার্থরূপে জানিতে ইচ্ছা করি। ৫

কাহার তনয় হইয়া গণাধিপ হইলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহাদের উভয়ের মুখ বানরাকৃতি হইল, তাহাই বলুন। ৬-৭

ঔর্ব্ব বলিলেন,—হে রাজন্! মহাত্মা মহাকাল, ভৃঙ্গী, ভৈরব ও বেতালের অদ্ভুতচরিত বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮

বেতালভৈরবৌ জাতৌ পৃথিব্যাং নৃপবেশ্মনি।
যথা ভৃঙ্গিমহাকালাবুৎপন্নৌ প্রাক্ তথা শৃণু ॥ ১০
যোঽসৌ মহাভৈরবাখ্যঃ সকায়ঃ শরভো হরঃ।
ভৈরবঃ পৃথগেবায়ং গণাধ্যক্ষো হরাত্মজঃ ॥ ১১
উঢ়ায়াং হিমবৎপুত্র্যাং ভর্গেণ সুমহাত্মনা।
তারকস্য বধার্থায় দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ।
স্তুতিভির্নতিভিঃ শম্ভুং সন্ততির্যাচিতা পুরা ॥ ১২
স যাচিতো দেবগণৈর্ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ।
মহামৈথুনমারেভে সন্তানায়োময়া সহ ॥ ১৩
আরব্ধে মৈথুনে তেন নরবর্ষোণ বৈ যযুঃ।
দ্বাত্রিংশদ্বৎসরা রাজন্ ক্ষণবচ্চন্দ্রধারিণঃ ॥ ১৪
স মহামৈথুনং কুর্ব্বংস্তৃপ্তিং নাপ মহেশ্বরঃ।
নাপ্যস্য প্রচ্যুতং তেজো ন তৃপ্তিং প্রাপ পার্ব্বতী ॥ ১৫
তন্মহাসঙ্গসময়ে চকম্পে বসুধা স্ফুটম্।
আকুলাঃ সকলা দেবাঃ স্যুঃ স্বর্গস্থাশ্চ যেঽপরে ॥ ১৬
সর্ব্বং জগত্তদা ভূতমাকুলং শিবয়োস্তয়োঃ ॥ ১৭
ততো নিবৃত্তিজাতেন মহামৈথুনকর্ম্মণা।*
অথ সেন্দ্রাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্।
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্ভীতাঃ শঙ্করকেলিভিঃ ॥ ১৮

ভৃঙ্গী হরাত্মজ এবং মহাকালও হরসূত ; ইঁহারা উভয়েই গৌরীর শাপে নরযোনিজ হইয়াছেন। ৯

বেতাল ও ভৈরব পৃথিবীতে কোন নৃপভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে শ্রবণ করুন। ১০

মহাভৈরব শরভরূপী মহাদেবের কায়ভাগ, কিন্তু ভৈরব পৃথক একজন ;— ইনি গণাধ্যক্ষ এবং হরাত্মজ। ১১

ইন্দ্রাদি দেবগণ তারকের বধের নিমিত্ত স্তুতিবাক্যে উমার গর্ভে হরের ঔরসে হরসমীপে সন্তান প্রার্থনা করিলেন। ১২

ভগবান্ বৃষধ্বজও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত উমাসহ মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ১৩

হে রাজন্! চন্দ্রশেখরের সেই মহাসুরত ক্রীড়া আরম্ভ হইলে মনুষ্য-পরিমিত বর্ষ-সংখ্যায় বত্রিশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইল। ১৪

মহেশ্বর এইরূপ নিধুবনক্রীড়ায় তৃপ্তিলাভ করিলেন না এবং তেজও প্রচ্যুত হইল না, পার্ব্বতীও কিছুই তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ১৫

সেইরূপ ঘোর নিধুবন সময়ে বসুধা নিরন্তর কম্পিতা হইতে লাগিল এবং স্বর্গস্থ সমস্ত দেবগণ আকুল হইলেন। ১৬

হরগৌরীর সেইরূপ সুরত ব্যাপারে সমস্ত জগৎ আকুলীভূত হইল। ১৭

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ হরের কেলিতে ভীত হইয়া জগৎপতি শরণ্য ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। ১৮

---

* ইদমর্দ্ধং কচিন্নাস্তি।

তে সম্ভূয়াথ ধাতারং প্রণম্য চ সুরোত্তমাঃ।
আকুলং সর্ব্বমাচক্ষুর্হরমৈথুনকর্ম্মণা ॥ ১৯
ততঃ সর্ব্বান্ দেবগণান্ পশ্চাৎ কৃত্বৈব বৃত্রহা।
স্বয়মাহ বিধাতারং তৎকালভয়ভাষিতম্ ॥ ২০

ইন্দ্র উবাচ—

আকুলাঃ সকলা লোকা হরমৈথুনকর্ম্মণা।
অহং মহদ্ভয়ং প্রাপ্য শরণং ত্বামিহাগতঃ ॥ ২১
এবম্ভূতে সঙ্গমে চ শঙ্করস্যোময়া সহ।
যঃ পুত্রো জায়তে ব্রহ্মন্ স মামভিভবিষ্যতি ॥ ২২
তৎক্রিয়াদর্শনাদেব সূৎপন্নাদপি তৎসুতাৎ।
ভয়ং মে জায়তে[১] ব্রহ্মংস্তারকাদপি চাধিকম্ ॥ ২৩
তস্মাদেবং ত্বং বিধেহি তৎসুতো মাং সুরান্যথা।
ন বাধেত তথা যত্নাত্তারয়াস্মান্মহাভয়াৎ ॥ ২৪

ব্রহ্মোবাচ—

উমায়াং জায়তে পুত্রো যদি শঙ্করতেজসা।
অশক্যঃ সর্ব্বলোকেশৈঃ সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ২৫
তস্মাদ্ধরো যথোমায়াং ন প্রসূতো ভবিষ্যতি।
তথাহং সংবিধাস্যামি গত্বা দেবৈর্হরান্তিকম্ ॥ ২৬
তারকস্য বিঘাতশ্চ যথা স্যাদ্ধরতেজসা।
তচ্চাপ্যহং করিষ্যামি ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥ ২৭

সুরোত্তমগণ মিলিত হইয়া বিধাতাকে প্রণামকরত হরক্রীড়ায় আকুলচিত্তে সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। ১৯

তাহার পর ইন্দ্র সকল দেবগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া তৎকালোপস্থিত ভয়-গদ্গদবাক্যে বিধাতাকে বলিলেন। ২০

ইন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! হরের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত জগৎ আকুলিত হইয়াছে এবং আমিও অত্যন্ত ভীত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। ২১

হে ব্রহ্মন্! এইরূপ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত হইবে, সে নিশ্চয় আমাকে অতিক্রম করিবে। ২২

ক্রীড়াসক্ত মহাদেবের ঔরসজাত পুত্র হইতে আমার তারক অপেক্ষাও অধিক ভয় হইতেছে। ২৩

তাহা হইলে সেই হরপুত্র আমাকে ও দেবগণকে পীড়া না দিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করত আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন। ২৪

ব্রহ্মা বলিলেন,—যদি উমার গর্ভে শঙ্করের তেজে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের পরাক্রম ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের ও সমস্ত লোকের দুঃসহ হইবে। ২৫

যাহাতে হর-তেজঃসম্ভূত পুত্র উমাগর্ভে উৎপন্ন না হয়, আমি দেবগণসহ হর-সমীপে গমন করত সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেছি। ২৬

১। ব্রহ্মন্ জাতং ভয়ং মেঽদ্য……ইতি পাঠান্তরম্।

ইত্যুক্ত্বা সহ দেবৌঘৈঃ কৈলাসাদ্রিং প্রজাপতিঃ।
জগাম রেমে গিরিশো গিরিপুত্র্যা সমং ভৃশম্ ॥ ২৮
তত্র গত্বা মহাদেবং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সার্দ্ধং তুষ্টাব বৃষভধ্বজম্ ॥ ২৯

দেবা উচুঃ—

প্রীতয়ে যস্য ন রতির্ন কামো যন্মনোভবঃ।
ন যস্য জন্মনো হেতুস্তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩০
যস্য লোকহিতায়ৈব জাতো জায়াপরিগ্রহঃ।
ত্র্যম্বকায় নমস্তস্মৈ স শিবো নঃ প্রসীদতু ॥ ৩১
যন্মন্মথং বিনা দেবং শৃঙ্গারাদ্যা বিশন্তি চ।
স্মরণেনৈব তং দেবং ত্বাং বয়ং প্রণতা হরম্ ॥ ৩২
হিরণ্যরেতাঃ স্বর্ণাভো যো হিরণ্যভুজাহ্বয়ঃ।
স ত্বং সর্গহরো দেবো নিত্যং নোঽভিপ্রসীদতু ॥ ৩৩
জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়া বলীয়সী।
যস্যাভবৎ স্বয়ং জায়া তস্মৈ তুভ্যং নমো নমঃ ॥ ৩৪
পঞ্চভূতময়ং যস্য পঞ্চশীর্ষং বিরাজতে।
তং পঞ্চবদনং দেবং ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামহে ॥ ৩৫
সদ্যোজাতমঘোরঞ্চ বামদেবমুমাপতিম্।
ঈশানং প্রণমামোঽদ্য যং তৎপুরুষমাহ বৈ ॥ ৩৬

যাহাতে তারকাসুর হর-তেজঃ-প্রভাবে শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তাহারও প্রতিবিধান করিতেছি। ২৭

ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া দেবগণসহ কৈলাসপর্ব্বতে হরগৌরীর সুরতস্থানে গমন করিলেন। ২৮

লোকপিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণসহ সেইস্থানে গমন করিয়া বৃষধ্বজকে দেবগণ সহ স্তব করিতে লাগিলেন। ২৯

দেবগণ বলিলেন, যাঁহার রতি—প্রীতির নিমিত্ত নহে এবং কাম যাঁহার মনোজ নহে, যাঁহার জন্মের কোনরূপ কারণাদি নাই, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি। ৩০

যাঁহার লোকহিতের নিমিত্ত জায়াপরিগ্রহ, সেই ত্র্যম্বককে আমরা ভক্তিপ্রবণ চিত্তে প্রণাম করি—তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩১

মন্মথ ব্যতীত, শৃঙ্গারাদি যাঁহার স্মরণমাত্রেই আশ্রয় করে, সেই দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবকে আমরা প্রণাম করি। ৩২

যিনি হিরণ্যরেতা হিরণ্যাভ ও হিরণ্য-বাহুরূপে খ্যাত—সেই সৃষ্টি-সংহারকারী শিব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩৩

জগন্ময়ী যোগনিদ্রা বলীয়সী বিষ্ণুমায়া স্বয়ং যাঁহার পত্নী হইয়াছেন, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করিতেছি। ৩৪

যাঁহার পঞ্চভূতস্বরূপ পঞ্চ-বদন শোভা পাইতেছে, সেই পঞ্চবক্ত্র দেবকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। ৩৫

যোঽসতামশিবো নিত্যং যো বা ভক্তিমতাং শিবঃ।
শিবাশিবস্বরূপায় নমস্তস্মৈ শিবায় তে ॥ ৩৭
রূপৈস্ত্রিভির্যঃ স্থিতিসৃষ্টিনাশং
বিষ্ণ্বাত্মভিঃ শম্ভুরিতি প্রসিদ্ধৈঃ।
করোতি শশ্বজ্জগতাং নুমস্তং
শিবং বিরূপাক্ষমমুং শিবেশম্ ॥ ৩৮
যঃ শূলখট্বাঙ্গমৃগাঙ্কধারী
যো গোধ্বজঃ শক্তিমান্ পঞ্চরূপী।
তস্মৈ তুভ্যং জাতবেদঃপ্রভায়
ভূয়ো ভূয়ো নো নমঃ শঙ্করায় ॥ ৩৯
ব্রহ্মার্চ্চিষ্মান্ ভোগভৃদ্দৈত্যহন্তা
যস্তা যোদ্ধা বীতগর্ভো জগত্যাঃ।
স ত্বং স্তুতো নঃ প্রসীদত্বনন্তো
নিত্যোদ্রেকী মুক্তরূপঃ প্রধানঃ ॥ ৪০
পরব্রহ্মরূপী নিয়তৈকমুক্তঃ
পরজ্যোতিরূপী নিয়তস্ত্বনন্তঃ।
পরঃ পাররূপী নিয়তাত্মভাগী
স নো ভর্গরূপী গিরিশোঽস্তু ভূত্যৈ ॥ ৪১
উমাপতিং মহামায়ং মহাদেবং জগৎপতিম্।
শিবং শিবকরং শান্তং নমামঃ স প্রসীদতু ॥ ৪২

লোকে যাঁহাকে প্রধানপুরুষ বলে, সেই সদ্যোজাত অঘোর বামদেব উমা-পতি ঈশানকে প্রণাম করিতেছি। ৩৬

যিনি অসৎ ব্যক্তির অমঙ্গল স্বরূপ এবং ভক্তিশালীর মঙ্গল স্বরূপ—যিনি মঙ্গল ও অমঙ্গল স্বরূপ, সেই উভয় গুণসম্পন্ন মহাদেবকে আমরা প্রণিপাত করি। ৩৭

যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই ত্রিবিধ-রূপসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশাদি বিধান করিতেছেন; হে বিভো! সেই মঙ্গলাস্পদ বিরূ-পাক্ষকে আমরা বন্দনা করিতেছি। ৩৮

যিনি শূল, খট্বাঙ্গ ও মৃগাঙ্কাদি ধারণ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব শক্তিমান্, যাঁহার গোধ্বজ, সেই জাতবেদঃপ্রভাশালী ভগবান্ মহাদেবকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। ৩৯

যিনি ব্রহ্মা ও অগ্নিস্বরূপ, সর্পধারী, দৈত্যহন্তা, নিয়োগের কর্ত্তা এবং যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের দর্পহারী; সেই আপনি স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। ৪০

অনন্ত নিত্যোদ্রেকী, বিবিধ রূপসম্পন্ন প্রধান এবং পরমব্রহ্ম স্বরূপ, নিয়ত একবিষয়ে লীন, নিত্যজ্যোতীরূপ, নিয়ত অসীম, নিরন্তর আত্মভোগরত, ভর্গ-রূপ গিরিশ আমাদের মঙ্গলবর্দ্ধক হউন। ৪১

মহামায়াধার উমাপতি মহাদেব জগৎপতি শান্ত মঙ্গলকর শিবকে আমরা প্রণিপাত করিতেছি—প্রসন্ন হউন। ৪২

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শক্রাদ্যৈস্ত্রিদশৈঃ স্বয়ম্ ।
উমাসঙ্গং পরিত্যজ্য ভর্গোঽগাত্রিদিবৌকসঃ ॥ ৪৩
যেন ভাবেন স তদা মহামৈথুনতৎপরঃ ।
আসীত্তেনৈব ভাবেন ব্রহ্মাদীনাং সসাদ হ ॥ ৪৪
অথ তান্ স সুরান্ প্রাহ মহাদেবস্ত্বরন্নিব ।
কিমর্থমাগতা যূয়ং তন্মে বদত নির্জ্জরাঃ ॥ ৪৫
তমূচুস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মশক্রপুরোগমাঃ ।
ত্বন্মহামৈথুনাদ্ভর্গ ব্যাকুলং সকলং জগৎ ॥ ৪৬
পৃথিবী কম্পতেঽতীব সশৈলবনকাননা ।
সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে নদা নদ্যশ্চ শঙ্কর ॥ ৪৭
দেবাশ্চ সর্ব্বে দিক্পালা ন শান্তিং প্রাপ্নুবন্তি বৈ ।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বলোকেশ সকলাননুকম্পয় ।
ত্যক্ত্বা মহামৈথুনন্তু রতিমাত্রং নিয়োজয় ॥ ৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।
উবাচ শঙ্করো দেবো নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৪৯

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ং প্রবৃত্তির্ভবতাং শিবায়ামরসত্তমাঃ ॥ ৫০
ত্যক্তে মহামৈথুনে তু রতিমাত্রং প্রযোজিতে ।
নোমায়াং ভবিতা পুত্রস্তদর্থময়মুদ্যমঃ ॥ ৫১
উমাশরীরজঃ পুত্রো যো ভবেন্মম তেজসা ।
স এব তু রিপূন্ হত্বা ত্রিদশান্ বর্দ্ধয়িষ্যতি ॥ ৫২

মহাদেব, এইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। ৪৩

যেরূপে মহাসুরত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ব্রহ্মাদি দেবগণসমীপে উপস্থিত হইলেন। ৪৪

অনন্তর মহাদেব, সুরগণকে সত্বর বলিলেন, হে নির্জ্জরগণ। আপনারা কিজন্য আগমন করিয়াছেন, তাহা বলুন। ৪৫

শক্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ, মহাদেবকে বলিলেন ; হে ভর্গ। আপনার মহাসুরত ক্রীড়াতে সকল জগৎ কম্পিত হইতেছে। ৪৬

পৃথিবী—শৈল কাননাদি সহ নিরন্তর কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদ নদী ও সাগরাদি ক্ষুব্ধপ্রায়। ৪৭

দেবগণ ও দিক্পালগণ নিরন্তর অশান্তি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন ; অতএব হে সর্ব্বলোকেশ। সকলের প্রতি কৃপা করুন। মহামৈথুন ত্যাগ করত কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। ৪৮

শঙ্কর, পরমাত্মা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করত হৃষ্ট না হইয়া দেবগণকে বলিলেন। ৪৯

হে দেবগণ। আমার এই প্রবৃত্তি আপনাদের হিতের জন্য ; মহামৈথুন ত্যাগ করত রতিমাত্র অবলম্বন করিলে উমাগর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইবে না। তাই আমার এই উদ্যম। ৫০-৫১

তস্মান্মহামৈথুনে মেঽতীব ভীতাঃ সুরোত্তমাঃ।
স্বং স্বং স্থানং প্রগচ্ছন্তু অহং তদনুচিন্তয়ে ॥ ৫৩

দেবা ঊচুঃ—

উমাশরীরজঃ পুত্রো যথা ন ভবিতা হর।
তথা কুরু জগন্নাথ তন্মহামৈথুনং ত্যজ ॥ ৫৪

ঈশ্বর উবাচ—

রতিমাত্রেণ নোমায়াং মৎপুত্রঃ সম্ভবিষ্যতি।
মহামৈথুনসন্ত্যাগাৎ স্যাদপুত্রী তু পার্ব্বতী ॥ ৫৫
তস্মাদহন্তু দেবানাং বচনাদ্ ব্রহ্মণস্তথা।
ত্যক্ষ্যে মহামৈথুনন্তু কিং ত্বেকং কুরুতামরাঃ ॥ ৫৬
যেন মে প্রসৃতং তেজো মহামৈথুনকারণাৎ।
ধার্য্যং তেজস্বিনং দেবমানয়ন্তুমরাস্তু তম্ ॥ ৫৭
যো নিষ্কম্পো নির্ব্বিকারো ভূত্বা তেজো গ্রহীষ্যতি।
তন্মে বদন্তু ত্রিদশাস্ত্যক্ষ্যে তেজঃ শরীরজম্ ॥ ৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

বৃষধ্বজবচঃ শ্রুত্বা দেবা ব্রহ্মপুরোগমাঃ।
হরতেজো গ্রহায়াথ বীতিহোত্রং যযুর্দ্ধিয়া ॥ ৫৯
অথ ব্রহ্মাণমামন্ত্র্য তথানুজ্ঞাপ্য পাবকম্।
সেন্দ্রা দেবগণাঃ সর্ব্বে হরমূচুরিদং বচঃ ॥ ৬০

উমার গর্ভে সেই জন্যই আমার তেজে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্র, রিপুকুল বিনাশ করত দেবতাদিগকে উদ্ধার করিবে। ৫২

অতএব আমার এই ক্রীড়াতে বীতভয় হইয়া সুরোত্তমগণ স্বস্থানে প্রস্থান করুন,—আমি কর্ত্তব্য কার্য্য চিন্তা করি। ৫৩

দেবগণ বলিলেন,—হে জগন্নাথ! উমাশরীরজ পুত্র যাহাতে না হয়, সেই অনুষ্ঠান করত মৈথুন পরিত্যাগ করুন। ৫৪

ঈশ্বর বলিলেন, কেবল রতি-মাত্রে উমাতে আমার পুত্র হইবে না, অতএব মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলে পার্ব্বতী অপুত্রা হইবেন। ৫৫

তাহা হইলেও দেবতাদের ও ব্রহ্মার বাক্যানুসারে আমি মহামৈথুন পরিত্যাগ করিতেছি। ৫৬

হে নির্জ্জরগণ! আপনারা এক কার্য্য করুন, মহামৈথুন জন্য আমার প্রসৃত তেজ, যিনি নিষ্কম্প ও নির্ব্বিকার হইয়া ধারণ করিতে পারিবেন, সেই তেজস্বী দেবতাকে আপনারা আনয়ন করুন; হে ত্রিদশগণ! এরূপ ব্যক্তি দেখাইয়া দিন—আমি শরীরজ তেজ পরিত্যাগ করি। ৫৭-৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর বৃষধ্বজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ বুদ্ধিপূর্ব্বক বীতিহোত্রসমীপে গমন করিলেন। ৫৯

অনন্তর ব্রহ্মা সহ মন্ত্রণা করত পাবককে তেজোধারণে স্বীকৃত করাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ হরকে এই বাক্য বলিলেন। ৬০

দেবা উচুঃ—

এষ বৈশ্বানরঃ শ্রীমান্ ভূরিতেজোময়ো বলী।
মহামৈথুনবীজন্তু ত্বত্তেজঃ সংগ্রহীষ্যতি ॥ ৬১
ইত্যুক্ত্বা ত্রিদশাঃ সর্ব্বে বীতিহোত্রং পুরঃস্থিতম্।
তস্মৈ নিদেশয়ামাসুঃ শম্ভবে সর্ব্বহেতবে ॥ ৬২
ততঃ ষড়ঙ্গং স্বং রেতো ব্যাদিতে দহনাননে।
উৎসসর্জ্জ মহাবাহুর্মহামৈথুনকারণম্ ॥ ৬৩
অগ্নাবুৎসৃজ্যমানস্য তেজসঃ শশভৃদ্ভৃতঃ।
অণুদ্বয়মতিস্বল্পং গিরিপ্রস্থে পপাত হ ॥ ৬৪
তয়োস্তু কণয়োঃ সদ্যঃ সম্ভূতৌ শঙ্করাত্মজৌ।
একো ভৃঙ্গসমঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জননিভোঽপরঃ।
ভৃঙ্গাভস্য তদা ব্রহ্মা নাম ভৃঙ্গীতি চাকরোৎ।
মহাকৃষ্ণৈকরূপস্য মহাকালেতি লোকভৃৎ ॥ ৬৫
ততস্তৌ পালয়ামাস শঙ্করঃ প্রমথোৎকরৈঃ।
অপর্ণয়া চাপি তথা ক্রমাত্তাবতিবর্দ্ধিতৌ।
প্রবৃদ্ধৌ তৌ মহাত্মানৌ হরোমাপ্রতিপালিতৌ।
ক্রমাদ্গণেশৌ কৃত্বা তৌ হরো দ্বারি ন্যযোজয়ৎ ॥ ৬৬

সগর উবাচ—

উৎসৃষ্টমগ্নৌ যত্তেজস্তৎ কিং বৃত্তং দ্বিজোত্তম।
তদপ্যহং শ্রোতুমিচ্ছুঃ সঙ্ক্ষেপাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ৬৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

অগ্নাবুৎসৃজ্য তেজাংসি তাবৎ কালং বৃষধ্বজঃ।
আকাশগঙ্গামুদ্দিশ্য দেবানিদমুবাচ হ ॥ ৬৮

এই তেজোময় বলী বৈশ্বানর আপনার মহামৈথুনসম্ভূত তেজ স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। এই কথা বলিয়া ত্রিদশগণ অগ্রস্থিত বীতিহোত্রকে সর্ব্বকারণ শম্ভুসমীপে নির্দ্দেশ করিলেন। ৬১-৬২

তাহার পর মহাবাহু ভর্গ, মৈথুন-সম্ভূত স্বকীয় তেজ দহনশীল বহ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। ৬৩

শশি-শেখরের— অগ্নিতে পরিত্যক্ত তেজের পরমাণুদ্বয় পরিমিত অল্পতেজ, গিরি-সানুতে পতিত হইল। ৬৪

সেই পতিত অণুদ্বয়-মাত্র তেজ হইতে শঙ্করের দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। সেই পুত্রদ্বয় মধ্যে একটী ভৃঙ্গ সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম ভৃঙ্গী রাখিলেন, অপরটী মর্দ্দিত অঞ্জন-সদৃশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, এইজন্য পিতামহ তাহার নাম মহাকাল রাখিলেন। ৬৫

শঙ্কর, তাহাদের উভয়কে প্রমথাদি গণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন করাইলেন এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করত বর্দ্ধিত করিলেন। তাহারা হর ও উমার প্রতিপালনে প্রবৃদ্ধ হইল এবং হর তাহাদিগকে গণাধিপতি করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন। ৬৬

এতত্তেজো দুরাধর্ষং স্ত্রীভিরন্যৈঃ সুরোত্তমাঃ।
যোগনিদ্রামৃতে দেবীং শৈলপুত্রীমৃতেঽথ বা ॥ ৬৯
তস্মাদহং প্রবক্ষ্যামি যথেদং তেজসা সুতঃ
যত্র বা ভবিতা দেবো যা চ বা তদ্‌গ্রহীষ্যতি ॥ ৭০
ইয়ং ত্বাকাশগা গঙ্গা শৈলরাজসুতাপরা।
উমায়া ভগিনী জ্যেষ্ঠা ততোঽপত্যং হুতাশনাৎ ॥ ৭১
জনিষ্যত্যাত্মবীর্য্যেণ তেজসানুপমদ্যুতিঃ।
ভবিষ্যতি স বঃ শ্রীমান্ সেনাপতিররিন্দমঃ ॥ ৭২
স তারকং বঃ পুরতো বিজেষ্যতি শিখিধ্বজঃ।
অমোঘয়া মহাশক্ত্যা ময়ৈব প্রতিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৭৩
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবো বিসৃজ্য সকলান্ সুরান্।
পার্ব্বতীমভিসম্মন্ত্র্য শৌচার্থং গতবাংস্তদা ॥ ৭৪
পার্ব্বতী বচনং শ্রুত্বা দেবানামপ্রিয়ং সতী।
চুকোপ ত্রিদশৌঘায় পুত্রাশা-পরিবর্জ্জিতা ॥ ৭৫
মন্যুনা দহ্যমানেব স্ফুরদোষ্ঠাধরা তদা।
ইদমাহ সুরান্ দৃষ্ট্বা হরঞ্চ ত্যক্তমৈথুনম্ ॥ ৭৬

দেব্যুবাচ—

যস্মাদ্বিযোজিতঃ শম্ভুর্যুষ্মাভির্মম মৈথুনে।
অজাতপুত্রা চ কৃতা বারস্ত্রীবাহমর্দ্দিতা ॥ ৭৭

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম! যে তেজ, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ হইল; সেই বিষয় জানিতে আমার অভিলাষ, অতএব সংক্ষেপ-রূপে তাহা বলুন। ৬৭

ঔর্ব্ব বলিলেন,—বৃষধ্বজ অগ্নিতে তেজঃসমূহ তৎকালে পরিত্যাগ করত আকাশগঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন। ৬৮

হে সুরোত্তমগণ! দেবী যোগনিদ্রা ভিন্ন এবং শৈলতনয়া ভিন্ন অন্য স্ত্রী এই তেজ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ৬৯

হে দেবগণ! আমি এইকথা বলিতেছি যে, এই তেজ যে গ্রহণ করিবে, তাহার পুত্র উৎপাদন হইবে। ৭০

এই আকাশ গঙ্গা শৈলরাজের অপর সুতা, উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ইঁহার গর্ভে হুতাশন নিজ প্রভাবে এই তেজ দ্বারা পুত্র উৎপাদন করিবে। ৭১

সেই পুত্র অনুপমদ্যুতিশালী দেবতা এবং অরিন্দম হইয়া সেনাপতি হইবে। সেই শিখিধ্বজ, তারককে আপনাদের সমক্ষে পরাজয় করিবে; তাহাকে অপ্রতিহত মহাবীর্য্যের দ্বারা আমিই বর্দ্ধিত করিব। ৭২-৭৩

এই কথা বলিয়া মহাদেব সকল দেবগণকে পরিত্যাগ করত পার্ব্বতীসমীপে নিজের শুদ্ধতার নিমিত্ত গমন করিলেন। ৭৪

সতী পার্ব্বতী, দেবগণের সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রের আশা পরিত্যাগ করত দেবসমূহের প্রতি কোপ করিলেন। ৭৫

কোপে দগ্ধপ্রায় হইয়াই যেন তাঁহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি পরিত্যক্তমৈথুন হরকে দেখিয়া সুরগণকে এই কথা বলিলেন। ৭৬

তস্মাৎ সর্ব্বে সুরগণা অদ্যাবধি নিরন্তরম্ ।
মহামৈথুনবিভ্রষ্টা ভবন্তু নিজযোষিতি ॥ ৭৮
তেষামপি তথা পুত্রা ন জনিষ্যন্তি মে যথা ।
ভার্য্যাশ্চ সন্তুপত্যেন হীনা দেব্যো বরাঙ্গনাঃ ॥ ৭৯
যথাহং পরিতপ্যামি পুত্রাশা-পরিবর্জ্জিতা ।
তথা সন্তু সমস্তাস্তা দেব্যঃ পুত্রাশয়া চ্যুতাঃ ॥ ৮০

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবং সুরান্ গিরিসুতা শশাপ কুপিতা ভৃশম্ ।
তৎকালাবধি ন স্বর্গে জায়ন্তে দেবপুত্রকাঃ ॥ ৮১
নাদ্যাপি সম্প্রজায়ন্তে পুত্রাস্তাসু সুধাশিনাম্ ॥ ৮২
দহনোঽপি তথা কালে প্রাপ্তে গঙ্গোদরে স্বয়ম্ ।
রেতঃ সংক্রাময়ামাস শাম্ভবং স্বর্ণসন্নিভম্ ॥ ৮৩
সা তেন রেতসা দেবী সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ।
পূর্ণকালেঽথ সুষুবে পুত্রযুগ্মং মনোহরম্ ॥ ৮৪
একঃ স্কন্দো বিশাখাখ্যো দ্বিতীয়শ্চারুরূপধৃক্ ।
শক্তিদ্বয়ধরৌ দ্বৌ তৌ তেজঃকান্তিবিবর্দ্ধিতৌ ॥ ৮৫
তাবেকত্বং জগামাশু বিশাখঃ স্কন্দ এব চ ।
শিশুশ্চাপ্যভবদ্ যাতো যথান্যস্য সুতস্তথা ॥ ৮৬
ততস্তং তনয়ং জাতং তথা দৃষ্ট্বাতিবিস্মিতা ।
মধ্যে শরবণস্যাশু গঙ্গা তং ব্যসৃজদ্ধঠাৎ ॥ ৮৭

যেহেতু আপনারা আমার সুরত কার্য্য হইতে শম্ভুকে বিযুক্ত করিলেন এবং আমি অজীতপুত্রা হইয়া বারস্ত্রীর ন্যায় নিতান্ত পীড়িতা হইলাম। ৭৭

অতএব সুরগণ—অদ্য পর্য্যন্ত নিজ স্ত্রী সহ মহামৈথুনভ্রষ্ট হউন। ৭৮

ইহাঁদেরও আর আনন্দদায়ক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে না। বরাঙ্গনা দেবস্ত্রীসকল পুত্রহীন হউক। ৭৯

যেরূপে আমি পুত্রের আশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিতেছি, সেইরূপ দেবযোষিদ্গণও পুত্রাশায় বঞ্চিত হইয়া পরিতাপ করিবে। ৮০

গিরিসুতা এইরূপ ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় হইয়া দেবগণকে শাপ দিলেন; সেই পর্য্যন্ত ত্রিদশভবনে অদ্যাবধিও দেবগণের পুত্র উৎপন্ন হইতেছে না। ৮১-৮২

অগ্নি, কালক্রমে গঙ্গার উদরে হর-সম্বন্ধীয় সুবর্ণসন্নিভ রেতঃ সংক্রান্ত করিলেন। ৮৩

দেবী গঙ্গা সেই রেত দ্বারা সম্পূর্ণ কালে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মনোহর পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। ৮৪

সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটীর নাম স্কন্দ, অপরটীর নাম বিশাখ। তাঁহারা রেতঃ-সম্ভূত কান্তিবর্দ্ধিত হইয়া মনোহর রূপশালী হইলেন এবং উভয়েই শক্তি-ধর হইলেন। ৮৫

তৎপরে বিশাখ ও স্কন্দের উভয় দেহ, একভাগে পরিণত হইল, যেমন জগতে অন্য শিশু হয়। সেই শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া গঙ্গা, বিস্মিতচিত্তে হঠাৎ শরবণমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। ৮৬-৮৭

বিসৃজ্য গর্ভং তং গঙ্গা বহুলায়ৈ স্বয়ং তদা।
গর্ভবৃত্তান্তমাচখ্যৌ জাতঞ্চ ব্যসৃজদ্‌যথা ॥ ৮৮
তচ্ছ্রুত্বা বহুলা জ্ঞাত্বা মহাদেবতনূদ্ভবম্।
পরিগৃহ্য সুতং তন্তু পালয়ামাস কৃত্তিকা ॥ ৮৯
উমায়াঃ শঙ্করস্যাপি বিজ্ঞাপ্যানুমতে তয়োঃ।
ততো নীত্বা দদৌ দেব্যৈ তং পুত্রমরিমর্দ্দনম্ ॥ ৯০
সোঽতিবৃদ্ধঃ শক্তিধরো মহাবলপরাক্রমঃ।
বর্দ্ধিতঃ শঙ্করেণাশু দেবসেনাধিপোঽভবৎ ॥ ৯১
ততঃ সুরারিং সগণং তারকং লোকতারকম্।
শক্তিহস্তো হরসুতঃ প্রমমাথ মহাবলম্ ॥ ৯২
এবমগ্নৌ সমুৎসৃষ্টং তেজো ভর্গেণ সঙ্গতম্।
যথা বৃত্তং তথা তেঽদ্য কথিতং নৃপসত্তম ॥ ৯৩
সাম্প্রতং প্রস্তুতং শ্রাব্যং মহাকালস্য ভৃঙ্গিণঃ।
বৃত্তান্তং শৃণু রাজেন্দ্র তৌ ভূতৌ মনুজৌ যথা ॥ ৯৪

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে ষট্‌চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৬

গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাদেবী গর্ভের বৃত্তান্ত ও জাত পুত্র পরিত্যাগ—সমস্তই বহুলার নিকট বলিলেন। ৮৮

বহুলা শ্রবণ করত মহাদেবের পুত্র জানিতে পারিয়া অবিলম্বে সেই পুত্র গ্রহণ করত প্রতিপালন করিলেন। ৮৯

তৎপরে উমা ও শঙ্করকে জ্ঞাত করাইয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমে সেই অরিমর্দ্দন পুত্রকে দেবীর করে সমর্পণ করিলেন। ৯০

অতিপ্রবৃদ্ধ মহাবলপরাক্রম শক্তিধর শঙ্কর-প্রভাবে বর্দ্ধিত হইয়া দেবসেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। ৯১

তাহার পর মহাবল শক্তি-হস্ত হরতনয় সুরারি তারকাসুরকে স্বগণের সহিত অবসাদিত করিলেন। ৯২

হে নৃপোত্তম! এইরূপে ভর্গের তেজ অগ্নিতে পরিত্যক্ত হইয়া যেরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিলাম। ৯৩

সম্প্রতি মহাকাল ও ভৃঙ্গীর প্রকৃত বৃত্তান্ত আপনাদের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। অতএব হে রাজেন্দ্র! তাঁহারা উভয়ে যেরূপে মানবযোনি প্রাপ্ত হইলেন, সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ৯৪

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৬

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

হরো যাবজ্জগত্যর্থে দেববর্গৈঃ প্রসাদিতঃ।
তাবন্মহামৈথুনেন হীনোঽভূদুময়া সহ ॥ ১
বর্ত্ততে রতিমাত্রেণ স্বেচ্ছাং সম্পূরয়ন্ সদা।
যথা মনোরথং দেব্যাঃ সততং পূরয়ন্মৃড়ঃ ॥ ২
অথৈকদোমযা সার্দ্ধং নিগূঢ়ে রতিমন্দিরে।
নর্ম্মাকরোন্মহাদেবো মোদযুক্তো রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৩
যদা সা নর্ম্মণে যাতা গৌরী স্মরহরান্তিকম্।
তদা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দ্বাঃস্থৌ দ্বারি প্রতিষ্ঠিতৌ ॥ ৪
নর্ম্মাবসানে সা দেবী মুক্তধম্মিল্লবন্ধনা।
বন্ধহীনং গলদ্গাত্রাদ্বস্ত্রমালম্ব্য পাণিনা ॥ ৫
বান্তহারা গন্ধপুষ্পৈরাকুলৈর্নাতিশোভনা।
বিলুপ্তকুঙ্কুমা দষ্টদশনচ্ছদবিভ্রমা ॥ ৬
নিঃসৃতা রতিসঙ্কেলি-নিলয়াজ্জলজাননা।
ঈষদাঘূর্ণনয়না নিচিতা স্বেদবিন্দুভিঃ ॥ ৭
তাং নিঃসরন্তীং সদনাত্তথাভূতামনিন্দিতাম্।
অযোগ্যাং বীক্ষিতুঞ্চান্যৈ র্বৃষধ্বজমৃতে পতিম্ ॥ ৮
দদর্শতুর্মহাত্মানৌ নাতিহৃষ্টাত্মমানসৌ।
ভৃঙ্গী চাপি মহাকালঃ প্রাপ্তকালং চুকোপতুঃ ॥ ৯

ভৃঙ্গী ও মহাকালের শাপবিবরণ

ঔর্ব্ব বলিলেন,—জগতের জন্য হরকে দেবকুল, স্তুতিবাক্যে প্রসাদিত করিলে, মহাদেব উমাসহ মহামৈথুন পরিত্যাগ করিলেন। ১

কিন্তু কেবল রতিমাত্র অবলম্বন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতে লাগিলেন এবং সেইরূপেই দেবীরও মনোরথ পূরণ করিতে লাগিলেন। ২

অনন্তর এক সময়ে মহাদেব উমার সহিত রতিমন্দিরে আমোদযুক্ত হইয়া চাটুবাক্যে সংলাপ করিতেছেন। ৩

যে সময়ে পার্ব্বতী হরসমীপে গমন করেন, সেই সময়ে ভৃঙ্গী ও মহাকাল দ্বাররক্ষক হইয়া দ্বারে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪

কৌতুকাবসান হইলে দেবী বন্ধনমুক্ত কেশপাশে গাত্র হইতে স্খলিত বস্ত্র, হস্ত দ্বারা অবলম্বন করত, বিপর্য্যস্ত হার হইয়া, সুগন্ধ পুষ্পে অল্প শোভাসম্পন্না, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন করিয়াছেন বলিয়া মনোহারিণী, অধরপল্লব দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিশেষ বিভ্রমযুক্তা—এইরূপ মনোহর ভাবযুক্তা পদ্মাননা উমা, রতিতে আসক্ত মনেই নিজভবন হইতে নিঃসৃত হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ঈষদ্ঘূর্ণিত এবং স্বেদবিন্দু-নিচিত। ৫-৭

প্রিয় বৃষধ্বজ ভিন্ন অন্যের দর্শনের অযোগ্যা সেই রতি-সময়ের মনোহর অবস্থাপন্না উমা পুর হইতে নির্গত হইতেছেন। ৮

দৃষ্ট্বা তাং মাতরং দীনৌ তথাভূতাবধোমুখৌ।
চিন্তাঞ্চ জগ্মতুস্তীব্রাং নিশশ্বসতুরুত্তমৌ ॥ ১০
তৌ পশ্যন্তৌ তদা দেবী দদর্শ হিমবৎসুতা।
ক্রুকোপ চ তদাপর্ণা বাক্যঞ্চৈতদুবাচ হ ॥ ১১
এবম্ভূতাঞ্চ মাং কস্মাদসম্বদ্ধাবপশ্যতাম্।
ভবন্তৌ তনয়ৌ শুদ্ধৌ হ্রীমর্য্যাদাবিবর্জ্জিতৌ ॥ ১২
যস্মাদিমামমর্য্যাদাং ভবন্তৌ নিরপত্রপৌ।
অকুর্ব্বতাং ততো ভূয়াস্তবতোর্জন্ম মানুষে ॥ ১৩
মানুষীং যোনিমাসাদ্য মদবেক্ষণদোষতঃ।
ভবিষ্যন্তৌ ভবন্তৌ তু শাখামৃগমুখৌ ভুবি ॥ ১৪
ইতি তাবুময়া শপ্তৌ হরপুত্রৌ মহামতী।
ভৃঙ্গী চৈব মহাকালঃ স্বমাতুরন্তিকং তদা ॥ ১৫
তৌ প্রাপ্তদুঃখৌ তু তদা দুর্ম্মনস্কৌ হরাত্মজৌ।
শাপং তস্যা ন সেহাতে প্রোচতুশ্চেদমদ্রিজাম্ ॥ ১৬
অনাগসৌ সদৈবাবাং ভবত্যা হিমবৎসুতে।
কথং শপ্তৌ ত্বয়া মাতর্হঠাদেবং প্রকোপয়া ॥ ১৭
নিয়োজিতৌ যথা দ্বারি মহেশেন ত্বয়া সহ।
তথা নিয়োগং কুর্ব্বন্তৌ তিষ্ঠাবো দ্বারি সংযতৌ ॥ ১৮

মহাত্মা ভৃঙ্গী ও মহাকাল দর্শন করিল ; সেই সময়ে তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইল। ৯

তৎপরে মাতাকে তদ্রূপাবস্থাপন্না দেখিয়া অতি দীনভাবে অধোবদন হইল এবং তাহাদিগের তীব্র চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। ১০

তাহারা সেইরূপ অবস্থাতে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে বলিয়া হিমালয়সুতা অপর্ণা ক্রোধপরবশা হইয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন। ১১

অহো! আমার এইরূপ অসম্বদ্ধ অবস্থা কিজন্য ইহারা দেখিল।—তোমরা তনয় হইয়াও এইরূপ লজ্জা-মর্য্যাদা-বর্জ্জিত হইয়াছ। ১২

যেহেতু তোমরা এইরূপ নির্লজ্জ হইয়া আমাকে অমর্য্যাদা করিয়াছ, অতএব তোমাদের জন্ম মনুষ্যযোনিতে হইবে। ১৩

মাতৃ-অবেক্ষণদোষে মনুষ্যযোনিতে জন্ম হইয়া বানরমুখসদৃশ তোমাদের মুখকান্তি হইবে। ১৪

এইরূপে মহামতি ভৃঙ্গী ও মহাকাল উমাদত্ত অভিশাপগ্রস্ত হইয়া মাতৃ-সমীপে গমন করিল। ১৫

হর-তনয়-দ্বয় শাপজনিতদুঃখার্ত্ত হইয়া বিমর্ষচিত্তে তাঁহার শাপবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া গিরিজাকে বলিল। ১৬

হে গিরিজে! আমরা সর্ব্বদা নিরপরাধ, অতএব মাতঃ! হঠাৎ এরূপ কুপিত হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন কেন? ১৭

আপনার সহিত একত্র হইয়া মহাদেব আমাদিগকে দ্বারে নিয়োগ করিয়াছেন। সেই নিয়োগক্রমে আমরা দ্বারেই সংযতরূপে অবস্থান করিতেছি। ১৮

হঠান্নিঃসরণং গেহাত্তবৈব ন হি যুজ্যতে।
আগচ্ছন্ত্যা ভবত্যা তু দৃষ্টাবাবাং সুসংযতৌ ॥ ১৯
তস্মান্নিরর্থকঃ কোপঃ কো দোষস্তত্র চাবয়োঃ।
তস্মাত্তত্র প্রতীকারং শৃণু মাতরনিন্দিতে ॥ ২০
ত্বং মানুষী ক্ষিতৌ ভূত্বা হরো ভবতু মানুষঃ।
মানুষস্য হরস্যাথ জায়ায়াং হরতেজসা ॥ ২১
ভবত্যাশ্চাপি মানুষ্যা ভবিষ্যাবস্তথোদরে ॥ ২২
যদি সত্যং হরসুতাবাবাং যদি নিরাগসৌ।
তদাবয়োরিদং বাক্যং সত্যমস্তু গিরেঃ সুতে ॥ ২৩
ইত্যন্যোন্যমথো শাপং দত্ত্বা দত্ত্বা সুদারুণম্।
বিবিশুর্নৃপশার্দ্দূল গৌরী হরসুতৌ চ তৌ ॥ ২৪
অথ কালে ব্যতীতে তু সর্ব্বজ্ঞো বৃষভধ্বজঃ।
তদ্ভাবি কর্ম্ম জ্ঞাত্বৈব মানুষে হ্যভবৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫
ব্রহ্মণো দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষো ব্রহ্মসুতোঽভবৎ।
অদিতিস্তৎসুতা জাতা ততঃ পূষাহ্বয়োঽভবৎ ॥ ২৬
পূষ্ণঃ পুত্রোঽভবৎ পৌষ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ।
যস্য তুল্যো নৃপো ভূমৌ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৭
স পুত্রহীনো রাজাভূৎ পৌষ্যো নৃপতিসত্তমঃ।
শেষে বয়সি সম্প্রাপ্তে ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ।
পৌষ্যঃ পরময়া ভক্ত্যা ব্রহ্মাণং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ২৮

গৃহ হইতে হঠাৎ নিঃসৃত হওয়া আপনারই অনুচিত হইয়াছে; আপনি আগমন করিয়াই সুন্দর সংযতাবস্থায় আমাদিগকে দেখিতে পাইয়াছেন। ১৯

আমাদের তাহাতে দোষ কি? অতএব আপনি নিরর্থক কোপ করিয়াছেন, যাহা হউক মাতঃ! তাহার এক প্রতীকার আছে, তাহা শ্রবণ করুন। ২০

আপনি মানুষীরূপে ক্ষিতিতে অবতরণ করুন এবং হর মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হউন; তাহার পর মনুষ্যরূপী হরের তেজে তাঁহার জায়া মনুষ্যরূপিণী আপনার গর্ভে আমরা উভয়ে জন্মগ্রহণ করিব। ২১-২২

হে গিরিসুতে! আমরা যদি নিশ্চয় হরাত্মজ এবং নিরপরাধ হই, তাহা হইলে আমাদের এই বাক্য সত্য হউক। ২৩

হে নৃপশার্দ্দূল! এইরূপ পরস্পরকে পরস্পরে ভয়ঙ্কর অভিশাপ প্রদান করত ভৃঙ্গী ও মহাকাল প্রস্থান করিলেন। ২৪

অনন্তর কিঞ্চিৎকাল অতীত হইলে সর্ব্বজ্ঞ বৃষধ্বজ ভবিষ্যৎ-কার্য্য জানিতে পারিয়া স্বয়ং মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৫

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মসুত দক্ষ জন্মগ্রহণ করিলেন, তৎপরে তাঁহার কন্যা অদিতি জন্মগ্রহণ করিলেন। ২৬

তাহার পর পূষা নামক দক্ষসুত উৎপন্ন হইল। পূষার পুত্র পৌষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ব শাস্ত্র-পারদর্শী হইলেন। ২৭

যাঁহার সমসংখ্য নৃপতি হয় নাই ও হইবেও না; নৃপতিসত্তম পৌষ্যরাজ পুত্রহীন হইলেন; তাহার পর বয়ঃ-পরিণামাবস্থায় পৌষ্য ভার্য্যাত্রয়ের সহিত পরম ভক্তিভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ২৮

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তমুবাচ রাজানং কিমিচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ২৯
প্রসন্নোঽস্মি নৃপশ্রেষ্ঠ প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্।
যদিষ্টং তব জায়ানাং তদ্বদিষ্যসি সাম্প্রতম্ ॥ ৩০

পৌষ্য উবাচ—

হিরণ্যগর্ভাপুত্রোঽহং পুত্রার্থী ত্বামুপাস্মহে।
ত্বয়ি প্রসন্নে পুত্রো মে ভূয়াল্লক্ষণসংযুতঃ ॥ ৩১
এতদর্থে সভার্য্যোঽহং ভক্ত্যা ত্বাং সমুপস্থিতঃ।
যথা মে জায়তে পুত্রস্তথা কুরু জগৎপতে ॥ ৩২
পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্রস্ত্রায়তে পিতরং প্রসূম্।
অতস্তস্মাত্তয়ং ব্রহ্মংস্ত্বং নাশয়িতুমর্হসি ॥ ৩৩

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু পৌষ্য যথা ভাবী পুত্রস্তব কুলোদ্বহঃ।
তদহং তে বদাম্যদ্য ভার্য্যাভিস্ত্বং সমাচর ॥ ৩৪
ইদং ফলং গৃহাণ ত্বং ময়া দত্তং নৃপোত্তম।
অজীর্ণং বহুলে কালে প্রাপ্তেঽপি সুরসং সদা ॥ ৩৫
ফলমেতৎ সমাদায় যাবৎ সংবৎসরদ্বয়ম্।
আরাধয় মহাদেবং স প্রসন্নো ভবিষ্যতি ॥ ৩৬
যথা সম্ভাষতে ভর্গঃ ফলমেতৎ তথা ভবান্।
করিষ্যতি ফলং রাজন্ ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ ॥ ৩৭

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি কি অভিলাষ করিতেছেন আমাকে বলুন, আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব সেই অভিলষিত বস্তু আপনাকে প্রদান করিব। সম্প্রতি আপনার জায়াগণের যাহা অভিলষিত, তাহা আমাকে বলুন। ২৯-৩০

পৌষ্য বলিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! আমি অপুত্র, পুত্রার্থী হইয়া আপনাকে উপাসনা করিতেছি। আপনি প্রসন্ন হইলে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হইবে। ৩১

ইহার নিমিত্ত ভার্য্যার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক আপনার আরাধনায় রত আছি। হে জগৎপতে! যাহাতে একটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই করুন। ৩২

পুত্র—পিতা ও মাতাকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে, অতএব ব্রহ্মন্! সেই ঘোর নরকভয় নিবারণ করুন। ৩৩

ব্রহ্মা বলিলেন, হে পৌষ্য! আপনার কুলোদ্ভব-পুত্র ভবিষ্যতে হইবে, তজ্জন্য আমি আপনাকে বলিতেছি, আপনার ভার্য্যাগণসহ তাহা আচরণ করুন। ৩৪

হে নৃপোত্তম! আমি এই ফল আপনাকে প্রদান করিতেছি—গ্রহণ করুন। সুরবর্গের বহুকালেও জীর্ণের অযোগ্য এই রসযুক্ত ফল গ্রহণ করত বৎসরদ্বয় পর্য্যন্ত মহাদেবকে আরাধনা করুন। তিনি প্রসন্ন হইবেন। ৩৫-৩৬

তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া যাহা বলিবেন, আপনিও তাহা করিবেন এবং হে

ততস্তে লক্ষণোপেতস্তনয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ।
ভবিষ্যতি স্বয়ং শাস্তা চক্রবর্ত্তী বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৮
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ব্রহ্মা রাজাপি সহ ভীরুভিঃ।
হরং যষ্টুং সমারেভে ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৯
নিরাশীঃ সংযতাহারঃ কদাচিৎ ফলভোজনঃ।
দৃষদ্বতীনদীতীরে ফলং সংস্থাপ্য চাগ্রতঃ ॥ ৪০
পুষ্পার্ঘদীপধূপৈশ্চ বৃষধ্বজমতর্পয়ৎ ॥ ৪১
স তু বর্ষদ্বয়েঽতীতে মহাদেবো জগৎপতিঃ।
পৌষ্যস্য নৃপতেঃ সম্যক্ প্রসসাদার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪২
প্রসন্নঃ প্রাহ নৃপতিং মহাদেবো হসন্নিব।
উপাসসে কিমর্থং মাং তন্মে বদ দদানি তে ॥ ৪৩

পৌষ্য উবাচ—

অপুত্রোঽহং পুত্রকামস্তচ্ছৃণুষ্ব বৃষধ্বজ।
যথাহং পুত্রবান্ বৈ স্যাং বৃষধ্বজ তথা কুরু ॥ ৪৪
ইতি স ন্যগদদ্রাজা ভার্য্যাভিঃ সহ হর্ষিতঃ।
প্রণম্য স্তুতিপূর্ব্বেণ ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ॥ ৪৫
ততঃ পুত্রার্থিনং ভূপং প্রসন্নো বৃষভধ্বজঃ।
ব্রহ্মদত্তফলং হস্তে কৃত্বেদং তমুবাচ হ ॥ ৪৬

ঈশ্বর উবাচ—

ইদং ফলং ব্রহ্মদত্তং বিভজ্য নৃপতে ত্রিধা।
ভোজয়েথাঃ স্বজায়াস্ত্বং প্রহৃষ্টঃ সুস্থমানসঃ ॥ ৪৭

রাজন্! ভার্য্যাত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া ভর্গের উপদেশমতে অনুষ্ঠান করিবেন। ৩৭

তাহা হইলেই লক্ষণসম্পন্ন কুলবর্দ্ধন আপনার যে তনয় উৎপন্ন হইবে, সে চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত হইবে। ৩৮

ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন; রাজাও সস্ত্রীক পরম ভক্তির সহিত হরের আরাধনায় রত হইলেন। ৩৯

নিরাহারে সংযতাহারে এবং কোন সময়ে ফলভোজন করত দৃষদ্বতী-নদী-তীরে সেই ব্রহ্ম-প্রদত্ত ফল অগ্রে সংস্থাপন করিয়া পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ দীপাদি দ্বারা বৃষধ্বজের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিলেন। ৪০-৪১

এইরূপে বর্ষদ্বয় অতীত হইলে, জগৎপতি মহাদেব, পৌষ্যরাজের অভিলাষ পূরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন হইয়া সহর্ষ-চিত্তে নৃপতিকে বলিলেন, আমাকে কি জন্য উপাসনা করিতেছ বল, আমি তোমাকে তাহা প্রদান করিব। ৪২-৪৩

পৌষ্য বলিলেন, হে বৃষধ্বজ! আমি পুত্র-হীন, অতএব সেই পুত্র কামনায় আরাধনা করিতেছি, যেরূপে আমি পুত্রবান্ হই, তাহাই করুন। ৪৪

রাজা ভার্য্যাগণের সহিত ভক্তি-প্রবণচিত্তে স্তুতিবাক্যে এই কথা বলিলেন। তাহার পর বৃষভধ্বজ, প্রসন্নচিত্তে ব্রহ্মদত্ত ফল হস্তে করিয়া পুত্রার্থী রাজাকে এই কথা বলিলেন। ৪৫-৪৬

ততঃ প্রবৃত্তে ভবত এতাসু ঋতুসঙ্গমে।
আধাস্যন্তি তু গর্ভাংস্তু ভার্য্যাস্তে যুগপন্নৃপ ॥ ৪৮
কালপ্রাপ্তে চ যুগপৎ প্রসবো যোষিতাং তব।
ভবিষ্যতি নৃপশ্রেষ্ঠ তত্রেত্থং ত্বং করিষ্যসি ॥ ৪৯
একাস্যা জঠরে শীর্ষভাগস্তে সম্ভবিষ্যতি।
অপরস্যাস্তদা কুক্ষের্মধ্যভাগো ভবিষ্যতি ॥ ৫০
অধো নাভ্যাস্তু যো ভাগঃ সোঽপরস্যাং ভবিষ্যতি।
তচ্চ খণ্ডত্রয়ং ভূপ যথাস্থানং পৃথক্ পৃথক্।
যোজয়িষ্যসি পশ্চাত্তে পুত্র একো ভবিষ্যতি ॥ ৫১
তস্য শীর্ষে চন্দ্ররেখা সহজা সম্ভবিষ্যতি।
তৈনৈব নাম্না স খ্যাতিং গমিষ্যতি চ ভূতলে ॥ ৫২
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তাসাং গর্ভান্ স্বয়ং তদা।
সংস্কর্ত্তুং জাহ্নবীতোয়মাত্মবাসায় বৈ দধাৎ ॥ ৫৩
ততঃ ফলে স্বয়ং দেবঃ প্রবিবেশ বৃষধ্বজঃ।
তৎক্ষণাত্তৎ ফলং ভূতং ত্রিভাগং স্বয়মেব হি ॥ ৫৪
পৌষ্যস্তৎফলমাদায় মুদিতঃ সহ ভার্য্যয়া।
প্রযযৌ মন্দিরং হৃষ্টো অনুজ্ঞাপ্য বৃষধ্বজম্ ॥ ৫৫
ততঃ সমুচিতে কালে প্রাপ্তে তাভিস্তু ভক্ষিতম্।
তৎফলং নৃপশার্দ্দূল গর্ভাশ্চাপ্যান্বিতা শুভাঃ ॥ ৫৬

হে নৃপতে। এই ব্রহ্মদত্ত ফল ত্রিভাগ করত অতি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমার পত্নী-ত্রয়কে ভোজন করাও। ৪৭

তাহার পর তোমার সহিত ইহাদের রতি সঙ্গম প্রবৃত্ত হইলে হে নৃপ। তোমার পত্নীত্রয় এক সময়ে গর্ভবতী হইবে। ৪৮

তাহার পর কালক্রমে তোমার ভার্য্যাগণ এক সময়ে প্রসব করিবে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তাহাতে তুমি এক কার্য্য করিও। ৪৯

তোমার এক স্ত্রীর গর্ভে শিরোভাগ হইবে, অপর এক ভার্য্যার গর্ভে কুক্ষি ও মধ্যভাগ হইবে এবং অবশিষ্ট এক ভার্য্যার জঠরে নাভির অধোভাগ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবে, সেই প্রসূত খণ্ডত্রয় পৃথক্ পৃথক্ রূপে যথাস্থানে সংযোগ করিতে হইবে। ৫০-৫১

পরে সেই ভাগত্রয় যোগে তোমার এক পুত্র হইবে, তাহার শিরোদেশে স্বভাবতঃ চন্দ্রলেখা হইবে, সেই বালক, সেই নামেই ভূতলে খ্যাত হইবে। ৫২

এই কথা বলিয়া, মহাদেব স্বয়ং নিজের নিবাসযোগ্য তাহাদের গর্ভসংস্কার করিবার নিমিত্ত তাহা স্বশিরস্থ জাহ্নবীজলে নিহিত করিলেন। ৫৩

তাহার পর সেই ফলে মহাদেব প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিবামাত্রই ফল স্বয়ং ত্রিভাগ হইল। ৫৪

পৌষ্য সেই ফল গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাগণ-সহ হৃষ্টান্তঃকরণে এবং হরের অনুমতিক্রমে নিজ মন্দিরে গমন করিলেন। ৫৫

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তাহার পর উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলে পৌষ্য-ভার্য্যাগণ সেই ত্রিভাগ ফল তিনজনে ভক্ষণ করিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার হইল। ৫৬

সম্পূর্ণে গর্ভকালে তু গর্ভেভ্যঃ সমজায়ত।
খণ্ডত্রয়ং পৃথগ্রাজংস্তথা ভর্গেণ ভাষিতম্ ॥ ৫৭
তচ্চ খণ্ডত্রয়ং পৌষ্যো যথাস্থানং নিযোজ্য চ।
একপিণ্ডং চকারাশু তত্র পুত্রো ব্যজায়ত ॥ ৫৮
তস্য শীর্ষে তদা রাজন্ সহজেন্দুকলা শুভা।
বিররাজ যথা খস্থা শরৎকালে কলা বিধোঃ ॥ ৫৯
তং সর্ব্বলক্ষণোপেতং পীনোরস্কং সুনাসিকম্।
সিংহগ্রীবং বিশালাক্ষং দীর্ঘায়তভুজং তদা ॥ ৬০
দৃষ্ট্বা পৌষ্যোঽথ ভার্য্যাভিস্তিসৃভিঃ সহ সম্মুদম্।
লেভে দরিদ্রঃ সৎকোষং প্রাপ্যেব বিপুলং ততঃ ॥ ৬১
তস্য নামাকরোদ্রাজা ব্রাহ্মণৈঃ স্বৈঃ পুরোহিতৈঃ।
চন্দ্রশেখর ইত্যেব কান্ত্যা চন্দ্রমসঃ সমঃ ॥ ৬২
ববৃধে স মহাভাগঃ প্রত্যহং চন্দ্রবৎ সুতঃ।
কলাভিরিব তেজস্বী শরদীব নিশাকরঃ ॥ ৬৩
এবং তিসৃণামম্বানাং গর্ভে জাতো যতো হরঃ।
অতস্ত্র্যম্বকনামাভূৎ প্রথিতো লোকবেদয়োঃ ॥ ৬৪
স রাজপুত্রঃ কৌমারীমবস্থাং প্রাপয়ত্তদা।
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো বিষ্ণোস্তুল্যো বভূব হ ॥ ৬৫
বলে বীর্য্যে প্রহরণে শাস্ত্রে শীলে চ তৎসমঃ।
নান্যোঽভূৎ নৃপশার্দ্দূল নো বা ভূমৌ ভবিষ্যতি ॥ ৬৬

গর্ভকাল সম্পূর্ণ হইলে খণ্ডত্রয় প্রসব হইল ; শিবের সেই বাক্যানুসারে পৌষ্য রাজা খণ্ডত্রয় পৃথক্‌রূপে যথাস্থানে যোগ করিয়া এক পিণ্ড করিলেন, তাহাতেই একপুত্র উৎপন্ন হইল। ৫৭-৫৮

হে রাজন্! তাহার শিরোভাগে আকাশস্থ শারদীয় চন্দ্রের কলার ন্যায় ইন্দুকলা বিরাজ করিতে লাগিল। ৫৯

অনন্তর পৌষ্য, ভার্য্যাত্রয়ের সহিত সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, বিস্তারিত-বক্ষঃস্থল, সুন্দর-নাসিকাযুক্ত, সিংহের ন্যায় গ্রীবা, বিশাল-নেত্র, দীর্ঘভুজ সেই পুত্রকে দেখিয়া, বিপুল ধনাগারপ্রাপ্ত দরিদ্রের ন্যায়, অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ৬০-৬১

তাহার পর রাজা ব্রাহ্মণবর্গ ও স্বীয় পুরোহিতের দ্বারা সংস্কারপূর্ব্বক তাঁহার 'চন্দ্রশেখর' এই নাম রাখিলেন; পুত্রও স্বয়ং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর লাবণ্যময় হইলেন। ৬২

সেই মহাভাগ বাল্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া তেজস্বিভাবে যেরূপ শারদীয় নিশাকর, কলাসমূহ দ্বারা নিরন্তর বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ৬৩

এইরূপে মাতৃত্রয়ের গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জগতে এবং বেদে হরের ত্র্যম্বক নাম খ্যাত হইল। ৬৪

রাজপুত্র কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থপারদর্শী বিষ্ণুতুল্য তত্ত্বজ্ঞ হইলেন। ৬৫

তিনি বল, বীর্য্য, শাস্ত্রপারদর্শিতা ও সুশীলতাতেও বিষ্ণুসম হইলেন। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার সমান সংস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি জন্মে নাই এবং জন্মিবেও না। ৬৬

অভিষিচ্যাথ তং রাজ্যে কুমারং বলবত্তরম্ ।
দশপঞ্চৈকবর্ষীয়ং সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতম্ ॥ ৬৭
তিসৃভিঃ সহভর্য্যাভি র্বনং পৌষ্যো বিবেশ হ ।
বৃদ্ধোচিতক্রিয়াং কর্ত্তুং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৬৮
গতে পিতরি রাজা স বনবাসং মহাবলঃ ।
সর্ব্বাং ক্ষিতিং বশে চক্রে সামাত্যশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
সার্ব্বভৌমো নৃপো ভূত্বা রাজভিঃ পরিসেবিতঃ ।
অমরৈরিব দেবেন্দ্রো বিজহার শ্রিয়া যুতঃ ॥ ৭০
এবং পৌষ্যসুতো ভূত্বা ত্র্যম্বকঃ পুণ্যনির্বৃতঃ ।
ব্রহ্মাবর্ত্তাহ্বয়ে রম্যে করবীরাহ্বয়ে পুরে ।
দৃষদ্বতীনদীতীরে রাজা ভূত্বা মুমোদ হ ॥ ৭১
অথৈকদা স পিতরং বনবাসগতং স্বয়ম্ ।
মাতৃশ্চাপি নৃপশ্রেষ্ঠ দ্রষ্টুকামোঽভবন্নৃপঃ ॥ ৭২
স একস্যন্দনেনৈব একাকী চন্দ্রশেখরঃ ।
বিপুলং ধনুরাদায় সমার্গণগণং তদা ॥ ৭৩
তপোবনং পুণ্যময়ং বিষয়ান্তে ব্যবস্থিতম্ ।
আসসাদ দিদৃক্ষুঃ স তাতং বৃদ্ধং সমাতৃকম্ ॥ ৭৪
স গচ্ছন্ পিতুরভ্যাসং নৃপতিং চন্দ্রশেখরঃ ।
দদর্শ নমুচং নাম তপস্যন্তং মহামুনিম্ ॥ ৭৫
কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়েণ সংবীতং সূর্য্যসন্নিভম্ ।
উর্দ্ধগাভির্জটাভিশ্চ সংযুতং ধ্যানিনং কৃশম্ ॥ ৭৬

তৎপরে পৌষ্য রাজা, বলশালী সমস্ত রাজগুণসম্পন্ন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। ৬৭

পরম ধার্ম্মিক সেই রাজা, বৃদ্ধ-কালোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত ভার্য্যাগণ সহ বনে গমন করিলেন। ৬৮

পিতার বন গমনের পর চন্দ্রশেখর, অমাত্যগণের সহিত সমস্ত রাজ্য স্বীয় আয়ত্তাধীন করিলেন। ৬৯

সার্ব্বভৌম নৃপতিরূপে রাজবর্গের পূজিত হইলেন এবং অমরগণসেবিত দেবেন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। ৭০

পুণ্যশীল ত্র্যম্বক এইরূপে পৌষ্য-সুত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে দৃষদ্বতীনদী-তীরে করবীরনামক পুরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! অনন্তর একদা রাজার, বনবাসগত মাতা-পিতার দর্শনের নিমিত্ত অভিলাষ হইল। চন্দ্রশেখর একাকী এক-রথারূঢ় হইয়া, বাণ-সংযোজিত শরাসন গ্রহণ করিলেন। ৭২-৭৩

বৃদ্ধ পিতা-মাতার দর্শনাভিলাষে বিষয় বাসনার অবসানে ব্যবস্থিত পুণ্যময় তপোবনে গমন করিলেন। ৭৪

নৃপতি চন্দ্রশেখর, পিতার সমীপে গমন করিয়া তপস্যারত নমুচ নামক মহামুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৫

তাঁহার কলেবর, কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় দ্বারা সংবীত, সূর্য্যসদৃশ-প্রভাশীল ঊর্দ্ধগামী-জটাভারযুক্ত; তিনি কৃশ ও ধ্যান-নিরত। ৭৬

তপসা দ্যোতিততনুং নিশ্চলং কুশজাসনম্ ।
তং দৃষ্ট্বা দূরতো বীরো রথোপস্থাদবাতরৎ ॥ ৭৭
উপতস্থে চ বিপ্রেন্দ্রং বিনয়ানতকন্ধরঃ ।
প্রণমাম মুনিং তঞ্চ বাক্যমেতদুদীরয়ন্ ॥ ৭৮
পৌষ্যস্য তনয়ো ব্রহ্মন্ নাম্নাহং চন্দ্রশেখরঃ ।
প্রণমামি মহাভক্ত্যা ভবন্তং মুনিসত্তমম্ ॥ ৭৯
ইত্যুক্ত্বা প্রাঞ্জলিস্তস্থৌ মুনেস্তস্যাগ্রতো নৃপঃ ।
নমুচস্য মুখং বীক্ষ্য ভক্তিনম্রাত্মমানসঃ ॥ ৮০
পূর্ব্বমেব যদা রাজা প্রাবিশত্তপসে বনম্ ।
তদৈব সহভার্য্যাভিস্তং মুনিং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৮১
চিরমারাধ্য নমুচং পৌষ্যঃ পরমপণ্ডিতঃ ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং পুত্রার্থে সুনৃতাক্ষরৈঃ ॥ ৮২
বিষয়ান্তে তপঃ কুর্ব্বন্ মুনিশ্রেষ্ঠেহ তিষ্ঠসি ।
একন্তু প্রার্থয়ে ত্বত্তো যদি মাং দয়সে মুনে ॥ ৮৩
শিশুর্মে তনয়ো রাজা চন্দ্রশেখরসংজ্ঞকঃ ।
সহজেন্দুকলাযুক্তো বালভাবাচ্চ চঞ্চলঃ ॥ ৮৪
স চেত্তবন্তমাসাদ্য কদাচিদপরাধ্যতি ।
তদা ক্ষমিষ্যসি মুনে ময়ৈতৎ প্রার্থিতং ত্বয়ি ॥ ৮৫
পৌষ্যস্য বচনং শ্রুত্বা মুনিশ্চাঙ্গীচকার হ ।
দৃষ্ট্বা তত্তনয়ং বিপ্রঃ পৌষ্যবাক্যমথাস্মরৎ ॥ ৮৬

তাঁহার শরীর তপঃপ্রভাবে অত্যন্ত প্রদীপ্ত এবং নিশ্চল। তিনি কুশময় আসনে উপবিষ্ট ; রাজা রথ হইতে সেই মুনিকে দর্শন করিলেন। ৭৭

আদরের সহিত বিনয়াবনত মস্তকে মুনিকে কিঞ্চিৎ স্তুতিবাক্য বলিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করত এই কথা বলিলেন। ৭৮

হে ব্রহ্মন্! আমি পৌষ্যের পুত্র, আমার নাম—চন্দ্রশেখর ; আমি ভক্তি-পূর্ব্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৭৯

এই কথা বলিয়া নৃপতি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া মুনির মুখ দর্শন করত ভক্তি-নম্র-মস্তকে তাঁহার অগ্রস্থিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৮০

পরম পণ্ডিত পৌষ্যরাজ, তপস্যার জন্য যে সময়ে তপোবনে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ভার্য্যাগণসহ মুনিকে পূজা করেন। তাঁহাকে অনেক সময় আরাধনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ৮১-৮২

তিনি বলিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি বিষয়-ভোগান্তে তপস্যা করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন ; আমি একটী প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে দান করুন। ৮৩

হে মুনে। আমার পুত্র চন্দ্রশেখর রাজা হইয়াছে। সে শিশু—স্বাভাবিক ইন্দুকলাযুক্ত এবং বালভাববশতঃ চঞ্চল। ৮৪

অতএব যদি সে আপনার সমক্ষে কোন দিন অপরাধ করে, তবে আপনি তাহা ক্ষমা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। ৮৫

পৌষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনি তাহাই স্বীকার করিলেন। রাজ-তনয়কে দেখিয়া মুনি পৌষ্যবাক্য স্মরণ করিলেন। ৮৬

স্মৃত্বাগ্রতঃ স্থিতং নম্রং সুচিরং চন্দ্রশেখরম্ ।
ইদং প্রোবাচ স মুনি র্দয়াবান্নমুচাহ্বয়ঃ ॥ ৮৭
বিনয়েনাদ্য তুষ্টোঽস্মি ভবতঃ চন্দ্রশেখর ।
বরং বরয় দাস্যামি বাঞ্ছিতং মে মহত্তরম্ ॥ ৮৮
তস্য শ্রুত্বা ততো বাক্যং নৃপতিশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
পুনঃ প্রণম্য নমুচ-মিদমাহাতিসূনৃতম্ ॥ ৮৯
কায়েন মনসা বাচা যদত্যর্থং দ্বিজোত্তম ।
তৎ সর্ব্বং বিষয়ে মেঽস্তি ত্বাদৃশা যস্য দক্ষিণাঃ ॥ ৯০
মনোগতং মে দুষ্প্রাপং বাঞ্ছনীয়ং ন বিদ্যতে ।
তদেব বরণীয়ং মে যদ্দদাতি স্বয়ং ভবান্ ॥ ৯১

নমুচ উবাচ—

ত্বং সপ্তদশবর্ষাণাং প্রাপ্তে সংবৎসরে পরে ।
ভবিষ্যসি নৃপশ্রেষ্ঠ বররামাপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৯২
যথা গিরিসুতা শম্ভোর্যথা লক্ষ্মীর্গদাভৃতঃ ।
যথা সুরেশস্য শচী তথা তেঽপি ভবিষ্যতি ॥ ৯৩
ইত্যুক্ত্বা স মুনির্ভূপং নমুচস্তপসাং নিধিঃ ।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা স চাপি মুদিতো যযৌ ॥ ৯৪
স গত্বা পিতরং প্রাপ্য মাতৃশ্চ চন্দ্রশেখরঃ ।
অপূজয়দ্ যথার্হন্তু তৈরপ্যাশ্বাসিতঃ সুতঃ ॥ ৯৫
অথাগতো নৃপঃ স্বীয়াং করবীরপুরীং প্রতি ।
মুদিতঃ সচিবৈঃ সার্দ্ধং রেমে দেবেন্দ্রসন্নিভঃ ॥ ৯৬

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৭

স্মরণ করত দয়াশীল মুনি নম্রভাবে অগ্রস্থিত চন্দ্রশেখরকে এই কথা বলিলেন ;—হে চন্দ্রশেখর। তোমার বিনয়ে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি দান করিব। ৮৭-৮৮

রাজা চন্দ্রশেখর, তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া নমুচ মুনিকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৮৯

হে দ্বিজসত্তম। শরীর, মন ও বাক্যদ্বারা যাহা প্রার্থনা করিব, সে সমস্তই আমার বিষয়ে আছে এবং সমস্তই আমার অনুকূল। ৯০

আমার দুষ্প্রাপ্য মনোগত বিষয় বিদ্যমান দেখিতে পাই না ; অতএব আপনি যাহা স্বয়ং দান করিবেন, সেইটীই আমার পক্ষে বরণীয়। ৯১

নমুচ বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! বর্ত্তমান সময়ে তুমি সপ্তদশবর্ষীয় ; আর এক বৎসর অতীত হইলে উৎকৃষ্টা স্ত্রীর পতি হইয়া অত্যন্ত সুখী হইবে। ৯২

যেরূপ শম্ভুর গিরিসুতা, গদাধরের লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী ; তোমার পত্নী সেইরূপ হইবে। এই কথা বলিয়া তপোনিধি নমুচ রাজাকে বিদায় করিলেন, রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে গমন করিলেন। ৯৩-৯৪

চন্দ্রশেখর, পিতা মাতার নিকট গমন করিয়া যথাযোগ্য তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৯৫

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অবতীর্ণে মহাদেবে পৌষ্যজায়াসুখেচ্ছয়া।
মানুষেণ প্রমাণেন গতে সংবৎসরত্রয়ে ॥ ১
গিরিজাপি ককুৎস্থস্য রাজ্ঞো ভার্য্যাস্বজায়ত।
মেনকায়াং যথা পূর্ব্বং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ২
অথার্য্যাবর্ত্তবিষয়ে ব্রহ্মণ্যঃ শূরসত্তমঃ।
ইক্ষ্বাকুবংশজো রাজা ককুৎস্থো নাম ধার্ম্মিকঃ ॥ ৩
ভোগবত্যাহ্বয়ায়াং তু পুর্য্যাং রিপুনিষূদনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নো ভূপালগুণসংযুতঃ ॥ ৪
তস্য ভার্য্যা মহাভাগা ভর্গদেবস্য পুত্রিকা।
সা মনোন্মথিনী নাম্না পূজিতা পতিবল্লভা ॥ ৫
তস্যাঃ পুত্রশতং যজ্ঞে দেবগর্ভাভমচ্যুতম্।
বলবীর্য্যসমাযুক্তং ককুৎস্থনৃপসত্তমাৎ ॥ ৬
পুত্রী ন বিদ্যতে তস্যাস্তদর্থং সা গৃহান্তরে।
নিভৃতং স্থণ্ডিলং কৃত্বা চণ্ডিকাং সমপূজয়ৎ ॥ ৭

অনন্তর রাজা চন্দ্রশেখর স্বীয় করবীরপুরে গমন করিয়া সচিবগণের সহিত আনন্দিত হইয়া ইন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৯৬

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৭

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

চন্দ্রশেখরের বিবাহ

ঔর্ব্ব বলিলেন, মহাদেব পৌষ্যজায়াতে ইচ্ছাবশতঃ অবতীর্ণ হইলে এবং মনুষ্য-পরিমাণে দুই বৎসর অতীত হইলে, গিরিজা যেরূপ পূর্ব্বে মেনকার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ককুৎস্থ রাজার ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। ১-২

আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত ভোগবতী নামে নগরীতে ব্রহ্মণ্যানুষ্ঠান-রত মহাবীর্য্যশালী ককুৎস্থ নামে অতি ধার্ম্মিক অত্যন্ত রিপুনিষূদনকারী, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, সমস্ত রাজগুণ-যুক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন। ৩-৪

মহাভাগ্যশালিনী ভর্গদেবের তনয়া মনোন্মথিনী নামে তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন। ৫

ককুৎস্থ নৃপতি হইতে তাঁহার দেবগণের ন্যায় অচ্যুত বলবীর্য্যযুক্ত এক শত পুত্র জন্মিল; একটীও কন্যা প্রসূতা হইল না। ৬

সেইজন্য ককুৎস্থ-পত্নী গৃহান্তরে নিভৃত স্থানে চণ্ডিকাকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। ৭

পূজ্যমানা মহাদেবী চণ্ডিকা রাজভার্য্যয়া।
প্রসন্না সা ত্রিভির্বর্ষৈস্তাং স্বপ্নে চাব্রবীদিদম্ ॥ ৮
যোষিল্লক্ষণসম্পন্না সার্ব্বভৌমস্য ভামিনী।
নক্ষত্রমালয়া যুক্তা পুত্রী তব ভবিষ্যতি ॥ ৯
সাপি স্বপ্নে বরং প্রাপ্য মুদিতাভূন্নৃপাঙ্গনা।
পার্ব্বত্যপি স্বয়ং তস্যা গর্ভে কালে বিবেশ হ ॥ ১০
সা মনোন্মথিনী দেবী প্রবৃত্তে ভানুসঙ্গমে[১]।
গর্ভং দধৌ মহাসত্ত্বং চন্দ্রিকেবামৃতোৎকরম্ ॥ ১১
সম্পূর্ণে তু ততঃ কালে প্রাপ্তে নক্ষত্রমালিনীম্।
সা মনোন্মথিনী দেবী সুষুবে তনয়াং শুভাম্ ॥ ১২
তাং দৃষ্ট্বা হারসংযুক্তাং শরজ্জ্যোৎস্নোপমাং শুভাম্।
ককুৎস্থো ভার্য্যয়া সার্দ্ধমত্যর্থমুদিতোঽভবৎ ॥ ১৩
সহজেনাথ হারেণ ভূষিতা তু ককুৎস্থজা।
ববৃধে মন্দিরে তস্য বর্ষাস্বিব সুরাপগা ॥ ১৪
তেনৈব হারচিহ্নেন তস্যাস্তারাবতীতি বৈ।
নামাকরোৎ পিতা কালে যথোক্তে নৃপসত্তম ॥ ১৫
কালক্রমেণ সা বাল্যং ব্যতীতা বরবর্ণিনী।
মঞ্জুলং যৌবনোদ্ভেদং প্রাপ শ্রীরিব মাধবে ॥ ১৬
সা শ্রিয়া শ্রিয়মন্বেতি শৌচেনাথ সতী শুভা।
সুশীলাং শীলচরিতৈঃ স্বরূপেণ চ পার্ব্বতীম্ ॥ ১৭

মহাদেবী চণ্ডিকা পূজিত হইয়া তিন বৎসরের পর প্রসন্না হইলেন এবং স্বপ্নে ককুৎস্থপত্নীকে বলিলেন। ৮

স্ত্রীলক্ষণ-সম্পন্না সার্ব্বভৌম রাজার স্ত্রী এবং নক্ষত্রমালাযুক্তা তোমার একটী কন্যা হইবে। ৯

ককুৎস্থ-পত্নী স্বপ্নে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন; পার্ব্বতীও স্বয়ং কালক্রমে তাঁহার গর্ভে প্রবেশ করিলেন। ১০

দেবী মনোন্মথিনী ঋতুসঙ্গম বশতঃ অমৃতসমূহ চন্দ্রিকার ন্যায় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন গর্ভ ধারণ করিলেন। ১১

তাহার পর, কালপূর্ণ হইলে দেবী মনোন্মথিনী নক্ষত্রমালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। ১২

শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী এবং হার-সংযুক্তা, সেই নবপ্রসূতা তনয়াকে দেখিয়া ককুৎস্থ, ভার্য্যার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ১৩

সহজ হারে ভূষিতা ককুৎস্থতনয়া বর্ষাকালীন সুরনদীর ন্যায় ককুৎস্থের ভবনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ১৪

হে নৃপসত্তম। স্বাভাবিক হারচিহ্ন আছে বলিয়া পিতা উপযুক্ত কালে তাঁহার নাম তারাবতী রাখিলেন। ১৫

সেই বরবর্ণিনী কালক্রমে বাল্যভাব অতিক্রম করিয়া, মাধবের লক্ষ্মীর ন্যায় যৌবনের উদ্ভেদজনিত শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ১৬

১। ঋতুসঙ্গমে—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যাস্তু যৌবনোদ্ভেদং দৃষ্ট্বা রাজা সুতৈঃ সহ।
ককুৎস্থঃ কারয়ামাস সময়েঽথ স্বয়ংবরম্ ॥ ১৮
মাধবে মাসি সম্প্রাপ্তে চন্দ্রবৃদ্ধৌ শুভে দিনে।
স্বয়ংবরসভাঞ্চক্রে তারাবত্যাঃ পিতা সুতৈঃ ॥ ১৯
বার্ত্তিকাংস্তু বহূন্ রাজা বড়বাভিক্রমেণ বৈ[১]।
তূর্ণং প্রস্থাপয়ামাস নানাদেশনৃপান্ প্রতি ॥ ২০
তে রাজানস্তদা শ্রুত্বা বার্ত্তাং বৈ বার্ত্তিকাননাৎ।
তূর্ণমেব সমাজগ্মুস্তারাবত্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥ ২১
তং শ্রুত্বা পৌষ্যতনয়শ্চতুরঙ্গবলৈর্যুতঃ।
স্বয়ংবরং জগামাশু দিব্যালঙ্কারসংযুতঃ ॥ ২২
তত্র গত্বা নৃপশ্রেষ্ঠাঃ ককুৎস্থেন বিনির্ম্মিতে।
স্বয়ংবরসভামধ্যে যথযোগ্যমুপস্থিতাঃ ॥ ২৩
আসীনেষ্বথ ভূপেষু ককুৎস্থস্তনয়াং স্বকাম্।
শুভে মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে সভাং নেতুং মনোঽকরোৎ ॥ ২৪
এতস্মিন্নন্তরে রাজ্ঞঃ কুমারী বরবর্ণিনী।
বৃদ্ধাং ধাত্রীং নিজাং সম্যক্সম্পূর্ণজ্ঞানশালিনীম্ ॥ ২৫
স্বয়ংবরসভাং দ্রষ্টুং প্রাহিণোৎ সদসং প্রতি।
উবাচ চ তদা ধাত্রীং রাজপুত্রী সুমঙ্গলাম্ ॥ ২৬

তারাবতী, স্বীয় শোভার দ্বারা লক্ষ্মীর অনুকরণ করিলেন এবং শুদ্ধতায় সতীর অনুকরণ করিলেন, শীতলতায় সুশীলার ও চরিত্রদ্বারা পার্ব্বতীর অনুকরণ করিলেন। ১৭

রাজা ককুৎস্থ, তনয়ার যৌবনোদ্গম দর্শন করিয়া সুতগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহার স্বয়ংবর করাইলেন। ১৮

বৈশাখমাসের প্রারম্ভে বৃদ্ধচন্দ্রে শুভদিনে পিতা সুতগণের সহিত, তারাবতীর স্বয়ংবর সভা করিলেন। ১৯

নানাদেশীয় রাজবর্গের সমীপে স্বয়ংবর-বার্ত্তাবহ বহু দূত অশ্বপৃষ্ঠে শীঘ্র প্রেরণ করিলেন। ২০

রাজবর্গ দূতমুখে স্বয়ংবর-বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া শীঘ্র তারাবতীর স্বয়ংবর স্থলে সমবেত হইলেন। ২১

পৌষ্য-তনয় চন্দ্রশেখর-রাজা তাহা শ্রবণ করত চতুরঙ্গবলের সহিত দেবালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বয়ম্বর-স্থলে গমন করিলেন। ২২

নৃপশ্রেষ্ঠগণ ককুৎস্থ-নির্ম্মিত স্বয়ম্বর-সভা-বেদিকায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যাসনে উপবেশন করিল। ২৩

ককুৎস্থ নিজ তনয়াকে শুভলগ্নে শুভমুহূর্ত্তে সভায় উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। ২৪

ইহার মধ্যে বরবর্ণিনী রাজকুমারী, সম্পূর্ণ জ্ঞানশালিনী স্বীয় বৃদ্ধা ধাত্রীকে স্বয়ম্বর-সভা দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ২৫

সেই সময়ে মঙ্গলযুক্তা রাজনন্দিনী ধাত্রীকে বলিলেন, ধাত্রি! তুমি স্বয়ংবর-

---

১। বড়বাভিঃ ক্রমেলকৈঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

স্বয়ংবরসভাং গত্বা চারুরূপং সুলক্ষণম্ ।
নৃপং নিরূপ্য ভো ধাত্রি সমক্ষং মে নিবেদয় ॥ ২৭
ত্বং মাতর্মম কল্যাণং সৌভাগ্যমপি বাঞ্ছসি ।
যথা সৌভাগ্যদঃ স্বামী মম স্যাত্ত্বং তথা কুরু ॥ ২৮
এবং তাং প্রেষয়িত্বাথ ধাত্রীং নৃপতিপুত্রিকা ।
সা মনোন্মথিনী যত্র প্রারাধয়ত চণ্ডিকাম্ ।
তত্র প্রায়ান্ মহাভাগা শুভা তারাবতী তদা ॥ ২৯
তত্র গত্বা মহাদেবীং প্রণম্য কালিকাহ্বয়াম্ ॥ ৩০
মানুষেণাথ ভাবেন তাং জ্ঞাত্বাত্মানমাত্মনা ।
প্রণনাম মহাভক্ত্যা বাক্যঞ্চৈতদুবাচ হ ॥ ৩১
প্রণমামি মহামায়াং যোগনিদ্রাং জগন্ময়ীম্ ।
সা মে প্রসীদতাং গৌরী চণ্ডিকা ভক্তবৎসলা ॥ ৩২
যদি সত্যং জনন্যা মে মদর্থে ত্বং প্রপূজিতা ।
তেন সত্যেন সুভগঃ পতির্মম নৃপোত্তমঃ ॥ ৩৩
স্বয়ংবরেঽদ্য ভবতু প্রসীদ হরবল্লভে ॥ ৩৪
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডিকা হরমোহিনী ।
মোহয়ন্তী নৃপসুতাং যথাত্মানং ন বেত্তি চ ।
তথা প্রাহাদৃশ্যমূর্ত্তিরিদং সা সূনৃতং বচঃ ॥ ৩৫

দেব্যুবাচ—

পৌষ্যস্য তনয়ো যোঽসৌ নাম্নাভূচ্চন্দ্রশেখরঃ ।
স মনোহররূপস্তে প্রিয়ঃ স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ৩৬

সভাস্থলে গমন করিয়া, মনোহর-রূপ-সম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণশালী রাজাকে বিশেষ-রূপে নিরূপণ করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বল । ২৬-২৭

হে মাতঃ! তুমিই আমার কল্যাণ ও সৌভাগ্য বিশেষ বাঞ্ছা কর। অতএব যাহাতে আমি সৌভাগ্যশালী স্বামী পাইতে পারি, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন কর । ২৮

ধাত্রীকে প্রেরণ করিয়া নৃপতনয়া মনোন্মথিনী যেস্থানে চণ্ডীর আরাধনা করিয়াছেন, সেইস্থানে গমন করিলেন । ২৯

মহাভাগ্যশালিনী তারাবতী চণ্ডিকার মন্দিরে গমন করিয়া, দেবী কালি-কাকে প্রণাম করিলেন । ৩০

মনুষ্যভাবে আপনার প্রকৃষ্ট জ্ঞান না থাকাতে মহাভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করত তিনি এই কথা বলিলেন ;—মহামায়া জগন্ময়ী যোগনিদ্রাকে আমি প্রণাম করিতেছি, সেই ভক্তবৎসলা চণ্ডিকা আমার প্রতি প্রসন্না হউন । ৩১-৩২

যদি মাতা আমার জন্য সত্য আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যে অদ্য স্বয়ম্বরে আমার নৃপোত্তম সুভগ পতি হউক । ৩৩

হে হরবল্লভে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৩৪

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, হরমোহিনী চণ্ডিকা, যেরূপে আপনাকে না জানিতে পারে, তদ্রূপ নৃপসুতাকে মোহিত করিয়া অদৃশ্যভাবে এই মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন । ৩৫

তমিন্দুকলয়া শীর্ষে চিহ্নিতং নৃপসত্তমম্ ।
বরয়স্ব বরারোহে পার্ব্বতীব বৃষধ্বজম্ ॥ ৩৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু পার্ব্বতী নৃপপুত্রিকাম্ ।
সাপি নত্বা তথাদৃশ্যাং হর্ষোৎফুল্লবিলোচনা ।
জগাম মঙ্গলগৃহং জনন্যা যত্র বাসিতা ॥ ৩৮
অথাজগাম সা ধাত্রী নিরূপ্য সদৃশং পতিম্ ।
তারাবত্যাস্তদাচষ্ট রহস্যং নৃপসত্তম ॥ ৩৯
দৃষ্ট্বা তামগ্রতো ধাত্রীং প্রহৃষ্টাং নৃপতেঃ সুতা ।
পপ্রচ্ছ নিভৃতং কীদৃক্ কো বা দৃষ্টস্ত্বয়া নৃপঃ ॥ ৪০
সা প্রাহ ধাত্রী বচনাত্তব ভূপা বিলোকিতাঃ ।
চারুরূপাঃ কুলীনাশ্চ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ পারগাঃ ॥ ৪১
তেষামহং ন শক্নোমি প্রবক্তুং সুবহূন্ গুণান্ ।
যেষু মে রোচতে তাংস্তু কথয়ামি শুভপ্রভে ॥ ৪২
চারুরূপা ময়া তেষু চত্বারঃ পুরুষাঃ শুভে ।
দৃষ্টাস্তত্রাপি নাসত্যৌ দেবৌ দ্বাবপরৌ নরৌ ।। ৪৩
দেবয়োঃ কথনে কৃত্যং কিঞ্চিন্নাপি ন বিদ্যতে ।। ৪৪
যৌ পুনঃ পৃথিবীপালৌ তয়োরেকঃ সদারকঃ ।
নাম্না সর্ব্বাঙ্গকল্যাণোঽথাপরশ্চন্দ্রশেখরঃ ।। ৪৫

চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যতনয় মনোহররূপ সম্পন্ন ; সেই তোমার প্রিয় স্বামী হইবে । ৩৬

হে বরারোহে ! শিরঃস্থিত ইন্দুকলাচিহ্নিত সেই নৃপসত্তমকে, যেরূপে পার্ব্বতী বৃষধ্বজকে বরণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বরণ কর । ৩৭

পার্ব্বতী নৃপতনয়াকে এইকথা বলিয়া নীরব হইলেন ; নৃপতনয়াও অদৃশ্য-রূপা চণ্ডিকাকে প্রণাম করত হর্ষোৎফুল্ল লোচনে মাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মঙ্গলগৃহে গমন করিলেন । ৩৮

হে নৃপসত্তম ! অনন্তর ধাত্রী তারাবতীর সদৃশ পতি নিরূপণ করত গোপনীয় বিষয় বলিতে আগমন করিল । ৩৯

নৃপসুতা ধাত্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নিভৃতস্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—ধাত্রি ! তুমি কোন্ নৃপতিকে কিরূপ দেখিলে ? ৪০

সেই ধাত্রী বলিতে লাগিল,—তোমার সদৃশ বরের উপযুক্ত বহু রাজা আমি দেখিয়াছি ; তাঁহারা মনোহররূপসম্পন্ন, কুলীন ও সর্ব্বশাস্ত্র-পারদর্শী । ৪১

তাঁহাদের গুণ বর্ণনা করিতে আমি সক্ষম হইতেছি না ; সেই রাজবর্গের মধ্যে তাঁহাদিগের সকলকেই আমি ভাল বলি । ৪২

হে শুভপ্রদে ! তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি ;—সেই বহু-রাজার মধ্যে চারিটী পুরুষ আমি দেখিলাম, কিন্তু তাঁহার মধ্যে দুইটী অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অপর দুইটী মনুষ্য । ৪৩

সেই দেবদ্বয়ের কার্য্য বলিবার কোন দরকার নাই । সেই দুইটী ক্ষিতি-পালের মধ্যে সুলক্ষণ-সম্পন্ন একটি সপত্নীক, নাম সর্ব্বাঙ্গকল্যাণ, অপরটীর নাম চন্দ্রশেখর । ৪৪-৪৫

নাসত্যয়োরেতয়োস্তু বিশেষো নাস্তি কশ্চন ।
রূপে শরীরসৌভাগ্যে সর্ব্বে চাতিমনোহরাঃ ॥ ৪৬
নৃপৌ পুনর্মহাসত্ত্বৌ সিংহস্কন্ধৌ মহাভুজৌ ।
আরক্তপাণিনয়নমুখপাদকরোদ্ভবৌ ॥ ৪৭
পীনোরস্কৌ বিশালাক্ষৌ লগ্নভ্রূযুগলাবুভৌ ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণৌ দেবালঙ্কারমণ্ডিতৌ ॥ ৪৮
তয়োরপি বয়ঃস্থত্বাৎ প্রশস্তশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
সুশীলঃ সূনৃতবচাঃ শাস্ত্রে শস্ত্রে চ সম্মতঃ ॥ ৪৯
ঈষদুদ্ভিন্নরোম্না তু নীলেন চারু নির্ম্মলম্ ।
রাজতে বদনং তস্য লক্ষ্মণেব নিশাকরঃ ॥ ৫০
দীপ্তিমত্যাপি কলয়া রাজতে স নিশাপতেঃ ।
সহজেন শিরস্থেন সাক্ষাৎ স চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫১
স এব তে পতির্যোগ্যশ্চিহ্নেনানেন সুন্দরি ।
তং ত্বং বরয় রাজানং তব যোগ্যং শুভোদয়ম্ ॥ ৫২
ধাত্রাশ্চৈবং বচঃ শ্রুত্বা রাজপুত্রী জগাদ তাম্ ।
মৎপার্শ্বচারিণী ভূত্বা নিদেশয় নৃপোত্তমম্ ॥ ৫৩
ধাত্রি স্বয়ংবরসভা-প্রবেশসময়ে মম ।
তয়োরায়াত্তদা রাজা ত্বন্যোন্যং ভাষমাণয়োঃ ॥ ৫৪
সুতাং স্বয়ংবরসভাং নেতুং কালে শুভোদয়ে ।
স্বয়ং তদা ককুৎস্থস্তু সুতায়া মঙ্গলালয়ে ॥ ৫৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত তাহাদের বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। রূপে শরীরলাবণ্যে সকলেই অত্যন্ত মনোহর। ৪৬

তাহার মধ্যে সেই নৃপদ্বয় মহাসত্ত্ব-সম্পন্ন, সিংহস্কন্ধ ও মহাভুজ-বিশিষ্ট, তাঁহাদের নয়ন, মুখ, হস্ত ও পদ আরক্ত। ৪৭

বক্ষঃস্থল স্থূল, নয়নদ্বয় বিশাল, ভ্রূযুগল পরস্পর-সংযুক্ত; তাঁহারা সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন এবং দেবালঙ্কারে ভূষিত। ৪৮

তাঁহাদের মধ্যে বয়ঃস্থহেতু চন্দ্রশেখরই উপযুক্ত; তিনি সুশীল, সত্যবাদী, শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। ৪৯

তাঁহার ঈষদুদ্গত-রোমাবলী-বিরাজিত সুনির্ম্মল মনোহর বদন মৃগলাঞ্ছিত চন্দ্রের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। ৫০

তিনি শিরঃস্থিত প্রদীপ্ত চন্দ্রকলা দ্বারা সাক্ষাৎ চন্দ্রশেখরের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ৫১

হে সুন্দরি! তিনিই তোমার পতিপদে প্রতিষ্ঠার যোগ্য, অতএব শিরঃস্থিত চন্দ্রকলারূপ চিহ্ন দ্বারা লক্ষ্য করত তোমার যোগ্য সেই শুভোদয় রাজাকে তুমি বরণ কর। ৫২

রাজকুমারী, ধাত্রীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, ধাত্রি! সেই স্বয়ম্বর স্থলে গমন করত আমার পার্শ্বচারিণী হইয়া সেই রাজকুমারকে তোমায় দেখাইতে হইবে। ৫৩

এইরূপ ধাত্রী ও রাজকুমারী পরস্পর আলাপ করিতেছেন, এমন সময় রাজা স্বয়ম্বরস্থলে উপস্থিত করিবার জন্য তাহাদের সমীপে গমন করিলেন। ৫৪

আসাদ্য পুত্রীং দয়িতাং যোষিদ্ভিঃ কৃতমঙ্গলাম্ ॥
মাল্যং সুগন্ধিপুষ্পাণাং করেণাদায় তৎকরে।
দত্ত্বা চেদমুবাচাশু প্রাপয়ন্ মঙ্গলালয়াৎ ॥ ৫৬
প্রবিশ্য সমিতৌ মাতুর্মাল্যেনাস্যেন সত্তমম্।
যং ত্বমিচ্ছসি রাজানং দ্বিজং বা তং বরিষ্যসি ॥ ৫৭
এবমুক্ত্বা শিবিকয়া স্বাপ্তৈর্বৃদ্ধৈশ্চ পুরুষৈঃ।
প্রবেশয়ামাস সুতাং ককুৎস্থঃ সমিতিং মুদা ॥ ৫৮
তামাগতাং সভাং দৃষ্ট্বা শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাস্তদা।
অন্যে দিক্‌পতয়শ্চাপি সভাং তৎক্ষণমাগতাঃ ॥ ৫৯
সাবতীর্য্য তদাবাপ্য যানাত্তারাবতী মুদা।
ধাত্র্যা চানুগয়া যুক্তা ব্যচরৎ সদসোঽন্তরে ॥ ৬০
সভামধ্যে চিরং সা তু বিহৃত্য বরবর্ণিনী।
ভাবিত্বান্নিয়তের্যোগাচ্চণ্ডিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥ ৬১
তয়োঃ সমত্বাদেকত্বাদ্ধাত্র্যা বিবোধিতা।
গতিখেদজঘর্ম্মাম্ভঃ-কণিকানিচিতাননা ॥ ৬২
পতিং পূর্ব্বতরং পুত্রী রাজ্ঞস্তারাবতী সতী।
স্বয়ং সা পার্ব্বতী দেবী বব্রে চ চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৬৩
বৃতং দৃষ্ট্বা তদা তস্তু ব্রাহ্মণাঃ সামগীতিভিঃ।
তয়োর্বৈবাহিকঞ্চক্রুর্মঙ্গলং যতমানসাঃ ॥ ৬৪
বৈতালিকা গায়কাশ্চ তথা তৌর্য্যত্রিকা নৃপ।
প্রশংসন্তি স্ম গায়ন্তি বাদয়ন্তি চ কৌতুকাৎ ॥ ৬৫

সমস্ত পুরস্ত্রীগণ, মঙ্গলগৃহে তনয়ার বিবাহোচিত মঙ্গলাচরণ করিলে ককুৎস্থ স্বয়ং তাহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৫

গন্ধযুক্ত পুষ্প-মাল্য গ্রহণ করিয়া কন্যার করে অর্পণ করিলেন এবং ক্ষণ-কাল অবস্থান করত বলিলেন। ৫৬

মাতঃ! তুমি স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠ রাজা, কি ব্রাহ্মণ,—যিনি তোমার অভিলষিত হইবেন, তাঁহাকেই বরণ করিও। ৫৭

এই কথা বলিয়া ককুৎস্থ, রাজতনয়াকে সপ্ত-বৃদ্ধ-পুরুষ-বাহ্য শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া সভায় উপস্থিত করিলেন। ৫৮

রাজকুমারী সভায় আগমন করিয়াছেন দেখিয়া শক্রাদি দেবগণ ও দিক্-পালগণ সকলেই সেই সময় আগমন করিলেন। ৫৯

তারাবতী, শিবিকা হইতে অবতরণ করত ধাত্রীসহ সভামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ৬০

সভামধ্যে ক্ষণকাল বিচরণ করিয়া, ভাবি-নিয়তিবশতঃ চণ্ডিকার প্রসাদে এবং তাঁহাদের সমতা ও একতাহেতু ধাত্রীর নির্দ্দেশক্রমে—গমন-জন্য পরিশ্রম-বশতঃ উদ্গত ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা বিরাজিতবদনে ককুৎস্থরাজকুমারী তারাবতী স্বয়ং পার্ব্বতীর ন্যায় ভূতপূর্ব্ব পতি চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলেন। ৬১-৬৩

বরণ শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ সংযতচিত্তে সাম-গীতি দ্বারা তাঁহাদের বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ৬৪

সর্ব্বে চ ত্রিদশা মোদমবাপুশ্চন্দ্রশেখরে।
তারাবত্যা বৃতে চাথ ককুৎস্থোঽপ্যতিহর্ষিতঃ ॥ ৬৬
বৃত্তান্তং বীক্ষ্য যে ভূপাঃ সুবাহুপ্রমুখাঃ পরে।
রুষ্টাস্তান্ বারয়ামাস সমিতৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৭
ততো যাতেষু দেবেষু ত্রিদিবং প্রতি স্বেচ্ছয়া।
ভূপেষু চ প্রযাতেষু ককুৎস্থেনার্চ্চিতেষু চ ॥ ৬৮
বৈবাহিকেন বিধিনা স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৬৯
তারাবতীং তদা ভার্য্যাং ককুৎস্থানুমতে পুনঃ।
সংস্কৃত্য জ্ঞাপয়ামাস দেবেভ্যো বৈদিকৈর্মখৈঃ ॥ ৭০
পাণিগ্রহণসংস্কারান্ কৃত্বা তাং সহচারিণীম্।
করবীরপুরায়াশু প্রযযৌ চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৭১
দ্বাবিংশত্তু সহস্রাণি দাসীনাং প্রদদৌ পুনঃ।
ককুৎস্থাখ্যো বিট্‌পতয়ে তস্মিন্নুদ্বাহকর্ম্মণি ॥ ৭২
গবাং ষষ্টিসহস্রাণি সৌরভীণাং তথৈব চ।
দুহিত্রে প্রদদৌ দায়ং দাসান্ দাসীঃ প্রমাণতঃ ॥ ৭৩
অপরা যা নিজা পুত্রী ককুৎস্থাখ্যস্য ভূপতেঃ।
নাম্না চিত্রাঙ্গদা খ্যাতা রূপেণ্তারাবতীসমা ॥ ৭৪
দাসীনামধিপা ভূত্বা স্বয়ং চানুযযৌ তদা।
তারাবতীং ভূপসুতাং জ্যেষ্ঠাং স্বাং ভগিনীং শুভাম্ ॥ ৭৫
তান্ দাসান্ সুসমাদায় ককুৎস্থতনয়ো মহান্।
জ্যেষ্ঠা বিশ্বাবসুর্নাম গচ্ছন্তং চন্দ্রশেখরম্ ॥ ৭৬

হে নৃপ। তাহার পর বৈতালিকগণ প্রশংসা করিতে লাগিল, গায়কেরা সুমধুরতানে গান করিতে লাগিল, বাদকগণ একতান বাদ্য করিতে লাগিল। ৬৫

তারাবতী চন্দ্রশেখরকে বরণ করিলে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, ককুৎস্থও অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। ৬৬

সুবাহু প্রভৃতি ভূপতিগণ এইরূপ বরণ দর্শনে অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া উঠিলে চন্দ্রশেখর তাঁহাদিগকে সভাতেই নিবারণ করিলেন। ৬৭

তাহার পর দেবগণ ইচ্ছাবশতঃ ত্রিদশভবনে গমন করিলেন এবং ভূপতিগণ ককুৎস্থের অর্চ্চনা গ্রহণ করত স্বস্থানে গমন করিলেন। ৬৮

চন্দ্রশেখর ককুৎস্থের অনুমতিক্রমে বৈবাহিক বিধি অনুসারে ভার্য্যা তারাবতীকে পুনর্ব্বার সংস্কার করত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিবাহ-সংস্কার দেবতাদিগকে জ্ঞাপন করাইলেন। ৬৯-৭০

চন্দ্রশেখর তারাবতীকে সহচারিণী করিয়া শীঘ্র করবীরপুরে গমন করিবার উদ্‌যোগ করিলেন। ৭১

ককুৎস্থরাজা চন্দ্রশেখরকে বিবাহে অষ্টাবিংশতি সহস্র দাসী এবং ষষ্টি সহস্র সৌরভী গো দান করিলেন। রাজা দুহিতাকে পরিমাণমত দাস দাসী ধন প্রভৃতি দান করিলেন। ৭২-৭৩

ককুৎস্থের চিত্রাঙ্গদা নামে অপর তনয়া, রূপে তারাবতী-তুল্য। ৭৪

সে স্বয়ং দাসীগণের অধীশ্বরী হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী তারাবতীর সহিত গমন করিল। ৭৫

তারাবত্যা চ সহিতং স্যন্দনেনাশুগামিনা।
ধীমাননুযযৌ পশ্চাৎ করবীরপুরং প্রতি ॥ ৭৭
তারাবত্যা সমং রাজা পৌষ্যজশ্চন্দ্রশেখরঃ।
করবীরপুরে রম্যে রেমে নৃপতিশেখরঃ ॥ ৭৮
ইতি স্বয়ং মহাদেবো মানুষীং যোনিমাশ্রিতঃ।
পার্ব্বতী চ স্বয়ং জাতা নরযোনিমনিন্দিতা ॥ ৭৯
যথা ভৃঙ্গী মহাকাল এতয়োরভবৎ সুতঃ।
তথা ত্বং শৃণু রাজেন্দ্র কথয়ামি সমুদ্ভবম্ ॥ ৮০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণেঽষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৮

বিশ্বাবসু নামে ককুৎস্থরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বিবাহে প্রদত্ত ধনসমস্ত গ্রহণ করত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিলেন। ৭৬

তিনি তারাবতীসহ স্বীয় নগরাভিমুখে গমনোদ্যত চন্দ্রশেখরের করবীরপুর পর্য্যন্ত অনুগমন করিলেন। ৭৭

নৃপশ্রেষ্ঠ পৌষ্যতনয় চন্দ্রশেখর, রমণীয় করবীরপুরে তারাবতী সহ সুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ৭৮

এইরূপে মহাদেব স্বয়ং মানবযোনি আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং পার্ব্বতীও স্বয়ং এইরূপে মনুষ্য-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৭৯

হে রাজেন্দ্র! যেরূপে মহাকাল ও ভৃঙ্গী ইহাঁদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৮০

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৮

একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু ককুৎস্থতনয়া সতী।
বিধাতুমার্ত্তবং স্নানং যোষিদ্ভিঃ পরিবারিতা। ১
শীতামলজলাং হৃদ্যাং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্।
প্রভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশাং কলুষধ্বংসকোবিদাম্॥ ২
কৃতস্নানামনুত্তীর্ণামর্দ্ধমগ্নাং মহাসতীম্।
দদৃশে স্বর্ণগৌরাঙ্গীং কাপোতো মুনিসত্তমঃ॥ ৩
কাপোতং বপুরাস্থায় প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
বিচচার যতঃ পূর্ব্বং কাপোতস্তেন স স্মৃতঃ॥ ৪
তাং দৃষ্ট্বা হেমগর্ভাভাং চন্দ্রিকাং শারদীমিব।
কাপোতঃ কাময়ামাস কামবাণার্দ্দিতো ভৃশম্॥ ৫
কামাগ্নিপরিতপ্তঃ স ককুৎস্থতনয়াং মুনিঃ।
অভিগম্যাথ কল্যাণীমিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৬
কা ত্বং কস্যাসি বনিতা পুত্রী বা কস্য সুন্দরি।
কস্মাৎ সমাগতা বা ত্বমুপাংশু তটিনীজলম্॥ ৭
রূপং তে সৌম্যমাহ্লাদি পূর্ণচন্দ্রনিভং মুখম্।
তিলপুষ্পপ্রতীকাশং নাসিকাযুগলং তব॥ ৮

ঋষি-দর্শন

ঔর্ব্ব বলিলেন, অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে ককুৎস্থ-তনয়া, একদা ঋতু-স্নানের নিমিত্ত স্ত্রীগণসহ, শীতল মনোহর জলরাশি-পূরিত, প্রমৃষ্ট-অঞ্জন-সদৃশ শোভাসম্পন্না বিবিধ পাপরাশি-বিনাশিনী দৃষদ্বতী নামে নদীতে গমন করিলেন। ১-২

তৎপরে স্নানাদি সম্পাদন করিলে কাপোত নাম কোন এক ঋষি, অর্দ্ধোত্তীর্ণ অর্দ্ধজল-মগ্নাবস্থায় সেই স্বর্ণ-গৌরাঙ্গী সতী ককুৎস্থাত্মজাকে দর্শন করিলেন। ৩

তিনি প্রাণি-বধের আশঙ্কায় পূর্ব্বে কপোত শরীর ধারণ করত বিচরণ করিতেন, এইজন্য মুনির কাপোত নাম হইয়াছিল। ৪

কাপোত ঋষি, দেবীরূপা এবং শারদীয় চন্দ্রিকার ন্যায় মনোহারিণী তারাবতীকে দর্শন করিবামাত্র, কামার্দ্দিত হইয়া তাঁহার সম্ভোগাভিলাষ করিলেন। ৫

কামপীড়িত ঋষি, কল্যাণী ককুৎস্থ-তনয়ার নিকটে গমন করত এই কথা বলিলেন। ৬

হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার স্ত্রী? এবং কাহারই বা কন্যা? কি জন্যই বা এই নির্জ্জন তটিনীজলে আগমন করিয়াছ? ৭

তোমার রূপ মনোহর এবং আহ্লাদজনক, মুখ পূর্ণ-নিশাকরসদৃশ মনোহর, তোমার তিলপুষ্প-সদৃশ নাসিকা। ৮

বাতকম্পিতনীলাব্জসদৃশে লোচনে তব।
বাহূ মনোহরৌ বৃত্তৌ মৃণালমৃদুলায়তৌ।
ঊরূ গজকরপ্রখ্যৌ মধ্যং বেদিবিলগ্নকম্ ॥ ৯
ঈদৃশেন তু রূপেণ ন ত্বং মানুষভামিনী।
দেবী বা দানবী বা ত্বমপ্সরোগুণশালিনী ॥ ১০
অথবা ভাগ্যভোগায় শ্রীস্ত্বং নারীত্বমাগতা।
অপর্ণা বা শচী বা ত্বং তন্মে বদ মনোহরে ॥ ১১

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি বাক্যং মুনেঃ শ্রুত্বা জলাদুত্তীর্য্য ভামিনী।
প্রণম্য তং মুনিং নম্রা বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১২
অহং তারাবতী নাম্না ককুৎস্থস্য সুতা সতী।
চন্দ্রশেখরভূপস্য ভার্য্যাং জানীহি মাং মুনে ॥ ১৩
নাহং দেবী ন গন্ধর্ব্বী ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী।
মানুষ্যহং নৃপসুতা চারিত্রব্রতধারিণী ॥ ১৪

কাপোত উবাচ—

ত্বাং দৃষ্ট্বা মাং স্বয়ং কামঃ সঙ্গতঃ সঙ্গমায় তে।
পীড়িতশ্চাতি তেনাহং ত্বয়া শক্ত্যা সমক্ষয়া ॥ ১৫
স্মরসাগরকল্লোলপতিতং মাং নিরাকুলম্।
ত্বদূরুতরিণা ত্রাহি তূর্ণং ত্বং মৃদুভাষিণী ॥ ১৬
মত্তঃ পুত্রদ্বয়ং চারু রূপলক্ষণসংযুতম্।
ভবিষ্যতি মহাভাগে বলবীর্য্যযুতং মহৎ ॥ ১৭

বাতকম্পিত নীল পদ্মযুগলসদৃশ নয়নদ্বয়; বাহুযুগল মনোহর এবং সুগোল ও মৃণালতুল্য মৃদুল অথচ আয়ত, ঊরু করি-কর-সদৃশ, মধ্যদেশ বেদিবৎ কৃশ।৯

এইরূপ মনোহর রূপ দর্শনে তোমাকে দেবী কি দানবী কিংবা অপ্সরা বলিয়া বোধ হইতেছে। ১০

অথবা তুমি ভোগ্য বস্তুর ভোগে স্বয়ং লক্ষ্মীই স্ত্রীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছ; অয়ি মনোহারিণী! তুমি অপর্ণা কি শচী? তাহাই প্রকাশ্যরূপে বর্ণন কর। ১১

ঔর্ব্ব বলিলেন,—তারাবতী মুনির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত জল হইতে উত্তীর্ণ হইলেন এবং মুনিকে প্রণাম করত বলিলেন। ১২

মুনে! আমার নাম তারাবতী, আমি ককুৎস্থ-রাজার তনয়া, চন্দ্রশেখর-রাজার পত্নী। ১৩

আমাকে দেবী দানবী যক্ষী কি রাক্ষসী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না, আমি মানুষী নৃপাত্মজা, চারিত্রব্রত পরিপালন আমার কার্য্য। ১৪

কাপোত বলিলেন,—সুন্দরি! তোমাকে দর্শন করিয়া অবধি তোমার সম্ভোগের নিমিত্ত কাম আমাতে সংযত হইয়া আমাকে নিরন্তর পীড়া দিতেছে তাহার উপশমে তুমিই সক্ষমা। ১৫

হে মৃদুভাষিণি! নিরাকুল কাম-সাগর-কল্লোলে পতিত হইয়াছি, অতএব তোমার ঊরুরূপ তরণী দ্বারা শীঘ্র আমাকে পরিত্রাণ কর। ১৬

কাপোতস্য বচঃ শ্রুত্বা ভয়দুঃখসমাকুলা।
জগাদ গদ্গদং বাক্যং বাগ্মিন্যথ ককুৎস্থজা ॥ ১৮

তারাবত্যুবাচ—

বাক্যমন্যন্ময়া কার্য্যং ন কার্য্যমতিনিন্দিতম্।
তস্মান্মা বদ মামিত্থং প্রণম্য ত্বাং প্রসাদয়ে ॥ ১৯
তবাপি নৈতদ্ যোগ্যং স্যান্মুনেরিহ তপোধন।
তপঃক্ষয়করং গর্হ্যং সতীত্বভ্রংশকং মম ॥ ২০

কাপোত উবাচ—

তপোব্যয়ো বা চান্যদ্বা দূষণং তন্মমাস্ত্বিহ।
তথাপি ত্বামহং ত্যক্তুং নেচ্ছামি সুরতৌ শুভে।
অবশ্যং মম কামেভ্যস্ত্রাণং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২১
অন্যথা কামদগ্ধোঽহং ত্বয়া ত্যক্তো মনোহরে।
ভবতীঞ্চ করিষ্যামি শাপদগ্ধাং সবান্ধবাম্ ॥ ২২
ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবী তারাবতী তদা।
ঋষিশাপভয়াৎ সাধ্বী ন কিঞ্চিচ্চোত্তরং দদৌ।
সম্ভাষয়েঽহং স্বসখীরিহ তিষ্ঠ মহামুনে ॥ ২৩
এবমুক্ত্বা তদা দেবী দাসীনাং মধ্যমাগতা।
চিত্রাঙ্গদাং সমাহূয় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪

হে মহাভাগে! আমা হইতে তোমার সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন মহাবলশালী পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইবে। ১৭

মধুরভাষিণী ককুৎস্থাত্মজা কাপোতবাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় ও দুঃখে আকুলিতচিত্তে গদ্গদস্বরে বলিলেন। ১৮

তাদৃশ সাধু ব্যক্তির পত্নী হইয়া আমার এরূপ নিন্দিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে; অতএব আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না; প্রসন্নতার নিমিত্ত আপনি আমার প্রণামার্হ। ১৯

হে তপোধন! আপনি মুনি; অতএব মুনিজন-বিগর্হিত তপঃক্ষয়কর এবং আমার পাতিব্রত্য-নাশক এই অসদাচরণ আপনার অযোগ্য। ২০

কাপোত বলিলেন,—হে শুভে! আমার তপঃক্ষয় হউক অথবা দোষকর কার্য্যই হউক, তথাপি তোমাকে সুরতক্রীড়াতে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অতএব অবশ্য আমাকে কামপীড়া হইতে পরিত্রাণ করা তোমার কর্ত্তব্য। ২১

হে মনোহরে! তোমাকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় আমি কামানলে দগ্ধপ্রায় হইব এবং তোমাকে স-বান্ধবে শাপ দ্বারা দগ্ধ করিব। ২২

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধ্বী তারাবতী ঋষির শাপে ভীতা হইয়া কোন উত্তর প্রদান করিলেন না এবং বলিলেন, হে মহামুনে! আপনি কিঞ্চিৎ অবস্থান করুন, আমি সখীদিগকে বলি। ২৩

দেবী তারাবতী এই কথা বলিয়া দাসীদের মধ্যে গমন করত চিত্রাঙ্গদাকে এই কথা বলিলেন। ২৪

চিত্রাঙ্গদে মুনিরসৌ মাং বৈ কাময়তে ভৃশম্।
কিং করিষ্যে সতীভাবান্ন ভ্রষ্টা স্যামহং কথম্ ॥ ২৫
পতিং বন্ধূংশ্চ কাপোতঃ সদ্যঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ।
নাহং মুনিং কাময়ে চেৎ সংশয়ে পতিতা ত্বহম্ ॥ ২৬
ততশ্চিত্রাঙ্গদা প্রাহ মা ভৈস্ত্বং সত্যভাষিণি।
তত্রোপায়মহং বক্ষ্যে যৎ কৃত্বা ত্বং প্রমোক্ষ্যসে ॥ ২৭
ন জহাতি মুনিশ্চেত্ত্বাং দাসীমেকাং মনোহরাম্।
সুভূষণৈর্ভূষয়িত্বা মুনয়ে ত্বং নিযোজয় ॥ ২৮
কামাতুরো মুনির্মোহাৎ কৃপণো জ্ঞাস্যতে ন হি।
দাসীং ত্বদ্ভূষয়াচ্ছন্নাং জ্যোৎস্নাচ্ছন্নাং মৃগীমিব ॥ ২৯
এবং কুরু মহাভাগে মা ত্বং চিন্তাং গমঃ শুভে।
ত্বং চেৎ সতীতি নিয়তং ন জ্ঞাস্যতি তদা মুনেঃ ॥ ৩০
ততস্তারাবতী প্রাহ তাং রূপগুণশালিনীম্।
চিত্রাঙ্গদাং ভূপপুত্রীং শশ্বদ্বিনয়সূনৃতাম্ ॥ ৩১
ত্বমেব গচ্ছ ভগিনি কাপোতাখ্যমনিন্দিতে।
মদ্ভূষণৈর্ভূষয়িত্বা স্বশরীরং মনস্বিনি ॥ ৩২
অন্যাং প্রস্থাপিতাং বিপ্রঃ সম্বুধ্য ক্রোধবহ্নিনা।
ধক্ষ্যত্যবশ্যং সকুলাং মাং তস্মাদ্ গচ্ছ সুন্দরি ॥ ৩৩
ত্বং মৎসমা সর্ব্বগুণৈঃ সর্ব্বভূষণভূষিতা।
মুনিং সঙ্গময়স্বাদ্য রক্ষ মাং সকুলাং শুভে ॥ ৩৪

চিত্রাঙ্গদে! এই মুনি আমার সহিত অত্যন্ত সম্ভোগাভিলাষ করিতেছে, তাহাতে কি করি এবং কি উপায়ে বা সতীত্ব হইতে ভ্রষ্টা না হই। ২৫

কপোত, পতি ও বন্ধুবর্গকে নিশ্চয় শাপানলে দগ্ধ করিবে; আমি মুনিসহ সম্ভোগে ইচ্ছা করি না। ইহাতে খুব সংশয়ে পতিত হইয়াছি। ২৬

তাহার পর চিত্রাঙ্গদা বলিল, হে সত্যবাদিনি! তোমার কোন ভয় নাই, সে বিষয়ে আমি এক উপায় উদ্ভাবন করিতেছি, তাই অবলম্বন করিলে সেই পতিব্রত্য-নাশ অথবা মুনিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। ২৭

মুনি যদি তোমাকে পরিত্যাগ না করে, তুমি এক মনোহারিণী দাসীকে বিবিধভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনিসমীপে প্রেরণ কর। ২৮

মুনি, কামবশে মোহিত হইয়া জ্ঞানশূন্য-চিত্তে বিবিধ-ভূষণ দ্বারা প্রচ্ছন্ন-ভাববিশিষ্টা দাসীকে চন্দ্রস্থিত জ্যোৎস্নার দ্বারা আচ্ছাদিতা মৃগীর ন্যায়, কিছুতেই জানিতে সক্ষম হইবেন না। ২৯

হে সুভগে! তুমি এইরূপ কর, চিন্তা করিও না; মুনি,—তুমিই যে সেই সতী, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিবে না। ৩০

তাহার পর, তারাবতী, রূপগুণ-শালিনী নম্রা মিষ্টভাষিনী ভূপাত্মজা চিত্রাঙ্গদাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, ভগিনি! আমার বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিতা হইয়া তুমি কপোত- মুনির নিকট গমন কর। ৩১-৩২

হে সুন্দরি! অন্য কাহাকে প্রেরণ করিলে মুনি জানিতে পারিলে ক্রোধানলে আমাকে বন্ধুবর্গসহ ভস্মীভূত করিবে, তবে তুমিই গমন কর। ৩৩

ততস্তস্যা বচঃ শ্রুত্বা বিনয়ঞ্চ সকাতরম্ ।
তুষ্ণীং ভূত্বা ক্ষণং তস্থৌ নাতিহৃষ্টমনা ইব ॥ ৩৫
জগাদ চ মহাভাগাং চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থজাম্ ।
করিষ্যে বচনং তেঽদ্য সময়ে মাং স্মরিষ্যসি ॥ ৩৬
মদর্থে পিতরঞ্চেমং ভূপঞ্চ চন্দ্রশেখরম্ ।
আশ্বাসয়িষ্যতি তথা সমস্তাংশ্চ সখীগণান্ ॥ ৩৭
এবমুক্ত্বা ভূষণানি তারাবত্যাঃ পিধায় সা ।
চিত্রাঙ্গদা জগামাশু মুনেঃ কামোৎসবায় চ ॥ ৩৮
তারাবতী তদা দীনা বস্ত্রালঙ্কারবর্জ্জিতা ।
দাসীমধ্যগতা ভূত্বা তামেবানুযযৌ প্রিয়াম্ ॥ ৩৯
তামায়ান্তীং ততো দৃষ্ট্বা কপোতঃ কামমোহিতঃ ।
মুনীনাং পরজায়াসু সস্মার সঙ্গমং তদা ॥ ৪০
প্রম্লোচা কামিতা পূর্ব্বং বতণ্ডস্য সুতেন বৈ ।
যথা বা কামিতা পদ্মা ভরদ্বাজেন ধীমতা ॥ ৪১
তথাহং কাময়িষ্যামি সাম্প্রতং বরবর্ণিনীম্ ।
পশ্চাত্তপোবলাৎ তদ্বজ্জায়াপাপাদ্ বিমোক্ষয়ে ॥ ৪২
ইতি চিন্তয়তস্তস্য তদা চিত্রাঙ্গদা শুভা ।
সমেত্য তং মুনিং লজ্জাযুক্তা চৈষাহ কিঞ্চন ॥ ৪৩
তামাসাদ্য মহাভাগঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ ।
শৃঙ্গারবেষভাবায় মদনং মনসাস্মরৎ ॥ ৪৪

তুমি রূপ ও গুণে আমার সমান; অতএব আমার ভূষণাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া, মুনিসহ সম্ভোগ করত বন্ধুবর্গসহ আমাকে মুনিশাপ হইতে পরিত্রাণ কর। ৩৪

তৎপরে তারাবতীর বাক্য শ্রবণ করত চিত্রাঙ্গদা বিনয় ও কাতরতার সহিত কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং কিছু বিমর্ষভাবে নৃপাত্মজা তারাবতীকে বলিলেন, আমার জন্য পিতাকে এবং ভূপতি চন্দ্রশেখরকে আশ্বাস প্রদান করিবে; আমার আত্মীয়া সখীগণকেও আশ্বাসবাক্য বলিও। ৩৫-৩৭

চিত্রাঙ্গদা এই কথা বলিয়া তারাবতীর ভূষণাদি অঙ্গে পরিধান করত কামোৎসবের নিমিত্ত শীঘ্র মুনিসমীপে গমন করিলেন। ৩৮

তারাবতী বস্ত্রালঙ্কারাদি-বিযোজিতা হইয়া, দাসীগণের মধ্যে চিত্রাঙ্গদার অনুগমন করিলেন। ৩৯

চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কপোত, কাম মুগ্ধচিত্তে মুনিদিগের পরস্ত্রী-সম্ভোগ স্মরণ করিতে লাগিলেন। ৪০

পূর্ব্বে উতথ্যপুত্র গোতম প্রম্লোচার সম্ভোগাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং ধীসম্পন্ন ভরদ্বাজ মুনি পদ্মাকে সম্ভোগের নিমিত্ত কামনা করিয়াছিলেন। ৪১

সেইরূপ আমিও আগতা এই বরবর্ণিনী-সহ সম্ভোগক্রীড়া সম্পাদন করিব, তাহার পর তপোবলে সঞ্জাত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব। ৪২

চিত্রাঙ্গদা এইরূপ চিন্তামগ্ন ঋষিসমীপে গমন করিয়া কিছু লজ্জিতা হইলেন। ৪৩

স্মৃতমাত্রোঽথ মদনঃ স্বয়মেত্য মহামুনিম্ ।
গন্ধমাল্যৈঃ সুবাসোভিরধ্যবাসাতিহর্ষিতঃ ॥ ৪৫
তেনাধিবাসিতো বিপ্রঃ কপোতশ্চারুরূপধৃক্ ।
জজ্বাল তেজসা চাপি দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৬
মনোহরং তথা দৃষ্ট্বা কাপোতং মদনোপমম্ ।
তারাবতীমৃতে সর্ব্বাঃ সকামাশ্চাভবন্ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৭
তারাবতী মুনিং দৃষ্ট্বা সুন্দরং মদনোপমম্ ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা মুনিং কামমমন্যত ॥ ৪৮
অথ চিত্রাঙ্গদাং বিপ্রঃ কামুকঃ কামসঙ্গমে ।
তদা নিয়োজয়ামাস সুপ্রীতশ্চাভবৎ ক্ষণাৎ ॥ ৪৯
ততস্তস্যাং সমুৎপন্নং সদ্যোজাতং সুতদ্বয়ম্ ।
দেবগর্ভোপমং দীপ্তজ্বলনার্কসমপ্রভম্ ॥ ৫০
জাতে সুতদ্বয়ে তাং তু মুনিঃ সংসৃজ্য পাণিনা ।
নিনায় পূর্ব্ববদ্ভাবং বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫১
মৎসঙ্গমে কিয়ৎকালং প্রিয়ে তিষ্ঠ শুভাননে ।
মমেচ্ছয়া যাস্যসি ত্বং ভয়ং তে নাস্তি রাজতঃ ॥ ৫২
এবমস্ত্বিতি সা প্রাহ ঋষিং শাপভয়াৎ সতী ।
ততো বিসর্জ্জয়ামাস মুনিরন্যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৫৩

মহাভাগ মুনিসত্তম কপোত, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্গারোচিত বেশ-ভাবাদির জন্য মদনকে স্মরণ করিলেন। ৪৪

স্মরণমাত্র মদন স্বয়ং মুনিসমীপে উপস্থিত হইলে বিপ্র কপোত, গন্ধ মাল্য ও উৎকৃষ্ট বসনাদিদ্বারা ভূষিত হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত স্মিতযুক্ত হইলেন। ৪৫

বিপুল তেজঃপুঞ্জের প্রখরতাবশতঃ মুনি দ্বিতীয় প্রভাকরের সদৃশ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ৪৬

ঋষিবরের সেই মদনসদৃশ রূপরাশি দর্শন করিয়া তারাবতী ভিন্ন সমস্ত স্ত্রীগণের সুরতাভিলাষ হইল। ৪৭

তারাবতী, মুনিকে মদনতুল্য মনোহর দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত মুনিকে কাম বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। ৪৮

অনন্তর মুনি চিত্রাঙ্গদাকে দর্শন করিয়া কামব্যাকুলচিত্তে তাহার সঙ্গমসুখে রত হইলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। ৪৯

সঙ্গমাবসানে সদ্যঃপ্রসূত পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইল; তাহারা দেবতুল্য এবং প্রদীপ্তপাবক ও ভাস্কর সদৃশ প্রভাশালী। ৫০

পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হইলে মুনি, চিত্রাঙ্গদাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিলেন এবং বলিলেন, প্রিয়ে! আমার আশ্রয়ে ক্ষণকাল অবস্থান কর, তাহার পর আমার ইচ্ছানুসারে গমন করিবে; তুমি রাজাকে কোন ভয় করিও না। ৫১-৫২

সতী চিত্রাঙ্গদা, মুনিশাপে ভীতা হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে। তাহার পর মুনি অন্য স্ত্রীগণকে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। ৫৩

ততস্তারাবতী দেবী দাসীভিঃ পরিবারিতা।
ভগিনীমনুশোচন্তী জগাম ভবনং নিজম্ ॥ ৫৪
গত্বা তৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং কপোকৃতমদ্ভুতম্।
ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপায়াশু শশংসাথ ককুৎস্থজা ॥ ৫৫
স শ্রুত্বা নৃপশার্দ্দূলঃ ক্ষণমাত্রং বিচিন্ত্য চ।
চিত্রাঙ্গদায়াঃ সাহায্যং কাপোতানুমতেঽকরোৎ ॥ ৫৬
কপোতোঽপি তদা তস্যাং জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ।
যথোক্তেনাথ বিধিনা সংস্কারমকরোত্তদা ॥ ৫৭

সাগর উবাচ—

চিত্রাঙ্গদা কথং পুত্রী ককুৎস্থস্যাভবত্তদা।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব দ্বিজোত্তম ॥ ৫৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

একদা তু ককুৎস্থোঽসৌ হিমবন্তং মহাগিরিম্।
মৃগয়ায়ৈ জগামাথ মৃগাশ্চাপি নিপাতিতাঃ ॥ ৫৯
লম্বন্তীং সুরলোকাত্তু ভূমিং প্রতি তদোর্ব্বশীম্।
বিশ্রামায়োপবিষ্টস্তু সানৌ বেশ্যাং দদর্শ হ ॥ ৬০
তামাসাদ্য মহারাজঃ কামবাণ-প্রপীড়িতঃ।
অবতীর্ণাং গিরৌ শশ্বদঙ্গসঙ্গমযাচত ॥ ৬১
সা জ্ঞাত্বা নৃপশার্দ্দূলং ককুৎস্থং শক্রসন্নিভম্।
উর্ব্বশী রময়ামাস গিরিকুঞ্জে যথেপ্সিতম্ ॥ ৬২

মুনির আদেশক্রমে তারাবতী দাসীগণসহ ভগিনীর বিষয় শোকচিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৫৪

স্বভবনে উপস্থিত হইয়া ককুৎস্থ-তনয়া কপোত-চরিত সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত ব্রহ্মাবর্ত্তাধিপতি চন্দ্রশেখরকে বলিলেন। ৫৫

নৃপশ্রেষ্ঠ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কাপোতের অনুমতি-ক্রমে চিত্রাঙ্গদার সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫৬

কপোতও সেই নবজাত সুতদ্বয়ের যথোক্ত বিধি অনুসারে সংস্কার করিলেন। ৫৭

সগর বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম! চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থ-রাজের তনয়া হইলেন কিরূপে? তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি বিশদরূপে বর্ণন করুন। ৫৮

ঔর্ব্ব বলিলেন, একদা ককুৎস্থ, হিমালয়ে ভ্রমণের নিমিত্ত গমন করিয়া বহুতর মৃগ নিপাত করত বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন। ৫৯

এমন সময়ে স্বর্ব্বেশ্যা উর্ব্বশীকে সুরলোক হইতে ভূমিতে অবতরণ করিতে দেখিতে লাগিলেন। ৬০

উর্ব্বশী অবতরণ করিলে ককুৎস্থ-রাজা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া কামবাণ-পীড়িতান্তঃকরণে সেই গিরিসানুতে পুনঃপুনঃ সঙ্গমপ্রার্থনা করিলেন। ৬১

উর্ব্বশী, নৃপশ্রেষ্ঠ ককুৎস্থকে শক্রসদৃশ জানিয়া তাঁহার সহিত গিরিকুঞ্জে ঈপ্সিতরূপ সুরত ক্রীড়া সম্পাদন করিলেন। ৬২

ততো রাজ্ঞঃ ককুৎস্থস্য স্বর্বেশ্যায়াং তদা সুতা।
অভবন্ নৃপশার্দ্দূলাৎ সদ্যোজাতা মনোহরা ॥ ৬৩
অথ কামেন সন্তুষ্টং ককুৎস্থং সা তদোর্ব্বশী।
যথেষ্টদেশং বিজ্ঞাপ্য গন্তুমৈচ্ছদনিন্দিতা ॥ ৬৪
তামাহ রাজা তনয়াং পরিত্যজ্য কথং শুভে।
গন্তুমিচ্ছসি চার্ব্বঙ্গি সুতামেনাস্তু পালয় ॥ ৬৫
সা প্রাহাহং স্বর্গণিকা ময়ি কস্য ন চাভবৎ।
তনয়স্তনয়া বাপি সদ্যোজাতা নৃপাত্মজা ॥ ৬৬
স্বতেজসা শরীরস্য বিকারো মে ন বিদ্যতে।
সুতাশ্চাপি ন পাল্যন্তে বেশ্যাভাবাৎ স্বভাবতঃ ॥ ৬৭
দয়াস্তি যদি তে পুত্র্যাং নীত্বৈনাং বর্দ্ধয় স্বয়ম্।
গন্তুং মামনুজনীহি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৬৮
ইত্যুক্ত্বা সা জগামাশু যথেষ্টং সোর্ব্বশী নৃপঃ।
পুত্রীং তাং সমুপাদায় নগরং স্বং বিবেশ হ ॥ ৬৯
তস্যাশ্চিত্রাঙ্গদা নাম স চকার নৃপঃ স্বয়ম্।
মনোন্মথিন্যৈ চাদাত্তাং ভার্য্যায়ৈ পুত্রিকাং শুভাম্।
ইদঞ্চ বচনং দেবীং তদা প্রাহ নৃপোত্তমঃ ॥ ৭০
দেবি পুত্রী মমেয়ং ত্বমেনাং পালয় সদ্গুণাম্।
ময়ানীতাং শৈলজাতাং মা হেলাং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৭১

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! তৎপরে ককুৎস্থ রাজা উর্ব্বশীর গর্ভে মনোহররূপ সম্পন্না এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিল। ৬৩

অনন্তর উর্ব্বশী রাজাকে কাম-ব্যাপারে সন্তোষ করত রাজাকে গমনের অভিমতস্থান বলিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। ৬৪

রাজা তাঁহাকে বলিলেন, হে শুভে! তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? আমার এই তনয়া তুমিই প্রতিপালন কর। ৬৫

স্বর্ব্বেশ্যা রাজাকে বলিল,—হে নৃপোত্তম! আমার গর্ভে কাহার তনয় ও তনয়া জন্মগ্রহণ না করে। ৬৬

পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করিলে আমার শরীরে কোন বিকৃতভাব হয় না এবং বেশ্যা ভাববশতঃ প্রসূত পুত্র-কন্যাকেও প্রতিপালন করি না, এই আমাদের স্বভাব। ৬৭

যদি আপনার কন্যার প্রতি দয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে লইয়া আপনি প্রতিপালন করুন, আমি আপনাকে সত্য বলিলাম—আমাকে গমন করিতে অনুমতি করুন। ৬৮

হে নৃপ! এই কথা বলিয়া উর্ব্বশী অভিলষিত স্থানে গমন করিল; রাজা তনয়াকে গ্রহণ করত নিজ ভবনে গমন করিলেন। ৬৯

তাহার পর রাজা স্বয়ং তনয়ার নাম রাখিলেন চিত্রাঙ্গদা এবং স্বীয় ভার্য্যা মনোন্মথিনীকে সেই তনয়া প্রদান করিয়া নৃপসত্তম এই কথা বলিলেন। ৭০

দেবি! এই সদ্গুণসম্পন্না আমার কন্যা, ইহাকে তুমি প্রতিপালন কর, ইহার পর্ব্বতে জন্ম হইয়াছে, ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না। ৭১

ইত্যুক্ত্বা রাজপুত্রী সা পালনে চাকরোন্মতিম্ ।
ভর্ত্তুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নান্যৎ কিঞ্চিদুবাচ হ ॥ ৭২
সা চৈকদা বাল্যভাবাদষ্টাবক্রং মহামুনিম্ ।
ব্রজন্তং জিহ্মমেবাশু জহাসোপজহাস চ ॥ ৭৩ ॥ ৭৩
স চকোপ মুনিস্তস্যৈ শাপং পরমদারুণম্ ।
দদৌ দাসী স্ববংশস্য ভবিতেতি ককুৎস্থজে ॥ ৭৪
দাসী ভূত্বা স্ববংশস্য হ্যনূঢ়ৈব সুতদ্বয়ম্ ।
জনয়িষ্যসি পাপিষ্ঠে ততো ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ৭৫
এবং ককুৎস্থতনয়া জাতা চিত্রাঙ্গদা নৃপ ।
দাসী চ ভূতা সা তেন তারাবত্যা নিবাসিতা ॥ ৭৬
অনূঢ়াপ্যলভৎ পুত্রযুগ্মং মুনিবরাচ্ছুভাৎ ॥ ৭৭
তৌ চ পুত্রৌ মহাভাগৌ মহাকার্য্যং করিষ্যতঃ ॥ ৭৮
ইতি তে কথিতং রাজন্ যথাচিত্রাঙ্গদাঽভবৎ ।
ককুৎস্থস্য সুতা সাধ্বী প্রস্তুতং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে একোনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৯

এই কথা বলিলে রাজ-মহিষী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং অন্য প্রত্যুত্তর করিলেন না। ৭২

চিত্রাঙ্গদা একদিন বাল্যভাববশতঃ মহামুনি অষ্টাবক্রকে কুটিল গতিতে গমন করিতে দেখিয়া হাস্যপূর্ব্বক উপহাস করিলেন। ৭৩

সেই মুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীষণ শাপ দিলেন। ৭৪

চপলে! ককুৎস্থনন্দিনি। তুমি দাসীর ঈশ্বরী হইয়া অনূঢ়াবস্থায় পুত্রদ্বয় প্রসব করিবে। তাহার পর দাসীত্ব হইতে মুক্ত হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারিবে। ৭৫

হে নৃপ! এইরূপে ককুৎস্থাত্মজা চিত্রাঙ্গদার জন্ম হয় এবং পিতা তাহাকে তারাবতীর দাসীর ঈশ্বরী করিয়া দিলেন। ৭৬

অনূঢ়াবস্থায় মুনিবর হইতে পুত্রদ্বয় লাভ করিল। ৭৭

সেই পুত্রদ্বয় মহাভাগ্যশালী হইয়া মহৎকার্য্যানুষ্ঠান করিবে। ৭৮

হে রাজন্। যেরূপে ককুৎস্থাত্মজা সাধ্বী চিত্রাঙ্গদার জন্ম হইয়াছে; আপনাকে সমস্তই বলিলাম, সম্প্রতি প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন। ৭৯

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪৯

পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ—

অথ কালে ব্যতীতে তু পুনস্তারাবতী শুভা।
আর্ত্তবং বিহিতং স্নানং নদীং প্রাপ্তা দৃষদ্বতীম্ ॥ ১
দাসীসহস্রৈঃ সংযুক্তা নানালঙ্কারমণ্ডিতা।
রম্ভাদিভির্যথেন্দ্রাণী তথা সা প্রত্যদৃশ্যত ॥ ২
সাবতীর্ণা জলে দেবী গৌরাঙ্গী তড়িদুজ্জ্বলা।
নদীমুজ্জ্বলয়ামাস তিন্নাঞ্জনসমাস্তসম্ ॥ ৩
স্থলীং কাচময়ীং স্বচ্ছাং কাঞ্চনী প্রতিমা যথা।
স্বভাসা জ্বলয়ামাস প্রতিবিম্বেন সা তথা ॥ ৪
অথ তাং পুনরেবাথ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
আনাভিমগ্নাং তোয়ৌঘৈর্দদৃশে সুমনোহরাম্ ॥ ৫
দৃষ্ট্বা তামথ পপ্রচ্ছ তদা চিত্রাঙ্গদাং মুনিঃ।
কেয়ং জলে দৃষদ্বত্যামবতীর্ণা সখীশতৈঃ ॥ ৬
শ্রিয়া জ্বলন্তী শ্রীতুল্যা কিমপর্ণা গিরেঃ সুতা।
অতীব ভ্রাজতে রূপৈর্ন সংস্তৌষি চ তাং কিমু ॥ ৭
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা মুনেশ্চিত্রাঙ্গদা তদা।
ঋষিশাপভয়াৎ সাধ্বী সংস্তৌমীতি তদাব্রবীৎ ॥ ৮
ইয়ং তারাবতী নাম ককুৎস্থস্য সুতা সতী।
চন্দ্রশেখরভূপাল-ভার্য্যাতিদয়িতা শুভা ॥ ৯

নারদের উপদেশে চন্দ্রশেখরের আত্ম-সাক্ষাৎকার

ঔর্ব্ব কহিলেন,—কিছুকালের পর আবার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা তারাবতী, রম্ভাদি দিব্য বারাঙ্গনাপরিবৃত ইন্দ্রাণীর ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্ন শতাধিক পরিচারিকার সহিত ঋতুস্নান করিবার নিমিত্ত দৃষদ্বতী নদীতে গমন করিলেন। ১-২

এই নদীর জলরাশি—অতিশয় শীতল, নির্ম্মল এবং সম্যক্ নীলবর্ণ; বিদ্যু-তাকৃতি গৌরাঙ্গী দেবী তারাবতী যে সময় সেই নদীর জলে নামিলেন। ৩

হিরণ্ময়ী প্রতিমা, প্রতিবিম্বের দ্বারা কাচময় স্থানকে যেরূপ উদ্ভাসিত করে, সেইরূপ তিনিও স্বীয় অঙ্গপ্রভায় দিক্ সকল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৪

এই সময় কাপোত মুনি, জলনিমগ্না চারুরূপা তারাবতীকে দেখিলেন। ৫

তৎকালে চিত্রাঙ্গদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, (চিত্রাঙ্গদে!) যিনি এই দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করিতেছেন, ইনি কে? ৬

ইঁহার সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়া বোধ হয়; ইনি কি পর্ব্বতরাজপুত্রী অপর্ণা? যেহেতু ইনি স্বর্গীয় জ্যোতিতে সর্ব্বদা পরি-পূর্ণ, তুমি কেন ইঁহার প্রশংসা করিতেছ না। ৭

তখন পতিব্রতা চিত্রাঙ্গদা ঋষির এই সকল কথা শুনিয়া, পাছে ঋষি শাপ-প্রদান করেন; এই ভয়ে প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। ৮

এষা ত্বয়া কামিতা তু কামার্থং পূর্ব্বতো মুনে।
স্বালঙ্কারৈরলঙ্কৃত্য মাং দত্ত্বা তে গৃহং গতা ॥ ১০
সেয়ং পুনর্নদীং স্নাতুং ভগিনী মে সমাগতা।
জ্যেষ্ঠাং তাঞ্চ মুনে বক্তুং ন তে কিঞ্চিচ্চ যুজ্যতে ॥ ১১
ত্বমত্র তিষ্ঠ বিপ্রেন্দ্র জ্যেষ্ঠাং তাং ভগিনীং প্রিয়াম্।
সমাভাষ্য সমেষ্যে ত্বামনুজ্ঞানাসি চেদ্ গতৌ ॥ ১২
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যা মুনিঃ স্নেহেন বঞ্চনাম্।
তারাবত্যা কৃতাং পূর্ব্বং মুনিস্তস্মৈ চুকোপ হ[১] ॥ ১৩
ইয়ং পাপীয়সী রামা বঞ্চনামকরোন্ময়ি।
তস্যাঃ সঙ্কালনঞ্চাহং করিষ্যামদ্য নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
ইত্যুক্ত্বা স তয়া সার্দ্ধং মুনিশ্চিত্রাঙ্গদাখ্যয়া।
জগাম যত্র সা দেবী স্থিতা তারাবতী শুভা ॥ ১৫
গত্বা তাং তু সমাসাদ্য কাপোতো মুনিসত্তমঃ।
ইদং তারাবতীং প্রাহ কুপিতঃ প্রহসন্নিব ॥ ১৬
কামার্থং প্রার্থিতা পূর্ব্বং ত্বং ময়া চ্ছদ্মনা ত্বয়া।
বঞ্চিতোঽস্মি দুরাধর্ষে ফলং তস্য সমাপ্নুহি ॥ ১৭
মমাপি পুরতঃ পাপে ত্বং সতীতি বিকত্থসে।
সতীত্বভ্রংশকং মাং ত্বং নৈব কামিতবত্যসি ॥ ১৮

হে মুনিসত্তম! ইনি ককুৎস্থের কন্যা, ইঁহার নাম তারাবতী, এই দেবী চন্দ্রশেখর নামক ভূপতির প্রিয়ভার্য্যা। ৯

পূর্ব্বে আপনি এই সুন্দরী রমণীর প্রতি বিশেষ অনুরাগী হইয়াছিলেন, কিন্তু ইনি আমাকেই নিজের নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া আপনার শ্রীচরণে অর্পণপূর্ব্বক গৃহে গমন করেন। ১০

ইনি আমার সেই জ্যেষ্ঠা ভগিনী, পুনর্ব্বার এই নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছেন। হে দ্বিজোত্তম! আপনার ইঁহাকে কিছু বলা উচিত নয়। ১১

আপনি এইখানেই থাকুন, যদি যাইতে অনুমতি করেন ত, প্রিয়জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত আলাপ করিয়া পরে আপনার নিকট আগমন করি। ১২

তখন সেই কাপোত মুনি চিত্রাঙ্গদার নিকট সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তারাবতীর পূর্ব্বকৃত প্রতারণা জানিতে পারিলেন, পরে তদ্বিষয়ে অসহিষ্ণু হইয়া তারাবতীর প্রতি যৎপরনাস্তি কুপিত হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন। ১৩

এই পাপীয়সীই আমাকে সেই সময় বঞ্চনা করিয়াছিল, আচ্ছা অদ্যই আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। ১৪

মুনি এই কথা বলিয়া যেখানে তারাবতী ছিলেন, চিত্রাঙ্গদার সহিত সেইখানে গমন করিলেন। ১৫

তখন কাপোত মুনি, তথায় গমন করিয়া ক্রোধবিজৃম্ভিত হাস্য করিয়া তারাবতীকে কহিতে লাগিলেন। ১৬

পূর্ব্বে তোমাকে আমি উপভোগের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ছলনা করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ; অতএব হে দুঃসাহসিকে! তুমি শীঘ্রই ইহার ফলভোগ করিবে। ১৭

১। চুকোপাস্মৈ মুনিস্তু সঃ।

তস্মাদ্বীভৎসবেষস্ত্বাং কপালী পলিতো রহঃ।
বিরূপো ধনহীনশ্চ কাময়িষ্যতি বৈ হঠাৎ ॥ ১৯
সদ্যোজাতং পুত্রযুগং সশ্রীকং বানরাননম্।
ভবিষ্যতি চ তে পাপে ত্বেকাব্দাভ্যন্তরেঽধুনা ॥ ২০
এতচ্ছ্রুত্বা মুনের্বাক্যং প্রাহ তারাবতী মুনিম্।
কোপাদ্ভয়াচ্চ সা দেবী স্ফুরদোষ্ঠপুটা তদা ॥ ২১
যদি সা পূজয়িত্বা তু চণ্ডিকাং প্রাপ মাং প্রসূঃ।
যদ্যহং ব্রতিনী নিত্যং ভূপতৌ চন্দ্রশেখরে ॥ ২২
ককুৎস্থস্য সুতা সত্যং যদ্যহং দ্বিজসত্তম।
তেন সত্যেন মে দেবান্নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ২৩
যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া।
তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাৎ।
স্বপ্নেঽপি মুনিশার্দ্দূল নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ২৪
ইত্যুক্ত্বা সা মুনিং নত্বা স্বামিবিস্তম্ভমানসা।
যযৌ তারাবতী দেবী স্বস্থানমিতি ভামিনী ॥ ২৫
তস্যাং গতায়াং দেব্যাস্তু চিন্তয়ামাস তাং মুনিঃ।
মমৈব পুরতশ্চৈষা নির্ভীতাতি প্রবল্গতে[১] ॥ ২৬
অত্রান্তর্বিনিগূঢ়ন্তু বীজং শুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ২৭

রে পাপিনি! আমারই সম্মুখে তুই সতী বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিস এবং আমাকে সতীত্ব-ধর্ম্মনাশক বলিয়া আমার প্রতি অনুরক্তা হও নাই। ১৮

অতএব আমি বলিতেছি, বীভৎসবেশধারী, বিরূপ, ধনহীন, নরকপালশোভী পলিতকেশ কোন ব্যক্তি তোকে হঠাৎ গ্রহণ করিবে। ১৯

হে পাংশুলে! অদ্য হইতে এক বৎসরের ভিতর তোর গর্ভে সদ্যঃ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইবে। তাহাদিগের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র লক্ষিত হইবে না; প্রত্যুত মুখগুলি বানরের ন্যায় হইবে। ২০

দেবী তারাবতী, কাপোত মুনির এই সকল বাক্য শ্রবণে কোপ ও ভয়-নিবন্ধন স্ফুরিতাধরোষ্ঠে তখন মুনিকে কহিতে লাগিলেন। ২১

হে দ্বিজসত্তম! যদি চণ্ডী-আরাধনা করিয়া মাতা আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আর মহারাজ চন্দ্রশেখরের উপর যদি আমার অবিচলিত ভক্তি থাকে, আর যদি আমি বাস্তবিক ককুৎস্থের কন্যা হই, তবে নিশ্চয়ই দেবতা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমাকে ইচ্ছা করিবেন না। ২২-২৩

আমি সত্য সত্যই যদি মহাদেবকে অহরহঃ পূজা করিয়া থাকি, হে নর-শার্দ্দূল! সেই সত্য-প্রভাবেই আমার সেব্য শিব ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতাই আমাকে স্বপ্নেও অভিলাষ করিবেন না। ২৪

এই কথা বলিয়া পতিব্রতা দেবী তারাবতী ঋষিকে নমস্কারপূর্ব্বক কুপিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন। ২৫

তখন কাপোত মুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই তেজস্বিনী নারী আমার সম্মুখেই নির্ভয়ে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ করিল। ২৬

১। প্রগল্‌ভতে।

এবং বিচিন্ত্য স মুনির্ধ্যানসংযুক্তমানসঃ।
দিব্যজ্ঞানপরো ভূত্বা সর্ব্ববৃত্তান্তমাদদে ॥ ২৮
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ দেব্যা শপ্তৌ সুতাবুভৌ।
প্রতিশাপং যথা তৌ তু দদতুঃ পার্ব্বতীং হরম্ ॥ ২৯
যথাবতীর্ণৌ মানুষ্যযোনৌ তৌ তু যদর্থতঃ।
চিত্রাঙ্গদা যথা জাতা যদর্থং দেবকন্যকা।
দিব্যজ্ঞানেন তজ্জ্ঞাত্বা মুনিঃ কিঞ্চন নাকরোৎ ॥ ৩০
চিত্রাঙ্গদামাদরেণ সম্ভাষ্য মুনিস্ততঃ।
স্বস্থানং গতবান্ বিপ্রঃ পূজয়ামাস তাং মুনিঃ ॥ ৩১
তারাবতী চ তৎসর্ব্বং চন্দ্রশেখরভূপতেঃ।
বৃত্তান্তং মুনিশাপস্য কথয়ামাস ভামিনী ॥ ৩২
তৎসর্ব্বং পৌষ্যজো রাজা স্বগতং চিন্তয়া যুতঃ।
আশ্বাস্য দয়িতাং ভার্য্যাং মাভৈর্দেবীতি সোঽচিরাৎ ॥ ৩৩
সততং সেবয়া পত্যুর্ধর্ম্মার্থপরিসেবনৈঃ।
বর্জ্জনাদপ্রশস্তানাং মুনিশাপোঽপনীয়তে ॥ ৩৪
তস্মাত্ত্বং দেবি সুভগে চারিত্রব্রতধারিণী।
কল্যাণভাগিনী নিত্যং নাপদং সমবাপ্স্যসি ॥ ৩৫
এবমুক্ত্বা স রাজা তু করবীরপুরাধিপঃ।
প্রাসাদং কারয়ামাস উচ্চৈরভ্রাংকষং বহু ॥ ৩৬

অতএব বোধ হয় ইহার ভিতর কোন নিগূঢ় ও বিশুদ্ধ কারণ থাকিবে। ২৭

এই ভাবিয়া মুনি ধ্যানস্থ হইলেন। পরে দিব্যজ্ঞানবলে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিলেন। ২৮

পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গী মহাকালনামক দুইটি পুত্র দেবী কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হন, পরে আবার দুইজন হর-পার্ব্বতীকে প্রতিশাপ প্রদান করেন। ২৯

যে জন্য এই দুইজন যেরূপে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেবকন্যা চিত্রাঙ্গদাও যেজন্য যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, কাপোত ঋষি দিব্যজ্ঞানদ্বারা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আর কিছুই করিলেন না। ৩০

পরে চিত্রাঙ্গদাকে সাদর সম্ভাষণে ডাকিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বাটীতে যাইয়া ব্রাহ্মণ কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদাকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। ৩১

এদিকে তারাবতী স্বস্থানে আসিয়াই ভূপতি চন্দ্রশেখরের নিকট কুপিত হইয়া মুনিশাপের আমূল বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। ৩২

সেই পৌষ্যজ রাজা, তারাবতীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অন্তরে কিছু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু চিন্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ প্রিয় পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। ৩৩

পতিসেবা, সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান, অসৎসঙ্গপরিবর্জ্জন—এই সকল শুভকর্ম্মদ্বারা মুনিশাপ অপনীত হয়। ৩৪

দেবী ভাগ্যবতী তুমি প্রশস্ত প্রশস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাক, সুতরাং তুমি দেবতাদিগের কল্যাণভাগিনী; অতএব তোমার বিপদ কখনই হইবে না। ৩৫

উচ্চৈশ্চতুঃশতং ব্যামং ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তৃতম্ ॥ ৩৭
রত্নস্ফটিকভূম্যন্তঃখচিতং রত্নকর্ব্বুরৈঃ।
বৈদূর্য্যপটলৈঃ শুভ্রৈশ্ছাদিতং সুমনোহরম্ ॥ ৩৮
স্বর্ণরত্নতুলাস্তম্ভং বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিতম্।
রক্ষার্থং কারয়ামাস তারাবত্যাঃ প্রিয়ঙ্করম্ ॥ ৩৯
রত্নসোপানসংযুক্তং বৈদূর্য্যবলভীযুতম্।
সৌবর্ণনীপসম্বন্ধ সুধর্ম্মাসদৃশং গুণৈঃ ॥ ৪০
তস্যাং সমস্তভোগ্যানি স্বাদূনি চ মৃদূনি চ
আপ্তৈরাসাদয়ামাস পুরুষৈশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৪১
ততস্তারাবতীং দেবীমাদায় চন্দ্রশেখরঃ।
নিত্যং প্রাসাদপৃষ্ঠং তমারুহ্য রমতে নৃপঃ ॥ ৪২
এবং সংবৎসরং যাবদন্যৈরপ্রাপ্যবশ্মনি।
আপ্তৈরধিষ্ঠিতদ্বারি তাং দেবীং সমরক্ষত ॥ ৪৩
একদা তু বিনা তেন করবীরাধিপেন তু।
উচ্চৈঃ প্রাসাদমারুহ্য স্থিতা তারাবতী সদা।
চিন্তয়ন্তী নৃপং তস্তু দয়িতং চন্দ্রচেখরম্ ॥ ৪৪
তৎপদে ন্যস্তমনসা সাবিত্রীব পতিব্রতা।
আরাধ্য চ মহাদেবং পার্ব্বত্যা সহিতং তদা ॥ ৪৫

করবীরপুরাধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর, তারাবতীকে এই সকল কথা কহিয়া তখন তাঁহার বাসার্থ বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা তাঁহার মনোমত একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৬

ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ব্যাম (বাঁও), বিস্তার ত্রিশ ব্যাম। ৩৭

তলদেশটি রাশি রাশি স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত; তাহার আবার নানাস্থান শ্বেত রক্ত পীত নীল প্রভৃতি নানাবর্ণের বহুতর রত্ন দ্বারা খচিত; সেই মনোহর প্রাসাদ—শুক্লবর্ণপ্রবাল-নিচয়ে আচ্ছাদিত। ৩৮

স্তম্ভগুলি রত্নাদিদ্বারা সংগঠিত, বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্ম্মিত। রাজা তারাবতীর রক্ষার জন্য এরূপ প্রিয় অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। ৩৯

সোপানশ্রেণী রত্নপ্রবালাদি দ্বারা প্রস্তুত এবং পুঞ্জ পুঞ্জ বড়ভী প্রবালময়, সুতরাং সৌন্দর্য্যদ্বারা সেই অট্টালিকা—স্বর্গীয় পরম রমণীয় দেবসভার নিকট কোন ক্রমেই ন্যূন নহে। ৪০

রাজা চন্দ্রশেখর, বিশ্বস্ত পুরুষ দ্বারা সেই অট্টালিকা মধ্যে স্বাদু সুকোমল সমস্ত ভোজ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন। ৪১

রাজা, প্রত্যহ সেই প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেবী তারাবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেন। ৪২

এক বৎসর কাল এই অট্টালিকায় তারাবতীকে রাখিলেন; যে পর্য্যন্ত তারাবতী তথায় বাস করিয়াছিলেন, তাবৎকাল অট্টালিকার দ্বারগুলি প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সাধারণের যাতায়াত বন্ধ করিয়াছিল। ৪৩

কোন সময়ে সুন্দরহাসিনী তারাবতী, করবীরাধিপতি-বিযুক্ত হইয়া একাকী এই বৃহৎ অট্টালিকায় উপবেশনপূর্ব্বক তদ্‌গতচিত্তে ভর্ত্তা চন্দ্রশেখরকে চিন্তা করিতেছেন। ৪৪

ইষ্টাং দেবীঞ্চ সা দেবী চিন্তয়ন্তী স্ম চ স্থিতা।
তত্র সা চিন্তয়ন্তী তু ত্র্যম্বকং চন্দ্রশেখরম্।
বিবেদ ভেদং ন তয়োশ্চন্দ্রশেখরয়োর্দ্বয়োঃ ॥ ৪৬
এবং প্রাসাদপৃষ্ঠে তু স্থিতা তারাবতী সতী।
সুধর্ম্মামধ্যগা দেবী শক্রশ্রীরিব ভূষিতা ॥ ৪৭
অথোময়া স্বয়ং দেবো বিয়তা চন্দ্রশেখরঃ।
আজগাম তদা গচ্ছন্ প্রাসাদং প্রতি তং নৃপ ॥ ৪৮
দদৃশে সুত্তরন্তী সা উমায়াঃ সদৃশী গুণৈঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পূর্ণা মাধবস্যেব মাধবী ॥ ৪৯
তাং দৃষ্ট্বা জগদদ্দেবীং গৌরীং বৃষভকেতনঃ।
স্মিতপ্রসন্নবদনঃ প্রহসন্নিব ভামিনীম্ ॥ ৫০

ঈশ্বর উবাচ—

ইয়ন্তে মানুষী মূর্ত্তিঃ প্রিয়ে তারাবতীতি যা।
ভৃঙ্গিমহাকালয়োস্তে জন্মনো বিহিতা স্বয়ম্ ॥ ৫১
ত্বত্তো হ্যনন্যকান্তোঽহং নান্যং গন্তুমিহোৎসহে।
ত্বমিদানীং স্বয়ঞ্চাস্যাং মূর্ত্ত্যাং প্রবিশ ভামিনি ॥ ৫২
তত উৎপাদয়িষ্যামি মহাকালঞ্চ ভৃঙ্গিণম্ ॥ ৫৩

দেব্যুবাচ—

মমৈব মানুষী মূর্ত্তিরস্যাং বৃষভকেতন।
বিশামি তেঽত্র বচনাদুৎপাদয় সুতদ্বয়ম্ ॥ ৫৪

সেই সময় পতিব্রতা সাবিত্রীর ন্যায় পতিপদে মন রাখিয়া পার্ব্বতীপার্শ্বস্থ মহনীয় মহাদেবকে চিন্তা করিলেন। ৪৫

তাহার পর আবার ইষ্টদেবীকে চিন্তা করিলেন। পুনর্ব্বার বৃষভবাহন ত্র্যম্বক চন্দ্রশেখরকে ধ্যান করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে স্বামী চন্দ্রশেখর এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখরের পার্থক্য উপলব্ধি হইল না।৪৬

যখন এইরূপে দেবী তারাবতী দেবসভার মধ্যস্থিত নানালঙ্কার-ভূষিত ইন্দ্রাণীর ন্যায় প্রাসাদোপরি চিন্তিতান্তঃকরণে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহাদেব ভগবতীর সহিত আকাশমার্গের দ্বারা সেই প্রাসাদে আগমন করিলেন। ৪৭-৪৮

তিনি আসিয়া গুণ-বাহুল্যে ভগবতী-সদৃশ সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত নারায়ণের লক্ষ্মীস্বরূপ রাজপত্নীকে দেখিলেন। ৪৯

শিব তারাবতীকে দেখিয়া দেবী গৌরীকে প্রফুল্লচিত্তে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। ৫০

প্রিয়ে! এই যে তারাবতীকে দেখিতেছ, এইটি তোমার মানুষীমূর্ত্তি, যাহা ভৃঙ্গী ও মহাকালের জন্মের জন্য তুমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছ। ৫১

আমার আর অন্য স্ত্রী নাই। তোমা ভিন্ন অন্য স্ত্রীসংসর্গে আমার উৎসাহ হয় না। হে ভামিনি! এইক্ষণে তুমি স্বয়ং এই মূর্ত্তিতে প্রবেশ কর। ৫২

প্রবেশ করিলে তোমার মানুষী মূর্ত্তির গর্ভে ভৃঙ্গী ও মহাকাল পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিব। ৫৩

মম ভৃঙ্গিমহাকাল-কপোতানাঞ্চ শাপতঃ।
এবং মোক্ষো ভবেদ্ভর্গ তস্মাত্ত্বং কুরু মৎপ্রিয়ম্ ॥ ৫৫

ঔর্ব্ব উবাচ—

প্রবিবেশ ততো দেবী স্বয়ং তারাবতীতনৌ।
মহাদেবোঽপি তস্যাস্তু কামার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ৫৬
ততঃ সাপর্ণয়াবিষ্টা দেবী তারাবতী সতী।
কাময়ানং মহাদেবং স্বয়মেবাভজন্মুদা ॥ ৫৭
তস্মিন্ কালেঽভবদ্ভর্গঃ কপালী চাস্থিমাল্যধৃক্।
বীভৎসবেশো দুর্গন্ধঃ পলিতোঽতিবিরূপধৃক্ ॥ ৫৮
কামাবসানে তস্যাস্তু সদ্যোজাতং সুতদ্বয়ম্।
অভবন্নৃপশার্দ্দূল তথা শাখামৃগাননম্।
তদ্দেহান্নিঃসৃতাপর্ণা জাতয়োঃ সুতয়োস্তয়োঃ।
মোহয়িত্বা যথাত্মানং ন জানাতি ককুৎস্থজা ॥ ৫৯
অহং গৌরী তথা ভর্গভাবেন[১] মানুষেণ তু ॥ ৬০
অথ তারাবতী দেবী সুতৌ দৃষ্ট্বা ক্ষিতিস্থিতৌ।
পাতিব্রত্যাৎ পরিভ্রষ্টা আত্মানং বীক্ষ্য ভামিনী ॥ ৬১
তথা বীভৎসবেশস্তু হরং দৃষ্ট্বাগ্রতঃ স্থিতম্।
মুনিশাপং তদা মেনে প্রাপ্তং কালান্তকোপমম্ ॥ ৬২

দেবী কহিতে লাগিলেন;—হে বৃষভকেতন। আমারই এই মানুষীমূর্ত্তি, আপনার অনুমতিক্রমে এই মূর্ত্তিতে প্রবেশ করি—আপনি পুত্রদ্বয় উৎপাদিত করুন। ৫৪

তাহা হইলে আমার ভৃঙ্গী ও মহাকাল কাপোতের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইবেন। হে পার্ব্বতীনাথ! আপনি আমার এই প্রিয়কার্য্যটি করুন। ৫৫

ঔর্ব্ব করিতে লাগিলেন,—তাহার পর স্বয়ং ভগবতী তারাবতীর দেহে প্রবেশ করিলেন, মহাদেবও উপভোগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫৬

অনন্তর দেবীভাবাপন্ন পতিব্রতা দেবী তারাবতী, মহাদেবকে রমণেচ্ছু জানিয়া স্বয়ংই তাঁহার সমীপে গমন করিলেন। ৫৭

সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি কপালী অস্থিমাল্যধারী বীভৎস-বেশ, দুর্গন্ধ-দেহ, জরাজীর্ণ অতিবিরূপ হইয়া তারাবতীতে উপগত হইলেন। ৬৮

হে নরশার্দ্দূল! তাঁহাদিগের পরস্পরের রতি-ক্রীড়া সমাপ্ত হইলে সদ্যই তারাবতীর গর্ভে বানরমুখ দুইটি পুত্র উৎপন্ন হইল। পুত্র দুইটি জন্মিলে ভগবতী, তারাবতীর দেহ হইতে নিঃসৃত হইলেন। ৫৯

তখন মনুষ্যভাবাপন্ন তারাবতীর আত্মা মোহপূর্ণ হওয়ায় তিনি জানিতে পারিলেন না যে, আমি গৌরী আর ইনি মহেশ্বর। ৬০

অনন্তর তেজস্বিনী দেবী তারাবতী, পুত্রদ্বয়কে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া এবং সম্মুখীন বীভৎসবেশধারী মহেশকে অবলোকন করিয়া আপনাকে ভ্রষ্টা বিবেচনাপূর্ব্বক তখন পূর্ব্বদত্ত মুনিশাপকে কালপ্রাপ্ত অন্তকের ন্যায় বিবেচনা করিলেন। ৬১-৬২

১। গৌরীতি চ তথা ভাবেন—ইতি পাঠান্তরম্।

ইতি শোকবিমূঢ়া চ নিনিন্দ চ সতীব্রতম্ ।
ইদঞ্চোবাচ তং বীক্ষ্য মহাদেবং ত্রিশূলিনম্ ॥ ৬৩
মুনিব্রতাদপি বরং নারীণাঞ্চ সতীব্রতম্ ।
ইতি স্ম সততং ধীরা ব্যাহরন্তি পুরাবিদঃ ॥ ৬৪
ন ত্বং সত্যমহং মন্যে যৎপ্রবৃত্তং মমেদৃশম্ ।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী শুশোচ চ মুমোহ চ ॥ ৬৫
তামাহাথ মহাদেবো মা কার্ষীস্ত্বং বরাননে ।
শোকং সতীব্রতঞ্চাপি মা নিন্দ ত্বং সুচেতনে ॥ ৬৬
কপোতেন যদা শপ্তা ত্বং তদৈব তদগ্রতঃ ।
উক্তবত্যসি দীর্ঘাক্ষি যত্তদ্ভূতং তবানুনা ॥ ৬৭
যদি সত্যং মহাদেবো নিত্যমারাধ্যতে ময়া ।
তেন সত্যেন মে দেবাদারাধ্যাচ্চন্দ্রশেখরাৎ ।
স্বপ্নেঽপি মুনিশার্দ্দূল নান্যো মাং কাময়িষ্যতি ॥ ৬৮
সোঽহমেব মহাদেব আরাধ্যশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
ত্বং ময়া কামিতা চাপি মা কার্ষীঃ শোকমঙ্গনে ।
ইত্যুক্ত্বা স মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৬৯
মায়য়া মোহিতা দেবী তত্র তারাবতী সতী ।
ভূমৌ মলিনবেশেন মন্যুনা সমুপাবিশৎ ॥ ৭০
সুতৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সা দেবী নাসভাজয়ৎ ।
ভর্ত্তুরাগমনং শশ্বৎ কাঙ্ক্ষন্তী ভর্গভাষিতম্ ।
ন ররাজ গৃহে চাপি মুক্তকেশী তথাস্থিতা ॥ ৭১

তখন শোকগ্রস্তা তারাবতী সতীব্রতকে নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং ত্রিশূলধারী মহাদেবকে দেখিয়া কহিলেন,—পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন যে, নারীদিগের সতীব্রত—মুনিব্রতাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ৬৩-৬৪

কিন্তু আমার আজ এরূপ হওয়ায় আমি মুনিদিগের সেই কথাটি সত্য বলিয়া বিবেচনা করিলাম না। এই সকল কথা কহিয়া তিনি শোক করিতে লাগিলেন এবং মোহ প্রাপ্তও হইলেন। ৬৫

তখন মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন,—হে বরাননে! তুমি শোক করিও না, সতীব্রতকে নিন্দা করিও না। ৬৬

হে চৈতন্যশালিনি! যে সময় তুমি কাপোত ঋষি-কর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইলে, হে বিশালাক্ষি! সেই সময়েই তাঁহারই সম্মুখে—এক্ষণে যেটি তোমার ঘটিল, সেইটিই কহিয়াছিলে। ৬৭

যথা—"হে মুনিশার্দ্দূল! যদি আমি নিত্য মহাদেবের আরাধনা করিয়া থাকি, সেই সত্যবলেই আমার আরাধ্য চন্দ্রশেখর দেবতা ভিন্ন অন্য কেহ স্বপ্নেও আমাকে অভিলাষ করিবেন না।" ৬৮

অতএব অবলে! আমি সেই আরাধ্য মহাদেব চন্দ্রশেখর, আমা কর্ত্তৃকই তুমি উপভুক্ত হইয়াছ, অতএব শোক করিও না। এই কথা বলিয়াই মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। ৬৯

তখন পতিব্রতা দেবী তারাবতী মায়ামোহিত হইয়া শোকনিবন্ধন মলিন-বেশে মৃত্তিকায় বসিয়া রহিলেন। ৭০

অথ ক্ষণান্মহাভাগঃ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
প্রাসাদপৃষ্ঠমাগচ্ছদ্ দ্রষ্টুং তারাবতীং তদা ॥ ৭২
স তং প্রাসাদমারুহ্য জায়াং তারাবতীং তদা।
দদর্শ পতিতাং ভূমৌ মুক্তকেশীং নিরুৎসবাম্।
শ্যামাননাং শ্বসন্তীঞ্চ সত্যগর্হণতৎপরাম্ ॥ ৭৩
সুতৌ চ পতিতৌ ভূমৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ তদা।
বানরাস্যৌ স দদৃশে পদক্ষোভং বৃষস্য চ ॥ ৭৪
ইতি সর্ব্বমবেক্ষ্যাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ।
ভীতশ্চ বিস্মিতশ্চৈব ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ সম্ভ্রমাৎ ॥ ৭৫
কিং কিং তারাবতি তব প্রবৃত্তং নির্জ্জনে গৃহে।
কো বা ধর্ষিতবাংস্ত্বাং হি শিবঃ সিংহবধূমিব ॥ ৭৬
কস্য বা পৃথুকাবেতৌ প্রোদ্দীপ্তৌ বানরাননৌ।
তন্মে দ্রুতং সমাচক্ষ্ব কো বা ত্বাং কামিতোঽপরঃ ॥ ৭৭

ঔর্ব্ব উবাচ—

এবমুক্তা তু ভূপেন তদা তারাবতী সতী।
বৃত্তান্তং কথয়ামাস সকলং চন্দ্রশেখরে ॥ ৭৮
যথা সমাগতো ভর্গ উত্তরঞ্চ যথোক্তবান্।
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস বাষ্পকণ্ঠা সগদ্গদা ॥ ৭৯

পুত্রদ্বয় ভূমিতে পড়িয়া রহিল, তথাপি তিনি সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। কেবল আলুলায়িতকেশে প্রতিক্ষণ ভর্ত্তার আগমন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; মহাদেবের বাক্যে কিছুমাত্র আদর প্রকাশ করিলেন না। ৭১

অনন্তর কিছুকাল বিলম্বে মহারাজ চন্দ্রশেখর তারাবতীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রাসাদপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। ৭২

তখন তথায় যাইয়া দেখেন, তারাবতী নিরানন্দে মলিনবদনে আলুলায়িত-কেশে ভূমে পড়িয়া আছেন আর আর্ত্তনাদ ও সত্যের নিন্দা করিতেছেন এবং চন্দ্রসূর্য্য-সদৃশ বানর-মুখ পুত্র দুইটিও পড়িয়া আছে এবং বৃষের পদচিহ্নও দেখিতে পাইলেন। ৭৩-৭৪

তখন মহারাজ চন্দ্রশেখর, এই সকল দেখিয়া ও বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তারাবতি! নির্জ্জনগৃহে তোমার কি কি ঘটনা হইয়াছে। শৃগাল সিংহীকে আক্রমণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তোমাকে কে আক্রমণ করিয়াছিল? ৭৫-৭৬

আর বানরমুখ প্রদীপ্ত পুত্র দুইটি বা কাহার?—তুমি শীঘ্র আমাকে বল, অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার কামনায় এইখানে আসিয়াছিল। ৭৭

ঔর্ব্ব কহিলেন, তখন পতিব্রতা তারাবতী ভূপকর্ত্তৃক এইরূপ পৃষ্ট হইলে তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন। ৭৮

এবং মহাদেব যেমন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং পরেও যে সকল কথা বলেন, সেই সকল কথাও সজল নয়নে ও গদ্গদস্বরে ভর্ত্তার নিকট নিবেদন করিলেন। ৭৯

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা চিন্তয়ংশ্চন্দ্রশেখরঃ।
কিং বৃত্তমিতি বিজ্ঞাতুং ভূতলে সমুপাবিশৎ ॥ ৮০
স্বগতং চিন্তয়ন্ রাজা চকারেমাং বিচারণাম্।
অনন্যকান্তো গিরিশঃ স নান্যাং পার্ব্বতীমৃতে।
কাময়িষ্যতি তস্মাৎ স ন ভর্গঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৮১
ঋষিশাপো হি বলবাংস্তচ্ছাপাদেব রাক্ষসঃ।
কোঽপি মায়াবলোপেতঃ শঙ্করচ্ছদ্মনাগতঃ ॥ ৮২
এষা সতী প্রিয়া ভার্য্যা রাক্ষসেনাপি দূষিতা।
কথঞ্চেয়ং ময়া গ্রাহ্যা পূর্ব্ববৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৮৩
এতৌ চ তনয়ৌ তস্য সদ্যোজাতৌ চ রাক্ষসৌ।
অন্যথা বা কথম্ভূতৌ শাখামৃগমুখৌ সুতৌ ॥ ৮৪
এবং চিন্তয়তস্তস্য দেবৌঘবিনিযোজিতা।
সরস্বতী বিয়ৎস্থা তু রাজানমিতি চাব্রবীৎ ॥ ৮৫
ন ত্বয়া সংশয়ঃ কার্য্যস্তারাবত্যাং নৃপোত্তম।
সত্যমেব মহাদেবো ভার্য্যাং তব সমেয়িবান্ ॥ ৮৬
এতৌ চ তনয়ৌ তস্য রাজংস্ত্বং পরিপালয়।
যোঽন্যস্তে সংশয়োঽত্রাস্তি নারদস্তং বিনেষ্যতি ॥ ৮৭
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু বাগ্দেবী প্রিয়বাদিনী।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা ভার্য্যামাশ্বাসয়ত্তদা ॥ ৮৮

মহারাজ চন্দ্রশেখর তাঁহার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যেরূপ ঘটনা হইয়াছে, সেইটী জানিবার জন্য চিন্তিত হইয়া ভূতলে উপবিষ্ট হইলেন। ৮০

তিনি মনে মনে চিন্তা করিয়া এই ধারণা করিলেন, মহাদেবের ভার্য্যান্তর নাই, তিনি পার্ব্বতী ভিন্ন অন্য স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষাও করেন না; এরূপ না হইলেও তিনি পরমেশ্বর হইতেন না। ৮১

অতএব এ ঘটনায় ঋষিশাপই বলবান, সেই শাপবলেই মায়াবী কোন রাক্ষস শঙ্করের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এইখানে আসিয়াছিল। ৮২

এক্ষণে আমার প্রিয়পতিব্রতা ভার্য্যা রাক্ষসসংস্পর্শে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, আমি পূর্ব্ববৎ সকল কর্ম্মে কিরূপে ইঁহাকে গ্রহণ করি? ৮৩

আর তাঁহার সদ্যোজাত এই দুইটি শিশু নিশ্চয়ই রাক্ষস, তাহা না হইলে ইহাদিগের মুখ বানরের ন্যায় হইবে কেন? ৮৪

যখন রাজা চন্দ্রশেখর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময় সরস্বতী, দেবতাগণ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আকাশ হইতে রাজা চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিলেন। ৮৫

"হে মহারাজ! তারাবতীর প্রতি আপনার সন্দেহ করা উচিত কার্য্য নয়, সত্য সত্যই মহাদেব আপনার ভার্য্যার নিকট আসিয়াছিলেন। ৮৬

এই দুইটি পুত্র মহাদেবেরই; মহারাজ! এক্ষণে আপনি ইহাদিগকে রক্ষা করুন, এ বিষয়ে যে সংশয় থাকে, পরে নারদ তাহা ভঞ্জন করিবেন।" ৮৭

বাগ্দেবী মধুর-বচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া তৎক্ষণেই অন্তর্হিতা হইলেন। তখন রাজা ভার্য্যার প্রতি বিশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। ৮৮

সুতৌ তু দেবদেবস্য সংস্কৃত্য বিধিনা তদা।
পালয়ামাস নৃপতিরাকাঙ্ক্ষন্নারদাগমম্ ॥ ৮৯
অথাজগাম দেবর্ষির্নারদস্তস্য মন্দিরম্।
পূজাভির্বহুভিস্তন্তু প্রত্যগৃহ্লাৎ স ভূপতিঃ ॥ ৯০
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং তারাবত্যা সমং নৃপঃ।
উচ্চৈঃ প্রাসাদমতুলং সুরেশভবনোপমম্।
আরোহয়ামাস তদা তং মুনিং চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯১
তত্রোপাংশু তদা রাজা সভার্য্যশ্চন্দ্রশেখরঃ।
পূর্ব্বপ্রবৃত্তবৃত্তান্ত-মপৃচ্ছচ্চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৯২
পূতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি ভবতা ব্রহ্মসূনুনা।
অন্তর্বহিশ্চ বিপ্রেন্দ্র তুঙ্গপ্রাসাদগামিনা ॥ ৯৩
একং মে সংশয়ং ব্রহ্মংশ্ছেত্তুমর্হসি হৃদ্গতম্।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা নৈবাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৯৪
ঋষিশাপেন ভার্য্যেয়ং মম তারাবতী সতী।
বীভৎসবেশাকৃতিনা ধর্ষিতা কৃত্তিবাসসা।
তস্যাত্মজৌ সমুৎপন্নৌ সদ্যোজাতাবিমৌ পুনঃ।
তত্র মে সংশয়ঃ শশ্বন্নিত্যং চিত্তে প্রবর্ত্ততে ॥ ৯৫
অনন্যকান্তো গিরিশো গিরিজাং পার্ব্বতীমৃতে।
কথং সঙ্গময়ামাস মানুষীং হীনজন্মজাম্ ॥ ৯৬
কথমুৎপাদয়ামাস মনুষ্যৌ তনয়ৌ স্বকৌ।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব যদি গুহ্যং ন তে ভবেৎ ॥ ৯৭

তিনি মহাদেবের পুত্র দুইটি যথাবিধি সংস্কার করিয়া নারদের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮৯

অনন্তর দেবর্ষি নারদ, রাজভবনে উপস্থিত হইলে পর রাজা চন্দ্রশেখর অত্যন্ত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে আনিলেন এবং সস্ত্রীক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া ইন্দ্রভবনসদৃশ নিরুপম আপনার উচ্চ অট্টালিকায় তাঁহাকে বসাইলেন। ৯০-৯১

তিনি সস্ত্রীক নির্জ্জনে তাঁহাকে সেই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ৯২

হে দ্বিজোত্তম! আপনি ব্রহ্মার পুত্র, আপনি আমার বাটী আসিয়াছেন, সুতরাং আমি অনুগৃহীত হইলাম এবং সম্যক্ প্রীতিলাভ করিলাম। ৯৩

হে ব্রহ্মন্! হৃদয়ে আমার একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; আপনার তাহা খণ্ডন করিতে হইবে। যেহেতু আপনি ভিন্ন আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন, এরূপ ব্যক্তি কোথাও নাই। ৯৪

আমার এই পতিব্রতা পত্নী তারাবতী, কাপোত ঋষির অভিসম্পাতে, বীভৎসবেশ বিরূপ মৃগচর্ম্মধারী কোন পুরুষকর্ত্তৃক উপভুক্তা হন এবং তাঁহারই ঔরসে সদ্যোজাত পুত্র দুইটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতএব এবিষয়ে আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই দুরপনের সংশয় উপস্থিত হইয়া আছে। ৯৫

তাহার কারণ, গিরিজা ভিন্ন মহাদেবের আর দ্বিতীয় পত্নী নাই, আর তিনি কেনই বা নীচ কুলোদ্ভব মানুষীর সংসর্গ করিবেন এবং কি নিমিত্তই বা তিনি

ঔর্ব্ব উবাচ—

ইতি পৃষ্টঃ স তু মুনিশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতা।
কথয়ামাস তৎসর্ব্বং নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৯৮
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ সমুৎপন্নৌ পুরাতনৌ।
যথা শপ্তৌ চ পার্ব্বত্যা তৌ চোদাহরতাং যথা[১] ॥ ৯৯
যথা পৌষ্যসুতো জাতো ভর্গঃ স চন্দ্রশেখরঃ।
তারাবতী ককুৎস্থস্য গৃহে গৌরী যথাভবৎ ॥ ১০০
তৎসর্ব্বং কথয়ামাস নারদশ্চন্দ্রশেখরে।
ইদঞ্চ পরমাখ্যানং কথয়ামাস নারদঃ ॥ ১০১

নারদ উবাচ—

ব্যাজহার যদাপর্ণাং কালীতি বৃষভধ্বজঃ।
তদোমা তপসে যাতা বপুর্গৌরত্বকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১০২
অমর্ষযুক্তা বচনাচ্ছঙ্করস্য গিরেঃ সুতা।
বিনীয়মানা ভর্গেণ সানুং হিমবতো গিরেঃ ॥ ১০৩
তস্যাং গতায়াং পার্ব্বত্যাং শঙ্করো বিরহার্দ্দিতঃ।
কৈলাসাদ্রিং পরিত্যজ্য মেরুপৃষ্ঠং তদা যযৌ ॥ ১০৪
তত্রাপি শর্ম্ম নো লেভে পার্ব্বত্যা চ বিনাকৃতঃ।
মোহিতঃ কামদেবেন তথা বৈ যোগনিদ্রয়া ॥ ১০৫
অথৈকদা মেরুপৃষ্ঠে চরন্তীং সুমনোহরাম্।
সাবিত্রীং দদৃশে শম্ভুঃ পার্ব্বত্যাঃ সদৃশীং গুণৈঃ ॥ ১০৬

মানুষীর গর্ভে আপনার আত্মজদ্বয় উৎপাদন করিবেন? এ সকল বিষয় যদি আপনার বলিতে কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন। ৯৬-৯৭

ঔর্ব্ব কহিলেন,—তখন মুনিবর নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সকল কথা তাঁহাকে কহিলেন। ৯৮

পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গী ও মহাকাল নামক দুইটি মহাদেবের অনুচর, পার্ব্বতীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন এবং তাঁহারাও আবার পার্ব্বতীকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতেই মহাদেব এই চন্দ্রশেখর নামে পৌষ্যের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরীও ককুৎস্থের গৃহে তারাবতী নামে কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। ৯৯-১০১

নারদ চন্দ্রশেখরকে এই সকল কথা বলিয়া আর একটি সুন্দর উপাখ্যান কহিতে লাগিলেন। মহাদেব, ভগবতীকে যখন কালী (কৃষ্ণাঙ্গী) বলিয়া আহ্বান করেন, তখন পর্ব্বতরাজপুত্রী উমা শঙ্করের অনাদর-বাক্যে নিজে গৌরাঙ্গী হইবার জন্য তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলে মহাদেব, তাঁহাকে হিমালয়ে প্রেরণ করিলেন। ১০২-১০৩

পার্ব্বতী তপস্যার নিমিত্ত হিমালয়ে গমন করিলে, বিরহবিধুর মহাদেব তখন কৈলাস পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সুমেরুশৈল-শিখরে গমন করিলেন। ১০৪

তথায় যোনিদ্রাভূত বৃষধ্বজ, মীনধ্বজের শরবিদ্ধ হইয়া ভগবতী ব্যতিরেকে কিছুমাত্র সুখী হন নাই। ১০৫

১। তৌ পশ্চাদাহতুর্যথা—ইতি পাঠান্তরম্।

তাং দৃষ্ট্বা মদনাবিষ্টঃ পার্ব্বত্যা বিরহার্দ্দিতঃ।
অবিদ্যয়া সমাবিষ্টো বভূব প্রাকৃতো যথা ॥ ১০৭
অথ তাং পার্ব্বতীভ্রান্ত্যা চরন্তীমন্বধাবত।
এহি মাং পার্ব্বতি শুভে ভবদ্বিরহপীড়িতম্ ॥ ১০৮
প্রহরেত্যেষ মাং কামঃ পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্।
মম তত্র প্রতীকারং কুরু সম্প্রতি বল্লভে ॥ ১০৯
ইত্যুক্ত্বা বিমুখীং যান্তীং সাবিত্রীং বৃষভধ্বজঃ।
স্কন্ধে হস্তেন পস্পর্শ সা চুকোপ ততো ভৃশম্ ॥ ১১০
অথ সা সম্মুখী ভূত্বা সাবিত্র্যতিপতিব্রতা।
ইদমাহ মহাদেবং গর্হয়ন্তী বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১১
কিং ত্বং পশুপতে মূর্খ মানুষঃ প্রাকৃতো যথা।
নিরস্য কলহৈর্ভার্য্যামনুনেতুমিহার্হসি ॥ ১১২
বিমূঢ়চেতনঃ কামৈর্ন সংস্তৌষি পরস্ত্রিয়ম্।
অসংস্তুত্বাপি সম্প্রষ্টুং মাদৃশীং যুজ্যতে তব ॥ ১১৩
কিমহং পার্ব্বতী মূঢ় যেন মৎস্কন্ধদেশতঃ।
হস্তং দদাস্যবিজ্ঞায় সাবিত্রীং বিদ্ধি মাং সতীম্ ॥ ১১৪
যস্মান্মানুষবন্মাং ত্বমনুজানাসি বর্ব্বর[১]।
তস্মাত্ত্বং মানুষীযোন্যাং সুরতং সংবিধাস্যসি ॥ ১১৫

কোন সময়ে উমাকান্ত, সর্ব্বগুণ-সম্পন্না রূপলাবণ্যে ভগবতীর তুল্য সাবিত্রীকে হিমালয় শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া মায়া-মুগ্ধ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় স্মর-শরে জর্জ্জরিত হইলেন। ১০৬

তখন পার্ব্বতী-ভ্রমে সাবিত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে করিতে বলিলেন; হে শুভে পার্ব্বতি! আমার নিকট এস, আমি তোমার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়াছি, আর কন্দর্প, পূর্ব্ববৈর-নির্য্যাতনাভিপ্রায়ে আমাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে; হে প্রিয়ে! এক্ষণে তুমি আমার বিপদের প্রতীকার বিধান কর। ১০৮-১০৯

এত অনুনয় বিনয়ের পরও যখন দেখিলেন, সাবিত্রী—তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়াই চলিয়া যান, তখন তিনি তাঁহার স্কন্ধে এক হস্ত প্রদান করিলেন। ১১০

তদনন্তর সাবিত্রী ক্রোধপূর্ব্বক তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। ১১১

হে পশুপতে! তুমি মূর্খ প্রাকৃত মনুষ্যের মত কেন আমার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতেছ? অগ্রে ভার্য্যাকে তিরস্কারপূর্ব্বক তাড়াইয়া এখন অনুনয় করিতেছ? ১১২

আর কেনই বা কামের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্ত্রী প্রার্থনা করিতেছ? ওরূপ তোষামোদ না করিয়াই আমার ন্যায় স্ত্রীলোকের সহিত তোমার কথাবার্ত্তা বলা উচিত। ১১৩

মূঢ়! আমি কি পার্ব্বতী, যে বিশেষ না জানিয়াই আমার গাত্রে হস্তক্ষেপ করিলে! তুমি আমাকে জান—আমি পতিব্রতা সাবিত্রী। হে অদূর-দর্শিন্!

১। যস্মাৎ মানুষধর্ম্মান্ মামনুজানীতবান্ হর।

গৌরীমৃতে নান্যকান্তস্ত্বমন্যান্ত সমীহসে।
তস্যৈতৎ ফলিতং ভর্গ গচ্ছ মাং ত্বং পরিত্যজ।
ইত্যুক্ত্বা সা গতা দেবী স্বমাশ্রমপদং সতী ॥ ১১৬
লজ্জাবিস্ময়সংযুক্তো হরোঽপ্যায়াৎ নিজাস্পদম্।
অতোঽয়ং মানুষীযোনৌ সুরতং শঙ্করোঽকরোৎ ॥ ১১৭
তস্মান্নিঃসংশয়ং রাজন্নিমাং তারাবতীং সতীম্।
দয়স্ব তনয়াবেতৌ ভর্গস্য প্রতিপালয় ॥ ১১৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা শ্রুত্বৈব নারদস্য মুখাত্তদা।
আত্মনঃ শম্ভুরূপত্বং গৌরী তারাবতীতি চ।
মনুষ্যযোনাবুৎপন্নাবুমাবৃষভকেতনৌ ॥ ১১৯
শ্রুত্বাতিহর্ষিতো রাজা বিস্মিতো নারদং পুনঃ।
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দ্দূলং বিজ্ঞাতুমিতি চাত্মনঃ ॥ ১২০
শঙ্করত্বঞ্চ গৌরীত্বং তারাবত্যাং সমক্ষতঃ।
যথাহং তং ন পশ্যামি তং মাং জ্ঞাপয় নিশ্চিতম্ ॥ ১২১

নারদ উবাচ—

অঙ্কে তারাবতীং কৃত্বা অক্ষিণী ত্বং নিমীলয়।
ক্ষণং তারাবতী চাপি নিমীলয়তু চক্ষুষী ॥ ১২২

তুমি যেহেতু আমাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিলে, অতএব তুমি মানুষ যোনিতে সুরতক্রীড়াসক্ত হইবে। ১১৪-১১৫

হে শম্ভো। যেহেতু তুমি পরস্ত্রী-সংসর্গ-বিমুখ হইয়াও অদ্য গৌরী বিরহে অন্য স্ত্রীকে অভিলাষ করিতেছ, সেই অভিলাষেরই এই ফল জানিবে। এক্ষণে তুমি স্বস্থানে গমন ও আমাকে পরিত্যাগ কর। তখন পতিব্রতা দেবী সাবিত্রী, শঙ্করকে এই সকল কথা বলিয়া নিজের আশ্রমে গমন করিলেন। ১১৬

মহাদেবও লজ্জাবিস্ময়যুক্ত হইয়া নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! এই সকল কারণেই মহাদেব মানুষীতে উপগত হইয়াছেন। ১১৭

অতএব আপনি, পতিব্রতা তারাবতীর প্রতি সন্দেহ করিবেন না। আর মহাদেবের এই দুইটী পুত্রকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে পালন করুন। ১১৮

ঔর্ব্ব কহিলেন,—অনন্তর রাজা, নারদমুনি হইতে আপনার শিবত্ব ও তারাবতীর ভগবতীত্ব শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন, মনুষ্য-যোনিতেই মহাদেব ও ভগবতী উৎপন্ন হইয়াছেন। ১১৯

এই সকল কথা শ্রবণের পর রাজা বিস্মিত হইয়া পুনর্ব্বার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১২০

হে মুনিবর! আমি নিজের শিবত্ব ও দেবী তারাবতীর ভগবতীত্ব কিরূপে জানিতে ও সমক্ষে দেখিতে পাই, তাহা আমাকে সম্যক্‌রূপে বলিয়া দিন। ১২১

নারদ কহিলেন; তুমি তারাবতীকে সঙ্গে করিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া থাক এবং তারাবতীও ক্ষণকালের নিমিত্ত চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করুন। ১২২

নিমিল্য পশ্চাদ্রাজেন্দ্র উন্মীলয় ততো দ্রুতম্ ।
ততস্তে শাম্ভবং জ্ঞানং রূপঞ্চাপি ভবিষ্যতি ॥ ১২৩
ইত্যুক্তো নারদেনাথ স রাজা চন্দ্রশেখরঃ ।
বামেন পাণিনা ধৃত্বা দেবীং তারাবতীং সতীম্ ॥
চক্ষুষী চ তয়া সার্দ্ধং নিমীল্যোন্মীল্য তৎক্ষণাৎ ॥ ১২৪
তন্নিমীলনকালে তু তস্যাভূচ্ছম্ভুরূপতা ।
গৌরীরূপাভবদ্দেবী ততস্তারাবতী সতী ।
অহং শম্ভুরহং গৌরীতি বিজ্ঞানং তয়োরভূৎ ॥ ১২৫
ততঃ প্রোবাচ তং শম্ভুং নারদঃ প্রহসন্নিব ।
শম্ভুঃ সাক্ষাদ্ভবান্ গৌরী দেবী তারাবতী স্বয়ম্ ।
প্রত্যক্ষং তে মহাভাগ সম্পশ্যাত্মানমাত্মনা ॥ ১২৬
ততো রাজা ভবত্বেবমিত্যুক্ত্বাথ স্বকাং তনুম্ ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং দশভির্বাহুভির্যুতাম্ ॥ ১২৭
ত্রিশূলখট্বাঙ্গধরাং শক্ত্যাদিধৃতহস্তকাম্ ।
বৃষভোপরি সংস্থাস্তু জটাজুটবিভূষিতাম্ ॥ ১২৮
তারাঞ্চ বিদ্যুদ্গৌরাঙ্গীং পদ্মহস্তাং শুভাননাম্ ।
বীক্ষ্য সম্প্রত্যয়ং প্রাপ জ্ঞানেনাপি তদাত্মনি ॥ ১২৯
ততস্তু নারদঃ প্রাহ শৃণু রাজন্ বচো মম ।
নৃযোনৌ বৈষ্ণবী মায়া যুবাং পূর্ব্বমমোহয়ৎ ॥ ১৩০
তেন তেন শরীরেণ শম্ভুত্বং নেক্ষিতং ত্বয়া ।
অধুনা দর্শিতা তেঽদ্য শম্ভুনা শম্ভুরূপতা ॥ ১৩১

মুদ্রিত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার উন্মীলিত করিবে, হে মহারাজ। এইরূপ করিলেই তোমার শৈব জ্ঞান ও রূপ হইবে। ১২৩

মহারাজ চন্দ্রশেখর নারদকর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইলে, তখন তিনি, বাম হস্তের দ্বারা তারাবতীকে ধরিয়া স্বয়ং চক্ষু দুইটী তারাবতীর সহিত মুদ্রিত করিয়াই উন্মীলিত করিলেন। ১২৪

নেত্র নিমীলনকালে তাঁহাদিগের শিবত্ব ও ভগবতীত্ব এতাদৃশ জ্ঞান হওয়ায় 'আমি শম্ভু', 'আমি ভগবতী' এইরূপ উভয়ের জ্ঞান হইয়াছিল। ১২৫

অনন্তর নারদ, হাসিতে হাসিতে তখন সেই শম্ভুকে বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ মহাদেব ও দেবী তারাবতী সাক্ষাৎ ভগবতী; হে মহাভাগ। এখন সমক্ষে আপনাতে আপনারা প্রত্যক্ষ করুন। ১২৬

তখন রাজা 'তথাস্তু' এইরূপ বলিয়া স্বীয় শরীর ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত, দশহস্ত, হস্তগুলিতে আবার ত্রিশূল খট্বাঙ্গ শক্তি প্রভৃতি রহিয়াছে—বৃষাসীন,—জটাজুটশোভী দেখিয়া তারাবতীকেও সুন্দরমুখী পদ্মহস্তা বিদ্যুৎ-সদৃশ গৌরাঙ্গী দেখিলেন। পরে জ্ঞানবলে সমস্ত বিষয় আপনাতে বিশ্বাস করিলেন। ১২৭-১২৯

পুনর্ব্বার নারদ কহিলেন, হে রাজন্! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, পূর্ব্বে বিষ্ণুমায়া আপনাদিগের দুইজনকে মনুষ্যযোনিতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৩০

সেই হেতু মনুষ্য শরীরের দ্বারা আপনি আপনার শিবত্ব জানিতে পারেন নাই; সম্প্রতি শম্ভুই তোমাকে তোমার শম্ভুরূপত্ব দেখাইলেন। ১৩১

নিমীল্য নয়নদ্বন্দ্বং পুনস্ত্বং যাহি মর্ত্ত্যতাম্ ।
আসাদ্য মানুষং ভাবমাদেহান্তং স্থিরো ভব ।
তথা তারাবতী দেবী তূর্ণং ভবতু মানুষী ॥ ১৩২

ঔর্ব্ব উবাচ—

আত্মনো দেবরূপত্বং জ্ঞাত্বা দৃষ্ট্বাথ চক্ষুষা ।
জাতসম্প্রত্যয়ো রাজা ন্যমীলয়ত লোচনে ॥ ১৩৩
ততস্তারাবতী দেবী ন্যমীলয়ত চক্ষুষী ।
পুনস্তৌ মানবৌ জাতৌ মহিষী নৃপতিস্তথা ॥ ১৩৪
উন্মীল্য তৌ তু নেত্রাণি মানুষত্বং তদাত্মনোঃ ।
দৃষ্ট্বা আবাং তথা মর্ত্ত্যাবিতি জ্ঞানমভূত্তয়োঃ ॥ ১৩৫
ততো বিমোহিতৌ তু দম্পতী বিষ্ণুমায়য়া ।
অহং রাজা চ মহিষী অহমিত্যভবন্মতিঃ ॥ ১৩৬
তস্যাং সুতৌ তু জায়ায়াং দেবাংশাবিতি তন্মতী ।
আবাং স্থিতা কলা মূর্দ্ধ্নি অভূতাং জাতচিহ্নতৌ ॥ ১৩৭
ততঃ স রাজা স্বগদত্তং মুনিং নারদং মুদা ।
সত্যমেতত্ত্বয়া প্রোক্তং করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৩৮
পালয়িষ্যে শম্ভুপুত্রৌ সত্যলভো সদৈব হি ।
কিন্ত্বেতৌ মুনিশার্দ্দূল ত্বং সংস্কুরু যথাবিধি ॥ ১৩৯

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততস্তয়োর্ন্নাম চক্রে নারদো বচনান্নৃপ ।
জ্যেষ্ঠো ভৈরবনামাভূদ্গৌরীপুত্রো ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৪০

এখন তুমি আবার নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর ; যাবৎকাল তোমার দেহ থাকিবে, তাবৎকাল মনুষ্য-ভাবাপন্ন হইয়া বিচরণ কর ; এবং দেবী তারাবতীও অবিলম্বে মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করুন । ১৩২

ঔর্ব্ব কহিলেন,—রাজা চন্দ্রশেখর আপনার দেবরূপত্ব জানিয়া ও স্বচক্ষে দেখিয়া যখন নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন, তখন দেবী তারাবতীর সহিত নেত্র উন্মীলিত করিলেন । ১৩৩

উন্মীলন করিবামাত্র, বিষ্ণুমায়াবলে মোহিত হইয়া আপনাদিগের মনুষ্যত্ব বোধ করিলেন এবং তখন উভয়ে নেত্র উন্মীলন করিয়া আপনাদিগের মনুষ্যভাব দেখিয়া 'আমরা মনুষ্য' এইরূপ জানিতে পারিলেন । ১৩৪-১৩৫

তৎপরেই তাঁহারা বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া আমি রাজা, ইনি মহিষী—এরূপও বোধ করিলেন । ১৩৬

তাহার পত্নীতে দেবাংশে পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছে—এ মতি হইল । যেহেতু জাতকদ্বয়ের মস্তকে চিহ্ন রহিয়াছে । ১৩৭

তখন রাজা আনন্দিত হইয়া নারদ মুনিকে কহিলেন,—আপনার বাক্য আমি সফল করিব, নিধিসদৃশ মহাদেবের সুতদ্বয়কে সর্ব্বদা পালন করিব ; কিন্তু হে মুনিপুঙ্গব । আপনি এই দুইটী পুত্রের যথাবিধি সংস্কার করুন । ১৩৮-১৩৯

ঔর্ব্ব কহিলেন,—হে নৃপ ! তাহার পর নারদ ঋষি, রাজার আজ্ঞানুসারে

বেতালসদৃশঃ কৃষ্ণো বেতালোঽভূত্তথাপরঃ ।
ইতি চক্রে তয়োর্নাম দেবর্ষির্ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ১৪১
অন্যাংশ্চ সর্ব্বান্ সংস্কারান্নারদো মুনিসত্তমঃ ।
চকার ক্রমশো বাক্যাচ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ ॥ ১৪২
এবং সর্ব্বান্ সংশয়াংস্তু সঞ্ছিদ্য মুনিসত্তমঃ ।
সংস্কৃত্য ভর্গতনয়ৌ বিসৃষ্টস্তেন ভূভৃতা ।
যযাবাকাশমার্গেণ নাকপৃষ্ঠং স নারদঃ ॥ ১৪৩
নারদে তু গতে রাজা মুদিতশ্চন্দ্রশেখরঃ ।
তারাবত্যা সমং রেমে করবীরাহ্বয়ে পুরে ॥ ১৪৪
শম্ভোরংশেঽহমিত্যেবং গৌর্য্যাস্তারাবতীতি চ ।
জাতশ্রদ্ধস্তদা রাজা শশাস সুচিরং ক্ষিতিম্ ॥ ১৪৫
তনয়ৌ চ হরস্যাথ তদা বেতালভৈরবৌ ।
ববৃধাতে মহাত্মানৌ শরচ্চন্দ্রাবিবোদ্যতৌ ॥ ১৪৬
চন্দ্রশেখরভূপস্য তারাবত্যাং নৃপোত্তমঃ ।
ত্রয়ঃ পুত্রা মহাবীর্য্যা রূপসম্পৎ-সমন্বিতাঃ ।
জ্যেষ্ঠস্তত্রোপরিচরো দমনোঽলর্ক এব চ ॥ ১৪৭
বেতালভৈরবাভ্যাস্তু জ্যায়াংসস্তেঽভবংস্ত্রয়ঃ ।
এবমেতে ত্রয়ঃ পুত্রাশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ ॥ ১৪৮

সেই দুইটি পুত্রের নামকরণ সংস্কার করিলেন। বল-প্রদীপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটির নাম 'ভৈরব' হইল এবং বেতাল-সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিলেন 'বেতাল'। ১৪০-১৪১

ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ, দুইজনের নামকরণ যেরূপ করিলেন, সেইরূপ রাজা চন্দ্রশেখরের বচনানুসারে ক্রমশঃ অন্যান্য সংস্কার সকলও করিলেন। ১৪২

দেবর্ষি নারদ, এইরূপে চন্দ্রশেখরের সকল সংশয় ছেদন করিয়া এবং পুত্র-দ্বয়ের কতকগুলি সংস্কারও যথাশাস্ত্র সম্পাদন করিয়া রাজা কর্তৃক অভিলষিত স্থলে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইলেন। তৎপরেই নারদ, আকাশমার্গের দ্বারা স্বর্গে গমন করিলেন। ১৪৩

নারদ স্বর্গে গমন করিলে পর, রাজা চন্দ্রশেখর করবীরপুরে তারাবতীর সহিত আনন্দভোগ করিতে লাগিলেন। ১৪৪

আমি শঙ্করের অংশ, তারাবতী গৌরীর অংশ যখন রাজার এইরূপ জ্ঞান হইল, তখন তিনি শ্রদ্ধা সহকারে দীর্ঘকাল পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৫

এই সময়, হরের সেই মহাত্মা পুত্রদ্বয়ও উদিত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ১৪৬

হে নরোত্তম! ইহা ভিন্ন তারাবতীর গর্ভসম্ভূত রাজা চন্দ্রশেখরের মহাবল পরাক্রান্ত পরম রূপবান্ তিনটী ঔরস পুত্র; তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম উপরিচর, মধ্যমের নাম দমন, কনিষ্ঠের নাম অলর্ক। ১৪৭

ইঁহারা বেতাল ও ভৈরব হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। চন্দ্রশেখরের এই তিনটি ঔরস পুত্র, আর এদিকে বেতাল ও ভৈরব, মহাদেবের সদ্যোজাত দুইটি

বেতালভৈরবৌ চাপি সদ্যোজাতৌ হরাত্মজৌ।
সমানভোগা ববৃধুশ্চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ।
পালিতাস্তু সভার্য্যেণ সমানাসনবাহনাঃ ॥ ১৪৯
ইতি পঞ্চসুতা মহাবলাঃ
পঞ্চভূতসদৃশাঃ কৃতা বিধেঃ।
ববৃধিরে প্রথমং সকলং জগৎ
সমতীত্য মুদা বলদর্পিতাঃ ॥ ১৫০

ইতি শ্রীকালিকাপুরাণে পঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫০

একপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ

ঔর্ব্ব উবাচ –

অথ কালক্রমেণৈব প্রবৃদ্ধাস্তে মহাবলাঃ।
শস্ত্রাস্ত্রজ্ঞানকুশলাঃ শাস্ত্রার্থপরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ১
সম্প্রাপ্তযৌবনা দীপ্তা দুর্দ্ধর্ষাঃ পরিপন্থিভিঃ।
ধর্ম্মার্থজ্ঞানকুশলা ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ ॥ ২
সদা সহচরৌ তত্র প্রীত্যা বেতালভৈরবৌ।
অলর্কো দমনশ্চৈব তথোপরিচরস্ত্রয়ঃ।
সদা সহচরা নিত্যং ভ্রাতরশ্চান্দ্রশেখরাঃ ॥ ৩
ত্রিধাত্মজেষু নৃপতেঃ সদোপরিচরাদিষু।
মমত্বমধিকং নিত্যং প্রীতিস্নেহৌ তথাধিকৌ ॥ ৪

সন্তান। সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি পুত্র সমানভাবে বাড়িতে লাগিল এবং রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই ইহাঁদিগকে তুল্য ভোজনাদি দ্বারা পালন করিতে লাগিলেন। ১৪৮-১৪৯

বিধাতার পঞ্চভূত-সদৃশ অশেষ শক্তি-সম্পন্ন এই পাঁচটী পুত্র, কালক্রমে সমুন্নত হইয়া স্বীয় ঔদার্য্য ও দর্পে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ১৫০

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫০

একপঞ্চাশ অধ্যায়

বেতাল ভৈরবের গণাধ্যক্ষতা

ঔর্ব্ব কহিলেন,—অতঃপর কালক্রমে ইহাঁরা বলশালী, দীর্ঘকায়, সমুন্নত, সর্ব্ব-শাস্ত্রকুশল, অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ, প্রাপ্তযৌবন, সুন্দরকান্তি, শত্রুদিগের দুর্দ্ধর্ষ, বেদপারগ হইয়া উঠিলেন। ১-২

প্রীতিনিবন্ধন বেতাল ও ভৈরব নিত্যসহচর হইলেন, উপরিচর, অলর্ক ও দমন এই তিনটি ভ্রাতাও। ইহারা সর্ব্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকিতেন,—কেহ কাহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। ৩

বেতালে ভৈরবে চাপি চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ।
নাস্তোব তাদৃশী প্রীতির্যাদৃশী তেষু জায়তে ॥ ৫
ন তৌ দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ কদাচিচ্চন্দ্রশেখরঃ।
অত্যাহ্লাদয়তেঽজস্রং পুত্রবুদ্ধ্যেষ্যতেঽথবা ॥ ৬
তৌ বীরৌ ধর্ম্মকুশলৌ মহাবলপরাক্রমৌ।
ত্রৈলোক্যবিজয়ে দক্ষৌ শস্ত্রাস্ত্রগ্রামপারগৌ ॥ ৭
তাভ্যাং বিভেতি চ নৃপঃ কদা কিংবা করিষ্যতঃ।
বেতালভৈরবাবেতৌ মাং সুতান্ রাজ্যমেব বা ॥ ৮
ইতি চিন্তাপরো রাজা নিত্যমেব নিরীক্ষতে।
প্রণতাবপি তৎপুত্রৌ সম্যগ্ বেতালভৈরবৌ ॥ ১০
অথোপরিচরং রাজা যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
জ্যায়াংসমৌরসং পুত্রং সর্ব্বরাজগুণৈর্যুতম্ ॥ ১১
যঃ পশ্চাৎ সর্ব্বভূপালান্ যোজয়িষ্যতি নীতিভিঃ।
রাজোপরিচরো নাম সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১২
দমনায় দদৌ দায়ং তথালর্কায় ভূমিভৃৎ।
প্রভূতধনরত্নানি তথাসনরথান্ বহূন্ ॥ ১৩
তাবন্তি ন দদৌ তাভ্যাং দায়বিত্তানি ভাগশঃ।
বেতালভৈরবাভ্যাং তু ততস্তৌ মন্যুরাবিশৎ ॥ ১৪
মন্যুনাভিপরীতৌ তৌ বিচরন্তাবিতস্ততঃ।
ন ভোগমীপ্সতাং বীরৌ তপসে চ কৃতোদ্যমৌ।
অনূঢ়ভার্য্যৌ সততং নির্জ্জনে বসতঃ সদা ॥ ১৫

রাজা, উপরিচর প্রভৃতি তিনটি পুত্রের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহ, মমত্ব ও প্রীতি অধিক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪

রাজার স্নেহ, ইহাদিগের প্রতি যেরূপ, বেতাল ও ভৈরবের প্রতি তাদৃশ কিছুই হইল না এবং রাজা, এই দুই জনকে দেখিয়া কখন পুত্রজ্ঞানে আনন্দিতও হইতেন না। ৫-৬

কিন্তু এই দুই জনও কালক্রমে ত্রিলোক-জয়ী, সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ, অস্ত্র ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী, মহাবলবান্ হইয়া উঠিলেন। ৭

সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা কখন কি ঘটিবে, এই ভাবিয়াই রাজা বেতাল ও ভৈরবের নিকট ভীত হইলেন। আরও ইহাদিগের দ্বারা আমার বা আমার পুত্রদিগের অথবা রাজ্যের কখন কি অনিষ্ট হইতে পারে, এইরূপ চিন্তাযুক্ত হইলেন। রাজা, বেতাল ও ভৈরবকে নম্র-স্বভাব ও ধর্ম্মিষ্ঠ দেখিয়াও অতি সাবধানে রহিলেন। ৮-১০

তারপর পরম রূপবান্ ও রাজলক্ষণাক্রান্ত জ্যেষ্ঠপুত্র উপরিচরকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ১১

যুবরাজ উপরিচর সম্পূর্ণ নীতিতে, সকল রাজাকে অনুগত করিলেন। ১২

রাজা, দমন ও অলর্ককেও ধনাদি প্রদান করিলেন, অথচ রাজকোষে অপরিমিত রত্ন ছিল। ১৩

যত রত্নাদি সিংহাসন প্রভৃতি এবং রথ সকল ছিল, সেগুলির ভাগ-ক্রমে তিনি বেতাল ভৈরবকে কিছুমাত্র দিলেন না। ১৪

তথাভূতৌ তদা পুত্রৌ দেবৌ বেতালভৈরবৌ।
বুবুধে চিন্তয়াক্রান্তা দেবী তারাবতী তদা।
রাজোপরিচরাদ্ভীতা পত্যুশ্চ চন্দ্রশেখরাৎ।
নোবাচ কিঞ্চিৎ সুদতী চ্ছন্নং তৌ বোধয়ত্যপি ॥ ১৬
এতস্মিন্নন্তরে বিদ্বান্ কাপোতো মুনিসত্তমঃ।
চিত্রাঙ্গদাসঙ্গভোগী সন্তুষ্টঃ সুরতোৎসবৈঃ।
চিত্রাঙ্গদাং পরিত্যজ্য সপুত্রাং সহচারিণীম্।
ইয়েষ গন্তুং স প্রোচে তদা চিত্রাঙ্গদাং বচঃ ॥ ১৭

মুনিরুবাচ—

চিত্রাঙ্গদে তপস্তপ্তুং গমিষ্যামি তপোবনম্।
কিং তে প্রিয়ং করোমীহ তং মে বদ মনোহরে ॥ ১৮

চিত্রাঙ্গদোবাচ—

তুম্বুরুশ্চ সুবর্চ্চাশ্চ তনয়ৌ তব সুব্রত।
এতয়োস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ প্রিয়ং কুরু যথোচিতম্ ॥ ১৯
মাঞ্চাপি ভগিনীগেহে সংস্থাপ্য দ্বিজসত্তম।
তদা তপোবনং গচ্ছ যদি তে রোচতেঽনঘ ॥ ২০
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্যাঃ কপোতো মুনিসত্তমঃ।
হিরণ্যার্থং সমালোচ্য কুবেরসদনং যযৌ ॥ ২১
প্রার্থয়িত্বা কুবেরস্তু সুবর্ণানাং শতানি ষট্।
নিষ্কাণাস্তু সহস্রাণি স লেভে মুনিসত্তমঃ ॥ ২২

তখন ইহারা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। আবার কখনও ভোগ-বঞ্চিত অকৃত-পরিণয় এই বীরদ্বয় নির্জ্জনে বসিয়া তপশ্চরণে মনোভিনিবেশ করিল। ১৫

যখন দেবী তারাবতী, বেতাল ভৈরবকে এইরূপ দুর্গতিগ্রস্ত দেখিলেন, তখন তিনি চিন্তান্বিতা হইলেন। যুবরাজ উপরিচর ও পতি চন্দ্রশেখরের নিকট ভীতা হইয়া পুত্রদ্বয়ের নির্জ্জনবাস বিদিত হইয়াও তাঁহাদিগের দুইজনকে কিছুই বলেন নাই। ১৬

ইত্যবসরে সুরতক্রীড়ানুরাগী স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় যোগবলপ্রদীপ্ত কাপোত মুনি, সহচারিণী পুত্রবতী চিত্রাঙ্গদাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতে যাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন এবং চিত্রাঙ্গদাকে কহিলেন। ১৭

প্রিয়ে চিত্রাঙ্গদে। আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিব। হে সুন্দরি! তোমার কি প্রিয়কার্য্য এই সময় করিব, তাহা আমাকে বল। ১৮

তখন চিত্রাঙ্গদা কহিতে লাগিলেন, হে তপস্বিন্! আপনার তুম্বুরু ও সুবর্চ্চ নামে যে দুইটি পুত্র হইয়াছে, হে মুনিসত্তম! আপনি এই দুই জনের যথোচিত প্রিয়কার্য্য করুন। ১৯

হে পূতহৃদয় দ্বিজোত্তম! আমাকেও আমার ভগিনীগৃহে রাখিয়া, যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে আপনি তপোবনে গমন করুন। ২০

কাপোত ঋষি চিত্রাঙ্গদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন অর্থ-সংগ্রহের নিমিত্ত অনুসন্ধানপূর্ব্বক কুবেরভবনে গমন করিলেন। ২১

শতং ভারাংশ্চ রত্নানামানীয় চ সবীবধৈঃ।
পুত্রাভ্যাং প্রদদৌ বিপ্রো ভার্য্যায়ৈ চ বিশেষতঃ ॥
ততস্তাং সহপুত্রাভ্যাং তৈর্দ্ধনৈরপি ভূরিভিঃ।
চিত্রাঙ্গদামতেনাথ পুত্রয়োরপি সম্মতে ॥ ২৩
সুবর্চ্চসং তুম্বুরুঞ্চ তথা চিত্রাঙ্গদামপি।
আমন্ত্র্য মুনিশার্দ্দূলঃ করবীরপুরং যযৌ ॥ ২৪
তত্র গত্বা স কপোতো রাজানং চন্দ্রশেখরম্।
রাজোপরিচরং চৈব বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ২৫
ইয়ং ককুৎস্থজা ভূপ তবৈব বিদিতা পুরা।
সদ্যজাতৌ তথৈবাস্যামেতৌ মে তনয়ৌ শুচী।
এভির্বিত্তৈঃ সমং পুত্রৌ মম ত্বং প্রতিপালয়।
রাজোপরিচরশ্চাপি পালয়ত্বিহ মে সুতৌ ॥ ২৬
অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রো নির্ধনস্য ধনং নৃপঃ।
অমাতুর্জননী রাজা হ্যতাতস্য পিতা নৃপঃ ॥ ২৭
অনাথস্য নৃপো নাথো হ্যভর্ত্তুঃ পার্থিবঃ পতিঃ।
অভৃত্যস্য নৃপো ভৃত্যো নৃপ এব নৃণাং সখা।
সর্ব্বদেবময়ো রাজা তস্মাত্ত্বামর্থয়ে নৃপ ॥ ২৮

ঔর্ব্ব উবাচ—

ততঃ স রাজা তং প্রাহ মুনিমেবং দ্বিজোত্তমম্।
করিষ্যে ত্বদ্বচশ্চাহং রাজোপরিচরশ্চ সঃ ॥ ২৯

কুবেরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ছয় শত সুবর্ণমুদ্রা ও হাজার নিষ্ক সংগ্রহ করিলেন। ২২

ব্রাহ্মণ তখন চমরী-পৃষ্ঠে করিয়া সুবর্ণের একশত ভার আনিয়া পুত্রদ্বয়কে দিলেন এবং বিশেষ করিয়া স্ত্রীকে দিলেন। ২৩

মুনিবর,—সুবর্চ্চ, তুম্বুরু ও চিত্রাঙ্গদাকে আহ্বান করিয়া করবীরপুরে গমন করিলেন। ২৪

কাপোতমুনি তথায় গমন করিয়া, রাজা চন্দ্রশেখর ও যুবরাজ উপরিচরকে এই কথা বলিলেন। ২৫

হে রাজন্! চিত্রাঙ্গদা ককুৎস্থের কন্যা ইহা আপনি জানেন, ইহাঁর গর্ভেই আমার এই সদ্যোজাত দুইটি পুত্র হইয়াছে; হে নৃপ! আপনি এই ধনরাশি-দ্বারা আমার এই পুত্র দুইটিকে সমান-দৃষ্টিতে পালন করুন এবং যুবরাজ উপরিচরও ইহাদিগকে রক্ষা করুন। ২৬

অপুত্রকের রাজাই পুত্র, নির্ধনের রাজাই ধন, মাতৃহীনের রাজাই মাতা, পিতৃহীনের রাজাই পিতা। ২৭

অসহায়ের রাজাই সহায়, পতিহীনার রাজাই প্রভু, দরিদ্রের রাজাই সাহায্যকারী, মনুষ্যের রাজাই বন্ধু, রাজা সর্ব্বদেবময়; হে রাজন্! এই নিমিত্তই আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। ২৮

ঔর্ব্ব কহিলেন,—তখন জারা চন্দ্রশেখর, সেই দ্বিজবর মুনি-প্রধানকে কহিলেন, আমি ও আমার পুত্র যুবরাজ উপরিচর—আমরা উভয়েই আপনার আজ্ঞা পালন করিব। ২৯

অথ চিত্রাঙ্গদাং রাজা জগ্রাহ মুনিসম্মতে।
সুতৌ চ তস্য সধনৌ জ্যায়সে সূনবে দদৌ।
স চোপরিচরঃ প্রাদাদ্রাজ্যার্দ্ধং সুবর্চ্চসে।
তথৈব সচিবাধ্যক্ষ-মকরোত্তুম্বুরুং তদা ॥ ৩০
কাপোতশ্চাপি সুপ্রীতঃ পুত্রার্দ্ধং সমবেক্ষ্য চ।
জগামামন্ত্র্য নৃপতিং তপসে চ তপোবনম্ ॥ ৩১
পথি গচ্ছন্ স কাপোতঃ শম্ভুপুত্রৌ মনোহরৌ।
একাকিনৌ চরন্তৌ তু সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥ ৩২
তয়োর্দদর্শ চ তদা বদনে বানরাকৃতী।
স্মৃত্বা পূর্ব্বকথাং দৃষ্ট্বা তাবপৃচ্ছত্তপোধনঃ ॥ ৩৩
কৌ যুবাং দেবগর্ভাভৌ চরন্তৌ বিজনে পথি।
একাকিনৌ নরশ্রেষ্ঠৌ তন্মে বদতমীরিতম্ ॥ ৩৪
অথ তৌ প্রণিপত্যৈনং সম্ভাষ্য চ সমঞ্জসম্।
কাপোতাখ্যং মুনিশ্রেষ্ঠমূচতুঃ শঙ্করাত্মজৌ।
চন্দ্রশেখরপুত্রৌ নৌ তারাবত্যাং সমুদ্গতৌ।
বিদ্ধি ত্বং মুনিশার্দ্দূল প্রণমাবঃ পদং তব।
অবজ্ঞাং বীক্ষ্য নৃপতেরাবয়োঃ সততং মুনে।
একাকিনৌ নির্জ্জনেষু ভ্রমাবো মন্যুনা সদা।
কিমর্থমাত্মজৌ পুত্রৌ প্রণতৌ সততং নৃপঃ।
অবজ্ঞায় মহাভাগ দায়মাত্রং ন দিৎসতি ॥ ৩৫

এই কথা বলিয়া রাজা, মুনিমতানুসারে চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিলেন এবং কাপোতের দুইটী পুত্র ও তাঁহার প্রদত্ত ধনাদি, নিজপুত্র উপরিচরের নিকট অর্পণ করিলেন। তখন যুবরাজ উপরিচর, রাজ্যের অর্দ্ধাংশ সুবর্চ্চকে প্রদান করিলেন। তুম্বুরুকে সচিবাধ্যক্ষ করিলেন। ৩০

অতঃপর কাপোত ঋষি প্রসন্ন হইয়া পুত্রদ্বয়ের মুখাবলোকন ও মহারাজকে সম্ভাষণ করিয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত তপোবন যাত্রা করিলেন। ৩১

পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভা সম্পন্ন পরম রূপবান্ মহাদেবের দুইটি পুত্র সহায়শূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। ৩২

আরও দেখিলেন, তাহাদের মুখগুলি বানর-মুখের অনুরূপ। তখন তাপস-প্রধান কাপোতমুনি এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পূর্ব্বকথা সকল স্মরণপূর্ব্বক তাহাদিগের দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৩

দেবসদৃশ মনুষ্য-প্রধান হইয়া একাকী নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতেছ, তোমরা দুইজন কে? তাহা আমাকে বল। ৩৪

অনন্তর শঙ্করের সেই দুইটি পুত্র যথাবিধি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া কাপোত মুনিকে কহিলেন; হে মুনিসত্তম! আমরা তারাবতীর গর্ভ-সম্ভূত রাজা চন্দ্র-শেখরের পুত্র, আমরা আপনাকে প্রণাম করি। হে মুনে! আমাদিগের প্রতি রাজার সর্ব্বদা অবজ্ঞা দেখিয়া আমরা একাকী এই নির্জ্জনদেশে মনের কষ্টে ভ্রমণ করিতেছি; হে মহাভাগ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের বিশেষ বশীভূত ঔরসপুত্র, তিনি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কিছু মাত্র ধন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। ৩৫

তস্মাদাবাং তপস্তপ্তুমিচ্ছাবো দ্বিজসত্তম।
উপদেশপ্রদানেন চানুগৃহ্ণাতি চেদ্ ভবা ॥ ৩৬
ততস্তয়োর্বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিসত্তমঃ।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্তাবিদং মুনিরব্রবীৎ ॥ ৩৭

মুনিরুবাচ—

ন যুবাং তনয়ৌ তস্য চন্দ্রশেখরভূপতেঃ।
তারাবত্যাং সমুৎপন্নৌ ভবন্তৌ শঙ্করাত্মজৌ ॥ ৩৮
সদ্যো জাতৌ মহাবীর্য্যৌ বেতালত্বে চ সম্মতৌ ॥ ৩৯
ভৃঙ্গিমহাকালসংজ্ঞৌ শাপাদ্ধরণিমাগতৌ।
যুবয়োরত্র তেনৈব ন দায়ং দিৎসতি প্রিয়ম্ ॥ ৪০
গচ্ছতং শরণং তাতং শঙ্করং বৃষভধ্বজম্।
স এব যুবয়োঃ সর্ব্বং করিষ্যতি মহেশ্বরঃ ॥ ৪১
কিং বাত্যুগ্রেণ তপসা চিরকালফলেন বৈ ॥ ৪২
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দ্দূলঃ কপোতঃ পরমার্থধৃক্।
ভূতভব্যভবজ্জ্ঞান-স্তাভ্যাং সর্ব্বমথোচিবান্ ॥ ৪৩
যথা ভৃঙ্গিমহাকালৌ শপ্তাববনিমাগতৌ।
যথা হরশ্চ গৌরী চ পৃথিবীমাগতৌ নৃপ ॥ ৪৪
তারাবতী যথা শপ্তা তেনৈব মুনিনা পুরা।
যথা তৌ চ সমুৎপন্নৌ তারাবত্যুদরে পুরা ॥ ৪৫

সেই কারণেই হে দ্বিজোত্তম! আমরা তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিতেছি; অতএব আপনি যদি উপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগের দুই জনকে গ্রহণ করেন। ৩৬

তখন কাপোত মুনি বেতাল ও ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগকে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের ঘটনাগুলি কহিলেন। ৩৭

মুনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, তোমরা রাজা চন্দ্রশেখরের ঔরসপুত্র নও। শঙ্করের ঔরসে তারাবতীর গর্ভে তোমাদিগের জন্ম। ৩৮

ভৃঙ্গী ও মহাকালনামক শিবের দুইটী অনুচর অভিশাপগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বতত্ত্বে বীর্য্যবান্ সদ্যোজাত তোমাদিগের দুইটির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। ৩৯

এই কারণেই রাজা তোমাদিগকে প্রিয় ধনাদি বস্তু দিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৪০

এক্ষণে জন্মদাতা মহাদেবের নিকট গমন কর ও তাঁহারই শরণাপন্ন হও। সেই মহেশ্বরই তোমাদিগের বাসনা সফল করিবেন। ৪১

বহুদিনের পর যাহার ফল হয় সে কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি। ৪২

ত্রিকালজ্ঞ পরমার্থপরিজ্ঞাত কাপোত মুনি এইরূপ আদেশ করিয়া তৎপরেই আবার যেরূপে ভৃঙ্গী মহাকাল শাপাবিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন্ এবং যেরূপে হর-পার্ব্বতী মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হন। ৪৩-৪৪

ইতিপূর্ব্বে যেরূপেই বা তারাবতী আপনা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন; আর তারাবতীর গর্ভেই বা যেরূপে এই দুইটি বালক জন্মগ্রহণ করিল। ৪৫

যথা বা নারদেনৈব সংশয়চ্ছেদনং নৃপে।
তৎ সর্ব্বং কথয়ামাস পুত্র্যাভ্যাং গিরিশস্য তু ॥ ৪৬
তচ্ছ্রুত্বা তৌ মহাত্মানৌ তদা বেতালভৈরবৌ।
মুদা পরময়া যুক্তৌ বভূবতুরনিন্দিতৌ ॥ ৪৭
মোদপূর্ণৌ তদা ভূত্বা সিক্তাবিব সুধারসৈঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ কাপোতং বেতালো ভৈরবোঽপি চ ॥ ৪৮
পিতাবয়োর্মহাদেব-স্ত্বয়া সত্যমিতীরিতম্।
সোঽর্চ্চনীয়ো যথাবাভ্যাং সিদ্ধয়ে মুনিসত্তম ॥ ৪৯
আবাভ্যাঞ্চ যথারাধ্যো যত্র বারাধিতো হরঃ।
প্রসাদমেষ্যত্যচিরাত্তন্নো বদ মহামতে ॥ ৫০
ধন্যাবনুগৃহীতৌ নৌ যত্ত্বয়া মুনিসত্তম।
বিজ্ঞাপিতমিদং সর্ব্বং হৃচ্ছল্যং চোদ্ধৃতঞ্চ নৌ ॥ ৫১
পুনরাবাং দয়স্ব ত্বং কৃপাময় মুনীশ্বর।
প্রাপ্স্যাব্যো নচিরাদ্ ভর্গং যথা বদ তথৈব নৌ ॥ ৫২

মুনিরুবাচ—

শৃণু তৎ কথয়াম্যদ্য যত্র চারাধিতো হরঃ।
নচিরাদেব ভবতোরায়াস্যতি সমক্ষতাম্ ॥ ৫৩
নিত্যং যত্র মহাদেবো বসন্ ভবতি তুষ্টয়ে।
যুবাং তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি স্থানং গুহ্যং প্রকাশিতম্ ॥ ৫৪

তাহার পর নারদ আসিয়াই বা যেরূপে রাজা চন্দ্রশেখরের সংশয় সকল অপনীত করিলেন, এই সকল কথা তাঁহাদিগকে কহিলেন। ৪৬

তখন সদাশয় বেতাল ও ভৈরব এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া যেন সুধাভিষিক্ত হইয়াছেন এইরূপভাবে পরম আনন্দিত হইলেন। বেতাল ও ভৈরব এইরূপ প্রমুদিত হইয়া আবার কাপোত ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪৭-৪৮

হে মুনিসত্তম! মহাদেব আমাদিগের পিতা, কেন না আপনি সত্য কথা কহিলেন; কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ৪৯

তিনিই বা আমাদিগের কিরূপ আরাধ্য বস্তু; আর তিনি যেরূপ স্থলে পূজিত হইলে শীঘ্র প্রসন্ন হইবেন,—হে মুনিবর। সেই সকল উপদেশ আমাদিগকে দিউন। ৫০

হে যোগিরাজ! অদ্য আপনা কর্ত্তৃক এরূপ অনুগৃহীত হওয়ায় আমরা ধন্য হইলাম। আপনি এই সকল নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগের হৃদয়-শল্য উদ্ঘাটিত করিলেন। ৫১

হে মুনিসত্তম! আপনি আবার আমাদিগকে বলুন, যে উপায়ে আমরা যোগীশ্বর ত্রিপুরারিকে অচিরে পাইতে পারিব। ৫২

মুনি কহিলেন, যেরূপ স্থলে শঙ্কর পূজিত হইলে অচিরে তোমরা তাঁহার প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে, তাহা তোমাদিগকে বলি শ্রবণ কর। ৫৩

মহাদেব যে স্থলে থাকিয়া নিত্য নিত্য আনন্দ ভোগ করেন, সেই গুপ্ত অথচ সর্ব্বজন-বিদিত স্থলটী তোমাদিগকে বলি। ৫৪

বারাণসী নাম পুরী গঙ্গাতীরে মনোহরে।
বরণায়াস্তথা চাসে[১]র্মধ্যে চাপাকৃতিঃ সদা ॥ ৫৫
স্বয়ং বৃষধ্বজস্তত্র নিত্যং বসতি যোগিনাম্।
সদা প্রীতিকরো যোগী স্বয়ং চাপ্যাত্মচিন্তকঃ ॥ ৫৬
বিয়ৎস্থা সা পুরী নিত্যং ভর্গযোগবলাদ্ধৃতা।
দিব্যজ্ঞানং দদাত্যেষা তত্র যো ম্রিয়তে নরঃ।
তস্মৈ স্বয়ং মহাদেবঃ সংসারগ্রন্থিমুক্তয়ে ॥ ৫৭
স ভূত্বা পরমো যোগী মৃতস্তত্র ভবান্তরে।
সুলভেনৈব নির্বাণমাপ্নোতি হরসম্মতঃ ॥ ৫৮
যোগযুক্তো মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহিতঃ সদা।
দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং মানুষাণাঞ্চ নিত্যশঃ ॥ ৫৯
জ্ঞেয়ো হরঃ প্রকাশশ্চ ক্ষেত্রং তচ্চ প্রকাশিতম্।
ন তত্র কামদো দেবো নচিরাচ্চ প্রসীদতি।
আরাধিতশ্চিরং প্রীত্যা নির্ব্বাণায় প্রসীদতি ॥ ৬০
গৌর্য্যা বিবর্জ্জিতা সা তু পুরী তত্র ন গচ্ছতি।
যোগস্থানং মহাক্ষেত্রং কদাচিদপি শাঙ্করী।
আসন্নং যুবয়োঃ ক্ষেত্রমিদং বারাণসী তু যৎ।
কথিতং নাতিদূরে চ বর্ত্ততে নরসত্তমৌ ॥ ৬১
অপরন্তু প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং পীঠং সদার্চ্চিতম্।
হরগৌরীসমাযুক্তং পরং ধর্ম্মার্থকামদম্।
তপসা চাতি তীব্রেণ চিরাদ্ভবতি মোক্ষদম্ ॥ ৬২

গঙ্গাতীরে বরুণ ও অগ্নির রক্ষিত চাপাকৃতি পরম মনোহর বারাণসী নামে একটি পুরী আছে। যোগিগণের নিত্য প্রমোদ-প্রদ যোগী মহেশ্বর স্বয়ং যেস্থলে আপনি আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বাস করিতেছেন। ৫৫-৫৬

সেই বাসভূমি মহাদেবের যোগবলে সর্ব্বদা আকাশমার্গে স্থিত। যে মনুষ্য এই স্থলে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়; তাহার মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং মহাদেব তাহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। ৫৭

পরে সেই স্থলে মৃত হইয়া জন্মান্তরে পরম যোগী হইলে তখন অনায়াসেই শিব-সম্মত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫৮

ভগবতীর সহিত নিত্য সংপৃক্ত যোগরত মহাদেব, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মনুষ্য, সকলেরই নিত্য আরাধ্য বস্তু। ৫৯

এখন হরের বিষয় জানিতে পারিলে এবং তাঁহার ক্ষেত্রও প্রকাশ করিয়াছি। এইক্ষেত্রে শঙ্কর কাহারও অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ করেন না এবং কাহারও প্রতি অচিরে প্রসন্নও হন না। বহুকাল ধরিয়া ভক্তির সহিত আরাধিত হইলে তবে নির্ব্বাণ প্রদান করেন। ৬০

এই বারাণসী ক্ষেত্র গৌরীর গমনাগমনশূন্য জানিবে এবং মহাক্ষেত্রে যোগ-স্থানে গৌরী কখনও গমন করেন না। হে নরসত্তম! অনতিদূরবর্ত্তী সেই বারাণসী ক্ষেত্র যাহা তোমাদিগের নিকট কহিলাম, এখান হইতে তাহা অতি নিকট। ৬১

১। বরুণায়াস্তথৈবাগ্নে……ইতি পাঠান্তরম্।

নচিরাৎ কামদং পুণ্যং ক্ষেত্রং পীঠং নিগদ্যতে।
চিরাত্তু কামদো দেবো ন চিরাদ্‌যত্র জ্ঞানদঃ।
তৎক্ষেত্রমিতি লোকেষু গদ্যতে পূর্ব্ববন্দিভিঃ ॥ ৬৩
কামরূপং মহাপীঠং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং পরম্।
সদা সন্নিহিতস্তত্র পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
নচিরাৎ পূজিতো দেবস্তস্মিন্ পীঠে প্রসীদতি ॥ ৬৪
পার্ব্বতী চানুগৃহ্লাতি ভর্গভক্তস্তু তত্র বৈ।
দদাতি নচিরাৎ কামং ভক্তায় পরমেশ্বরঃ।
তত্তু পীঠং প্রবক্ষ্যামি শৃণুতং সাম্প্রতং যুবাম্।
করতোয়া নদী পূর্ব্বং যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং যোজনৈকশতায়তম্ ॥ ৬৫
ত্রিকোণং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচলপূরিতম্।
নদীশতসমাযুক্তং কামরূপং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৬৬
শম্ভুনেত্রাগ্নিনির্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপং ততোঽভবৎ ॥ ৬৭
তস্য পীঠস্য বায়ব্যাং নৈর্ঋত্যাং মধ্যভাগতঃ।
ঐশান্যাঞ্চ তথাগ্নেয্যাং মধ্যে পার্শ্বে চ শঙ্করঃ ॥ ৬৮
স্বমাশ্রমপদং কৃত্বা ষট্‌সু স্থানেষু শোভনম্।
নিত্যং বসতি তত্রাপি পার্ব্বত্যা সহ নর্ম্মভিঃ।
মধ্যে দেবীগৃহং তত্র তদধীনস্তু শঙ্করঃ।
নীলাখ্যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠে পার্ব্বতী তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৬৯

পরন্তু অপর একটী গুহ্য পীঠের কথা বলি ;—যাহার নাম কামরূপ। চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, সর্ব্বদা লোক-পূজিত এই পীঠস্থলে হরগৌরী নিত্য বাস করেন ; এইখানে থাকিয়া তপস্যা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করা যায়। ৬২

এই জন্য এই পুণ্যজনক পীঠটী অচিরে ফলপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আর মহাদেব চির-ফলপ্রদ হইলেও তিনি যদি এই স্থলে পূজিত হন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই ফল প্রদান কনেন। ঋষিরা এই পীঠস্থান অপেক্ষা অন্য আর উত্তম পীঠস্থান বলেন নাই। ৬৩

মহাদেব, পার্ব্বতীর সহিত এই গুহ্যাদপি গুহ্যতর কামরূপ মহাপীঠে নিত্য বাস করেন, তিনি এই পীঠে পূজিত হইলে শীঘ্রই প্রসন্ন হন। ৬৪

পার্ব্বতীও এই স্থলে শিবভক্তকে অনুগ্রহ করেন ও পরমেশ্বরও ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এক্ষণে পীঠের বিষয় আরও কিছু বলি, তোমরা দুই-জনে শ্রবণ কর। করতোয়া নদী ইহার পশ্চাৎ ভাগে বিরাজিত। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ যোজন। ৬৫

ইহা ত্রিকোণ, কৃষ্ণবর্ণ, প্রভূত-পর্ব্বত-বেষ্টিত ; ইহার চতুর্দ্দিকে শত শত নদী প্রবাহিত হইতেছে। ৬৬

কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ ধারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ "কামরূপ" নামে অভিহিত হইলেন। ৬৭

এই পীঠের বায়ুকোণে ও নৈর্ঋত-কোণে এবং কোণের মধ্যদেশে আর

ঐশান্যাং নাটকে শৈলে শঙ্করস্য মহাশ্রমঃ।
নিত্যং বসতি তত্রেশস্তদধীনা চ পার্ব্বতী ॥ ৭০
অপরে চাশ্রমাঃ সন্তি হরগৌর্য্যোঃ সদাতনাঃ।
নৈতয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি বিদ্যতে শঙ্করাশ্রমঃ।
যত্রারাধ্যো মহাদেবো ভবদ্ভ্যাং নরসত্তমৌ।
তৎস্থানং মনসাদায় প্রসাদয় বৃষধ্বজম্ ॥ ৭১

বেতালবৈরবাবূচতুঃ—

কামরূপং গমিষ্যাবো রহস্যং নাটকাচলম্।
গৌরীহরৌ স্থিতৌ যত্র নিত্যং সন্নিহিতৌ মুনে ॥ ৭২
আরাধনীয়ো ভূতেশো হ্যবশ্যমিহ চাবয়োঃ।
যথৈবারাধয়িষ্যাবস্তথাচক্ষ দ্বিজোত্তম ॥ ৭৩
যেন মন্ত্রেণ বা দেবো নচিরাত্তু প্রসীদতি।
তত্ত্বং বদ মহাভাগানুগ্রহোঽস্ত্যাবয়োর্যদি ॥ ৭৪

ঋষিরুবাচ—

নাটকং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠং গচ্ছতং নরসত্তমৌ।
তত্র নিত্যং মহাদেবো রমতেঽপর্ণয়া সহ ॥ ৭৫
সন্ধ্যাচলে তত্র মুনিরারাধয়তি শঙ্করম্।
বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রস্তং যুবামনুগচ্ছতম্ ॥ ৭৬

ঈশান কোণে, অগ্নি কোণে এই উভয়ের মধ্যস্থলে, মহাদেব এই জল ও স্থলে স্বীয় সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া পার্ব্বতীর সহিত পরম সুখে নিত্য বাস করেন, —পীঠের মধ্যস্থলে দেবীর গৃহ, এখানেও শঙ্কর অবস্থান করেন। অত্রত্য নীলাখ্য পর্ব্বতে পার্ব্বতী বাস করেন। ৬৮ ৬৯

ঈশান-কোণ-স্থিত নাটকশৈলে মহাদেবের সুন্দর আশ্রম আছে, তথায় শিব ও শিবা উভয়েই বাস করেন। ৭০

এই পীঠের অনেক স্থানে হরগৌরীর আরও অনেক প্রাচীন আশ্রম আছে। হরপার্ব্বতীর এরূপ পীঠস্থান আর কোথাও নাই; হে সদাশয়! মহাদেব-আরাধনা করিবার তোমাদিগের সেইটী উপযুক্ত স্থল, অতএব সেই স্থলে গিয়া মনের সহিত মহাদেবের উপাসনা কর। ৭১

তখন বেতাল ও ভৈরব কহিলেন;—হে মুনে! আমরা কামরূপে গমন করিব এবং যে নাটকশৈলে শঙ্কর, শঙ্করীর সহিত সর্ব্বদা বাস করেন, সেই পর্ব্বতেই অমরা ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনা করিব। ৭২-৭৩

দ্বিজোত্তম! কি প্রণালীতে শিবের আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাদিগকে বলুন; এবং কোন্ মন্ত্রদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলে তিনি শীঘ্র প্রসন্ন হন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। হে মহাভাগ! আমাদিগের প্রতি যদি আপনার অনুগ্রহ থাকে, তবে বলুন। ৭৪

ঋষি কহিলেন;—হে নরসত্তম! তোমরা নাটকাচলে গমন কর; তথায় মহাদেব দুর্গার সহিত বাস করিতেছেন। ৭৫

ব্রহ্মার পুত্র বসিষ্ঠ ঋষি, সন্ধ্যা-পর্ব্বতে মহাদেবকে আরাধনা করেন, তোমারা তাঁহার নিকট গমন কর। ৭৬

স চ মন্ত্রং সতন্ত্রঞ্চ হরারাধনকর্ম্মণি।
জ্ঞাপয়িষ্যতি বাং পৃষ্টঃ কিল বেতালভৈরবৌ।
তপসে গন্তুমিচ্ছামি নেদানীং কালযাপনা।
যুজ্যতে মম তস্মান্মাং ত্যজতং বীরসত্তমৌ।
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠঃ কপোতঃ প্রযযৌ বনম্।
তৌ তাং মুনিং নমস্কৃত্য জগ্মতুর্ভবনং নিজম্॥ ৭৭
অথ তৌ সময়ং কৃত্বা দীক্ষিতৌ তপসে তদা।
পিতারাবপ্যনুজ্ঞাপ্য ভ্রাতৄন্যাংশ্চ বান্ধবান্।
প্রস্থানং কামরূপায় চক্রতুস্তৌ মহামতী॥ ৭৮
তৌ গচ্ছন্তৌ পরিজ্ঞায় শঙ্করোঽপি সহোময়া।
দেবান্ সর্ব্বানুবাচেদং সান্ত্বয়ন্নিব সেন্দ্রকান্॥

ঈশ্বর উবাচ—

পুত্রৌ মে তপসে যাতঃ সাম্প্রতং সুরসত্তমাঃ।
মমারাধনচিত্তৌ তু তৌ দয়ধ্বং সুরেশ্বরাঃ॥ ৭৯
সংস্কৃত্য তপসা চৈতৌ পুত্রৌ বেতালভৈরবৌ।
গাণপত্যে নিযোক্ষ্যামি তৌ সংস্কুর্ব্বন্তু নির্জ্জরাঃ॥ ৮০
অনেনৈব শরীরেণ তৌ গণেশত্বমাপ্স্যতঃ।
তপসা তু তয়োঃ কায়ৌ ভাবং ত্যক্ত্বা তু মানুষম্।
যথাপ্নুতঃ সৌরভাবং বিধাস্যামি হ্যহং তথা॥ ৮১
ইত্যুক্ত্বা বামদেবোঽপি পার্ব্বত্যা সহ পুত্রকৌ।
গচ্ছন্তৌ বিয়তা স্নেহাৎ পশ্চাদনুযযৌ শিবঃ॥ ৮২

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমাদিগকে তদুপযোগী সরহস্য মন্ত্র বলিয়া দিবেন। হে বীরাগ্রগণ্য। এখন আমি তপোবন যাত্রা করি; তোমরা আমাকে পরিত্যাগ কর; আর আমার সময়ক্ষেপ করা উচিত নয়। তখন মহাত্মা কপোত মুনি, এই সকল কথা বলিয়া অরণ্যে গমন করিলেন। বেতাল ও ভৈরব কপোত ঋষিকে প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। ৭৭

অনন্তর মহামতি বেতাল ও ভৈরব, একটী শুভদিন দেখিয়া দীক্ষিত হইলেন। পরে পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু বান্ধব—ইহাঁদের নিকট অনুমতি লইয়া তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে কামরূপে গমন করিলেন। ৭৮

এই সময় হর-পার্ব্বতী বেতাল-ভৈরবকে তপস্যার নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত দেখিয়া, তখন ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে অনুনয়পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন; —হে দেবগণ! সম্প্রতি আমার পুত্রদ্বয় আমার উপাসনার নিমিত্ত তদ্গত চিত্ত হইয়া কামরূপে গমন করিতেছেন। ৭৯

অতএব হে ত্রিদশবৃন্দ! বেতাল ও ভৈরব আমার এই পুত্রদুইটীকে তপশ্চরণাধিকারী করিয়া পরে গাণপত্য প্রয়োগের নিমিত্ত সংস্কার বিধান কর। ৮০

ইহারা এই শরীরেই গাণপত্য প্রাপ্ত হইবে; তপোবলে ইহাদের দেহ মানুষভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যেরূপে দেবভাবাপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে উপায় আমিই করিব। ৮১

শক্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ সর্ব্বে দিক্‌পালাশ্চ তথাপরে।
সর্ব্বে হরঞ্চানুজগ্মুরনুগচ্ছন্তমাত্মজৌ ॥ ৮৩
অথ তৌ তু নদীং প্রাপ্য কৃষ্ণাজিনধরৌ তদা।
আদায় তাপসং ভাবং গঙ্গাতুল্যাং দৃষদ্বতীম্ ॥ ৮৪
তপস্বিনৌ তৌ দেবেন ত্র্যম্বকেণাথ পালিতৌ।
দেবৈঃ সহ তদায়াতৌ কামরূপাহ্বয়াশ্রমম্ ॥ ৮৫
আসাদ্য কামরূপন্তু করতোয়ানদীজলে।
উপস্পৃশ্য ততস্তৌ তু নন্দিকুণ্ডং নৃপোত্তম ॥ ৮৬
তত্র স্নাত্বাপ্যুপস্পৃশ্য নদীং গত্বা জটোদ্ভবাম্।
তত্রাপ্যুপস্পৃশ্য চ তৌ নন্দিনং তপসা ধৃতম্ ॥ ৮
প্রণম্য জল্পিশং দেবং জগ্মতুর্নাটকাচলম্ ॥ ৮৮
নাটকাচলমাসাদ্য প্রণম্য বৃষভধ্বজম্।
আরাধনোপদেশায় কাপোতকবচঃ স্মরৌ[১]।
জগ্মতুর্দক্ষিণাং কাষ্ঠাং যত্র সন্ধ্যাচলঃ স্থিতঃ ॥ ৮৯
কান্তা নাম নদী তত্র বশিষ্ঠেনাবতারিতা।
তস্যাস্তীরে মহাশৈলঃ স্নিগ্ধচ্ছায়লতাতরুঃ।
সন্ধ্যাং বশিষ্ঠঃ কৃতবাংস্তত্র যস্মাদ্বিধেঃ সুতঃ।
অতঃ সন্ধ্যাচলং নাম তস্য গায়ন্তি দেবতাঃ ॥ ৯০

তখন ভগবতীর সহিত ভগবান্ এই কথা বলিয়া স্নেহনিবন্ধন আকাশ-মার্গের দ্বারা কামরূপ গমনকারী পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। ৮২

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ দিক্‌পালসকল ও আরও অপর অপর লোক, মহাদেবকে পুত্রদ্বয়ের পশ্চাৎগামী দেখিয়া তাঁহারা সকলে মহাদেবের অনুগামী হইলেন। ৮৩

অনন্তর যখন বেতাল ও ভৈরব, গঙ্গা সদৃশ দৃষদ্বতী নদী প্রাপ্ত হইলেন, তখন কৃষ্ণসার-চর্ম্ম পরিধান করিয়া যোগিবেশ ধারণ করিলেন। ৮৪

অনন্তর, তখন পশুপতি-পালিত যোগিরূপ-ধারী বেতাল-ভৈরব, দেবতাদিগের সহিত কামরূপে গমন করিলেন। ৮৫

কামরূপে উপস্থিত হইয়া করতোয়ানদীজলে আচমন করিয়া পরে নন্দিকুণ্ডে স্নান ও আচমনপূর্ব্বক জটোদ্ভবা নদীতে যাইলেন, তথায়ও আচমনাদি করিয়া নন্দীকুণ্ড-সমীপস্থ জল্পিনাশক দেবতার বন্দনা করিয়া নাটক-শৈলে গমন করিলেন। ৮৬-৮৮

তথায় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কাপোত মুনির বাক্য স্মরণ হইলে, শিবোপাসনায় নিয়ম জানিবার নিমিত্ত যে ভাগে সন্ধ্যাচল আছে, সেই দক্ষিণ দিকেই গমন করিলেন। ৮৯

সেইখানে, বশিষ্ঠকর্ত্তৃক আনীত কান্তা-নদী রহিয়াছে, সেই নদীর তীরে ছায়া-প্রধান বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ একটী বৃহৎ পর্ব্বত, ব্রহ্মার মানসপুত্র বসিষ্ঠ —এই পর্ব্বতে বসিয়া সন্ধ্যা করিয়াছিলেন বলিয়া দেবতারা তাহার নাম সন্ধ্যাচল রাখিয়াছেন। ৯০

১। কপোতস্য বচঃ স্মরন্—ইতি পাঠান্তরম্।

তত্রাসাদ্য বশিষ্ঠন্তু সাক্ষাদিব হুতাশনম্ ।
আরাধয়ন্তং গিরিশং ধ্যানসংযুক্তমানসম্ ।
তপঃশ্রিয়া দীপ্যমানং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ।
প্রণম্য পুরতস্তস্য তদা বেতালভৈরবৌ ।
প্রাঞ্জলী তস্থতুর্ভূপ বিনয়ানতকন্ধরৌ।
ইদঞ্চাপ্যূচতুস্তৌ তু প্রণমন্তৌ বিধেঃ সুতম্ ।
তারাবত্যাং সমুৎপন্নৌ চন্দ্রশেখরভূভৃতঃ ।
ক্ষেত্রে ভর্গস্য তনয়াবাবাং জানীহি মানুষৌ ॥ ৯১
আরাধয়িতুমিচ্ছাবো হরং কার্য্যস্য সিদ্ধয়ে ।
বাঞ্ছিতস্য যদি ত্বং নাবনুগৃহ্ণাসি সুব্রত ॥ ৯২
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ।
উবাচেতি যুবাং জ্ঞাতৌ ময়া সত্যং হরাত্মজৌ ।
হরস্যারাধনং কার্য্যং যুবয়োর্নরসত্তমৌ ।
তত্রাস্তি মম কৃত্যং কিং তদ্ভাষতমনিন্দিতৌ ।
বৃষধ্বজারাধনায় যুবয়োস্তু প্রয়োজনম্ ।
বিদ্যতে তন্নিমিত্তং যত্তৎ সিদ্ধমিতি চিন্ত্যতাম্ ॥ ৯৩

বেতালভৈরবাবূচতুঃ—

যেন মন্ত্রেণ নচিরাৎ সম্যগারাধিতো হরঃ ।
প্রসাদমেষ্যত্যবনৌ তন্নো বদ মহামুনে ॥ ৯৪
যথা চারাধয়িষ্যাবস্তন্ত্রং যদ্‌যাদৃশঃ ক্রমঃ ।
তৎসর্ব্বং মুনিশার্দ্দূল বক্তুমর্হসি চোত্তরম্ ॥ ৯৫
যথা ত্বদুপদেশেন প্রাপ্স্যাবো নচিরাদ্ধরম্ ।
তথা বাচাং মুনিশ্রেষ্ঠ হ্যনুশাধি ন তৌ ত্বয়ি ॥ ৯৬

এইখানে যাইয়া তাঁহারা, শিবপূজাপরায়ণ ধ্যানসক্ত-চিত্ত মূর্ত্তিমান্ অগ্নি-স্বরূপ বসিষ্ঠ ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবনত-মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা প্রণত হইয়া একথাও বলিলেন যে, হে সুব্রত ! আমরা রাজা চন্দ্রশেখরের তারাবতী নামক স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাদিগকে মহাদেবের মানুষ পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ৯১

মহাদেবের আরাধনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি, যদি আপনি আমাদের বাঞ্ছিত কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত অনুগ্রহ করেন। ৯২

তখন যোগেশ্বর বসিষ্ঠ ঋষি, বেতাল ভৈরবের বাক্য শ্রবণ করিয়া এই কথা বলিলেন ;—তোমরা যে মহাদেবের পুত্র, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানিলাম এবং হে নরসত্তম। এইক্ষণে তোমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম মহাদেবের উপাসনা।

হে অরিন্দম। এবিষয়ে আমার কি করিতে হইবে, তাহা তোমরা বল এবং মহাদেবের উপাসনার নিমিত্ত যেটী তোমাদিগের প্রয়োজন, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বিদিত হও। ৯৩

বেতাল-ভৈরব বলিলেন ;—যে মন্ত্র দ্বারা পূজিত হইলে মহাদেব আমাদের দুইজনের প্রতি অবিলম্বে পরিতুষ্ট হইবেন, হে মুনে। তাহাই বলুন। ৯৪

আর কোন্ তন্ত্র অবলম্বন করিব ? সে তন্ত্রের অনুষ্ঠানক্রমই বা কিরূপ ? এই সকল বিষয়ের উপদেশ দিউন। ৯৫

বশিষ্ঠ উবাচ—

প্রসন্ন এব ভবতোর্বৃষকেতুঃ সহোময়া ॥ ৯৭
নচিরাৎ স্বয়মেবাত্র প্রসাদঞ্চ সমেষ্যতি।
সর্ব্বৈর্দ্দেবগণৈঃ সার্দ্ধং সভার্য্যো বৃষভধ্বজঃ ॥ ৯৮
আকাশমার্গেণায়াতঃ পালয়ন্ স্বসুতৌ গৃহাৎ।
কিন্তু মানুষদেহৌ বামধিবাস্য তপোব্রতৈঃ ॥ ৯৯
স্বয়ন্নেষ্যতি কৈলাসং গানপত্যে নিযোজ্য বাম্।
অহঞ্চাপ্যুপদেক্ষ্যামি যথা ভর্গং যুবাং দ্রুতম্।
প্রাপ্স্যথঃ পার্ব্বতীপুত্রাবেকাগ্রং শৃণুতং তু তৎ ॥ ১০০
চিরাৎ প্রসীদতি ধ্যানান্নচিরাদ্ধ্যানপূজনাৎ।
তস্মাদ্ধ্যানং পূজনঞ্চ কথয়াম্যদ্য তত্ত্বতঃ ॥ ১০১
তেজোময়ঃ সদা শুদ্ধো জ্ঞানামৃতবিবর্দ্ধিতঃ।
জগন্ময়শ্চিদানন্দঃ শৌরিব্রহ্মস্বরূপধৃক্ ॥ ১০২
মহাদেবো মহামূর্ত্তি র্মহাযোগযুতঃ সদা।
জগন্তি তস্য রূপাণি তানি কো গদিতুং ক্ষমঃ ॥ ১০৩
কিন্তু যৈরিহ রূপৈস্তু বিচরত্যেষ শঙ্করঃ।
তেষাং যন্মে জ্ঞানগম্যং তত্রেষ্টং নিগদামি বাম্ ॥ ১০৪
প্রথমং শৃণুতং মন্ত্রং ততোঽনুধ্যানগোচরম্।
ততঃ ক্রমস্তু পূজায়াঃ ক্রমাদ্বৃত্তং নরর্ষভৌ ॥ ১০৫

আর হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে সদুপদেশে ভবদাশ্রিত আমরা দুইজন, মহাদেবকে পাইতে পারি, আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ করুন। ৯৬

বসিষ্ঠ বলিলেন ;—আশুতোষ ও ভগবতী উভয়েই তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন। ৯৭

আর এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংই অনুরাগ প্রকাশ করিলেন ; যেহেতু তিনি সস্ত্রীক হইয়া সকল দেবগণের সহিত তোমাদিগের রক্ষাপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে আকাশমার্গের দ্বারা এইখানে আসিয়াছেন। ৯৮

কিন্তু তোমরা মনুষ্য, ব্রতানুষ্ঠানে তোমাদের সংস্কার বিধান হইলে, তখন স্বয়ং মহাদেব তোমাদিগকে গণেশত্ব লাভ করাইয়া কৈলাসে লইয়া যাইবেন। হে পার্ব্বতীনন্দন ! তোমরা যে উপায়ে অনতিবিলম্বে মহাদেবকে পাইবে, তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করি, তোমরা একাগ্র হইয়া তাহা শ্রবণ কর। ৯৯-১০০

মহাদেব ধ্যানে বিলম্বে প্রসন্ন হন, ধ্যান ও পূজা দ্বিবিধ অনুষ্ঠানেই আশু প্রসন্ন হন, অতএব সম্প্রতি যথার্থরূপে ধ্যান ও পূজা-প্রকরণ বলি। ১০১

যিনি তেজোময় নিত্যনিরঞ্জন জ্ঞানসুধাস্বাদক জগন্ময় চিদানন্দ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-স্বরূপ বিশ্বরূপ সর্ব্বদা মহাযোগরত, তাঁহার যতগুলি মূর্ত্তি আছে, কোন ব্যক্তি সে সকল বলিতে পারে ? ১০২-১০৩

কিন্তু যে যে মূর্ত্তিতে এস্থলে বাস করেন, তাহার মধ্যে আমার যে মূর্ত্তিটি বোধগম্য আছে, তোমাদিগের উদ্দেশ্য বিষয়ে সেই মূর্ত্তিটি ইষ্ট বলিয়া জানি। ১০৪

সমস্তানাং স্বরাণান্তু দীর্ঘাঃ শেষাঃ সবিন্দুকাঃ।
ঋলৃশূন্যাঃ সার্দ্ধচন্দ্রা উপান্তেনাভিসংহিতাঃ॥ ১০৬
এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
ক্রমাৎ সম্মদসন্দোহ-নাদগৌরব-সংজ্ঞকাঃ॥ ১০৭
প্রাসাদস্তু ভবেচ্ছেষঃ পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একৈকেন তথৈকৈকং বক্ত্রং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥ ১০৮
একং সমুদিতং কৃত্বা পঞ্চাভির্বা প্রপূজয়েৎ।
প্রসাদেনাথবা পঞ্চবক্ত্রং দেবং প্রপূজয়েৎ॥ ১০৯
শম্ভোঃ প্রসাদনেনৈষ যস্মাদ্ বৃত্তস্তু মন্ত্রকঃ।
তেন প্রাসাদসংজ্ঞোঽয়ং কথ্যতে মুনিসত্তমৈঃ॥ ১১০
তস্মাৎ সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু প্রাসাদঃ প্রীতিদঃ পরঃ।
আমোদকারকঃ শম্ভোর্মন্ত্রঃ সম্মদ উচ্যতে।
মনঃপ্রপূরণাচ্চাপি সন্দোহঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
আকর্ষকো ভবেন্নাদো গুরুত্বাদ্গৌরবাহ্বয়ঃ।
এতদ্ব্যস্তং সমস্তঞ্চ মন্ত্রং শম্ভোঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১১১
পঞ্চাক্ষরন্তু যন্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
যুবাং তেনৈব মন্ত্রেণ আরাধয়তমীশ্বরম্॥ ১১২
ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণুতং সম্যগ্বেতালভৈরবৌ।
পঞ্চবক্ত্রং মহাকায়ং জটাজূটবিভূষিতম্।
চারুচন্দ্রকলাযুক্তং মূর্দ্ধ্নি বালৌঘভূষিতম্॥ ১১৩
বাহুভির্দশভির্যুক্তং ব্যাঘ্রচর্ম্মবরাম্বরম্।
কালকূটধরং কণ্ঠে নাগহারোপশোভিতম্॥ ১১৪
কিরীটবন্ধনং বাহুভূষণঞ্চ ভুজঙ্গমান্।
বিভ্রতং সর্ব্বগাত্রেষু জ্যোৎস্নার্পিতসুরোচিষম্।

প্রথম মন্ত্রের বিষয় শ্রবণ কর, পরে ধ্যানের বিষয় বলিব; তাহার পর পূজার পরিপাটি বলিব। ১০৫

হে নরর্ষভ! ঋ ও ৯ ছাড়া স্বরবর্ণের সমস্ত দীর্ঘস্বরের সহিত বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্র বলা হইয়াছে। এইরূপ ক্রমে অন্যান্য বিষয়ও বলিব। সম্মদ, সন্দোহ, নাদ, গৌরব, প্রাসাদ, নির্দিষ্ট এই পাঁচ মন্ত্রের এক একটী মন্ত্র দ্বারা এক একটী বক্ত্র পূজা করিবে অথবা মাত্র প্রসাদমন্ত্রের দ্বারাই মহাদেবকে পূজা করিবে। ১০৬-১০৯

সম্মদাদি পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামক মন্ত্রটিই প্রশস্ত; এই মন্ত্রটি, মহাদেবের প্রসন্নতা হেতু বীর্য্যবান্ হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্ব-ঋষিরা ইহার নাম প্রাসাদ রাখিয়াছেন। ১১০

সেই হেতু সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ মন্ত্রটিই প্রভুর প্রীতিপ্রদ। আর সম্মদ মন্ত্রটি, মহাদেবের আনন্দকর জানিবে। আর সম্মোহ;—মনের অভিলাষ পূরণ করেন বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ নাম হইয়াছে। শব্দোচ্চারণে ইষ্টদেব আকৃষ্ট হন, তাঁহার নাম নাদ, আর গুরুত্ব হেতুই মন্ত্রের নাম হইয়াছে গৌরব। তোমরা এই মন্ত্র দ্বারাই ঈশ্বরের আরাধনা কর। ১১১-১১২

এখন ধ্যান বলি, শ্রবণ কর। পঞ্চমুখ, মহাকায়, জটাজূট-বিভূষিত, চারু-